[illegible] পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য উন্নতির আলোক সহসা বঙ্গদেশে দেখা দিল। আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বলতম কিরণ বঙ্গদেশে প্রতিফলিত হইল,—আধুনিক উদ্যম, উৎসাহ ও উন্নতি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইল। ভিন্নরুচি লোকে ভিন্ন প্রকারে সে সভ্যতা গ্রহণ করিলেন। পল্লব-গ্রাহিগণ ইউরোপীয় সুরাপান প্রভৃতি দোষ গ্রহণ করিলেন, ফলগ্রাহিগণ ইউরোপীয় উৎসাহ, উদ্যম, স্বদেশ-হিতৈষিতা ও স্বধর্ম্ম-প্রিয়তা গ্রহণ করিলেন। দেশে মহা আন্দোলন হইল, চিন্তার লহরী বহিল, উৎসাহ ও উদ্যম উৎকর্ষ লাভ করিল, দেশপ্রিয়তা ও ধর্ম্মপ্রিয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই চিন্তা, সেই উৎসাহ, সেই ধর্ম্মপ্রিয়তা ও দেশ-প্রিয়তা প্রাতঃ-স্মরণীয় রামমোহন রায়ে পূর্ণ-বিকাশ পাইল।

শতাব্দীর মধ্যকালেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল তরঙ্গ দেশে বহিতে লাগিল, তাহাতে সুফলও ফলিল, কুফলও ফলিল। সমাজে কতকটা বিশৃঙ্খলতা হইল, কতকটা নূতন বলেরও আবির্ভাব হইল। বিদেশীয় আচারের অনুকরণেচ্ছা প্রবল হইল, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশহিতৈষিতা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বিদেশীয় শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় কথা জানিবার ইচ্ছাও বলবতী হইল। দুই দিক হইতে তরঙ্গ আসিয়া যেন সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এই পরস্পর-প্রতিঘাতী ঊর্ম্মিরাশির মধ্যে জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় বল, জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় উদ্যম গঠিত ও স্থিরীকৃত হইল। এই প্রতিঘাতী চিন্তা-[illegible], এই জাতীয় বল ও জাতীয় উদ্যম মধুসূদন দত্তে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন বিদেশীয় ভাবে ও আচারে বিধ্বস্ত, এবং তাঁহার যশোলিপ্সাও প্রথমে বিদেশীয় পথে প্রধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা শেষে জাতীয় ভাবে পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইল।

> "হে বঙ্গ। ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
> তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
> পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
>
> * * *
>
> স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে;—
> "ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
> এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
> যা ফিরি অজ্ঞান তুই—যা রে ফিরে ঘরে
> পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
> মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

এই সুমধুর কথাগুলি কেবল ... জীবনের ইতিহাস নহে,—এই সময়ের বঙ্গদেশের জাতীয় ইতিহাস। সেই সময়ে শিক্ষিত ধীসম্পন্ন সকলেই ... স্রোতে মগ্ন হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করিয়া অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে ঘরে আসিয়া পৈতৃক ধন পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভ্রমণ, সে ভিক্ষাবৃত্তি ব্যর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগের পক্ষে ফলশূন্য হয় নাই। পাশ্চাত্য উদ্যম ও উৎসাহ আমাদিগের পক্ষে মূল্যবান্। সেই শিক্ষাবলেই আমরা নিজের ধন চিনিতে পারিয়াছি, সেই উৎসাহ বলেই আমরা পৈতৃক রত্ন আহরণ করিতেছি। এই সুফলটী শতাব্দীর চরম ফল,—এই সুফলটী বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে সম্পূর্ণ রূপে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া দেশীয় ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার অনুশীলন, পাশ্চাত্য উৎসাহের সহিত স্বদেশের উন্নতি ও ঐক্যসাধন, পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়া কায়মনঃপ্রাণ স্বদেশের জন্য সমর্পণ করা,—এইটী আমাদের শতাব্দীর শেষ ফল,—এইটী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। সামান্য অনুকরণশীল ব্যক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় লোকের মধ্যে প্রভেদ এই ;—পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার মন পুষ্টিলাভ করিয়াছে, অজীর্ণতা-ক্লিষ্ট হয় নাই। জ্ঞানরত্ন সকল স্থান হইতেই আহরণীয়,—বঙ্কিমচন্দ্র সকল দেশ, সকল স্থান হইতে সেই রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভা আরও সমুজ্জ্বল করিলেন। সে প্রতিভার ফল কি, তাহা আমরা গত ত্রিংশৎ বৎসর ক্রমান্বয়ে দেখিয়াছি।

যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটী নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটী নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটী নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় পুস্তক পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। সেরূপ মৌলিকতা, সেরূপ কল্পনার কমনীয় লীলা, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যচ্ছটা, সেরূপ মধুময়ী রচনা ও গল্পের চাতুর্য্য বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যে পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎসিংহ ও ওসমানের দুর্দ্দমনীয় তেজ ও বীরত্ব; প্রখরা বিমলার চাতুর্য্য ও ... মোহিনী কমনীয়তা, শান্তিময়ী আয়েষার প্রগাঢ় নিঃশব্দ প্রণয়ভাব, গড়মন্দারণ, ... কতলুখাঁর দুর্গে উৎসব,—এ সকল চিত্র অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, অবিনশ্বর। কল্পনারাজ্যে ... করিয়া ... এই অমৃত বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত করিলেন,—বঙ্গবাসিগণ সে অমৃতধারায় ভাসিল।

... দুর্গেশনন্দিনী ...

বিদেশীয় ভাব [illegible] করিয়াছেন, বঙ্কিম বাবু [illegible] কিন্তু সে [illegible] করিয়া [illegible] জয় জয় নাদে দেশ পূর্ণ করিল,—গগনে উদ্ভাসিত হইল। দুর্গেশনন্দিনীতে বিদেশীয় শিক্ষার পরিচয় যথেষ্ট আছে। ওসমান্ ও জগৎসিংহের উদ্যম ও উৎসাহ বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। আয়েসার প্রগাঢ় নিভৃত হৃদয়ের ভাব বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। বিমলার অপূর্ব্ব জিঘাংসা ও বৈরনির্য্যাতন বঙ্গীয় সাহিত্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। বিদেশীয় শিক্ষা লাভ করিয়া,—বহু বিদ্যা লাভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। এইটী আধুনিক সময়ের ভাব, এই ভাব বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এটী কি দোষ?

সেক্সপীয়রের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ইতালীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিয়া ইংরাজি সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছেন। ড্রাইডেনের সময়ে ইংরাজ কবিগণ ফরাসী সাহিত্যের রত্নরাজিতে দেশীয় সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রাচীন কালে রোমীয় কবি ভর্জিল গ্রীক সাহিত্যের সম্পত্তি দ্বারা নিজ সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আধুনিক বঙ্গবাসিগণ ইংরাজি সাহিত্যভাণ্ডার হইতে রত্নলাভ করিতেছেন,—একটু উদ্যম, উৎসাহ, স্বদেশপ্রিয়তা লাভ করিতেছেন। এই সদ্‌গুণগুলি আর একটু অধিক পরিমাণে আহরণ করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল।

আমরা বঙ্কিমবাবুর একখানি পুস্তকের কথা বলিলাম। তাঁহার কমনীয় কল্পনা হইতে উদ্ভূত সকল চিত্রের কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। সন্ধ্যার আকাশে যেমন একটীর পর একটী জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া শেষে নৈশ গগন জ্যোতির্ম্ময় করে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রগুলি সেইরূপ একটীর পর একটী ফুটিয়া সাহিত্যাকাশ জ্যোতির্ম্ময় করিল। অরণ্যবাসিনী কপালকুণ্ডলার চিত্রটী কি অপূর্ব্ব, কি বিস্ময়কর! দেশবিদেশবিচারিণী গিরিজায়ার গীত কি সুমধুর, কি হৃদয়গ্রাহী! গরীয়সী সূর্য্যমুখী, প্রশান্তমতি কমলমণি, দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী, আর চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, ভ্রমর, দেবী চৌধুরাণী,—কত নাম করিব? প্রভাতে নিকুঞ্জবনে বন-পুষ্পগুলি যেরূপ একে একে ফুটিতে থাকে, বঙ্কিমের হৃদয়-কুঞ্জে কল্পনাপুষ্পগুলি সেইরূপ স্বতই ফুটিতে লাগিল। সে গুলিও সেইরূপ সুন্দর,—সেইরূপ সুমধুর!

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতাম,—অদ্যও তাহা করিতেছি, এবং ভরসা করি বহুদিন পর্য্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করিতে থাকিব। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের নিজের ধন প্রায় কিছু ছিল না, আমরা কাঙ্গালীর ন্যায় [illegible] আমাদের নিজের একটু ধনসঞ্চয় হইয়াছে। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] আহরণকারী। এখন আমরা গর্ব্ব করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা বলি, স্নেহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে যত্ন করি, [illegible] বঙ্গীয় সাহিত্যকে পালন করি। [illegible]
[illegible]

[illegible] বল, প্রাচীন ধর্ম [illegible], আমাদের নিজেদের একটু স্পর্দ্ধা [illegible] শিখিয়াছি। আজ আমরা কেবল বিদেশীয়দিগের অভিবাদক নহি, দেশীয় আচার ব্যবহারে বীতরাগ নহি, দেশীয় ইতিহাসে [illegible] নহি, এবং দেশীয় ধর্ম্মে অবহেলা করি না। আমাদের শরীরে যেন একটু বল হইয়াছে, মনে একটু স্পর্দ্ধা হইয়াছে, জাতীয় [illegible] চিনিয়াছি, জাতীয় [illegible] ধর্ম্ম শিখিয়াছি। এটী উন্নতির লক্ষণ, মঙ্গলের লক্ষণ। আমরা যেন ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হইতে থাকি।

এ উন্নতি যে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা সাধিত, তাহা নহে। এটী কতকটা ইংরাজি শিক্ষার ফল, কতকটা দেশের ও সময়ের উন্নতি, কিন্তু এ উন্নতি বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণবিকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ আমি পড়ি নাই, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার কি মত, তাহাও জানি না। কিন্তু মতামতের আলোচনা এখানে করিতেছি না। তিনি হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সময়ের একটী লক্ষণ,—একটী চিহ্ন স্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য সংঘটন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নির্জ্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্ম্মের সঞ্জীবনী শক্তি প্রচারকরণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানবিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন,—এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা, আজি বঙ্গসমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মাত্র। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ ক্রমশঃ ঐক্যলাভ করিতে শিখিতেছেন,—প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞান এবং উদার আচার ও অনুষ্ঠান সেই ঐক্যসাধনের এক মাত্র যন্ত্র।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।*

শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি [illegible] স্যার আলফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানের সভায় যে বক্তৃতা [illegible]ছেন, তাহাতে বুঝিবার ও জানিবার অনেক কথা আছে। যে সময়ে শত শত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া, [illegible] সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন; লোকে যে সময়ে এই সম্মোহন মূর্ত্তি উচ্চশিক্ষার অভাবনীয় উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে করিতেছে; অধ্যবসায়ে অনলস, উপাধিগৌরবে উন্নতাকাঙ্ক্ষ, পাশ্চাত্য ধারণা ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় পরিচালিত শত শত যুবক যখন উদরান্নের চিন্তায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; তখন উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধে প্রতিনিধি চান্‌সেলর মহোদয়ের কথাগুলির আলোচনা করা উচিত বোধ হইতেছে।

স্যার আলফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ মহোদয় যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে অভিনব তত্ত্বের সমাবেশ নাই। উহার আলোচনাপ্রসঙ্গে উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইবে, তাহাতেও কোনরূপ অপূর্ব্বভাবের বিকাশ হইবে না। কিন্তু পুরাতন হইলেও বিষয়টি স্বদেশের—স্বদেশীয় শিক্ষিত সমাজের উন্নতি ও অবনতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এ জন্য উহার পুনঃপুনঃ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

প্রতিনিধি চান্‌সেলর মহোদয় যে সকল প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের ভাবার্থ এই:—"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. উপাধিধারীদিগের সংখ্যা প্রায় সহস্র। ইহাদের পুরোভাগে জ্ঞানরাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে। ইহারা এই রাজ্যে আপনাদের গবেষণার পরিচয় দিবার জন্য আহূত হইতেছেন। কিন্তু কয়জন এই আহ্বানে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন? কতিপয় উপাধিধারী এখনও ছাত্রত্বের পরিচয় দিতেছেন। জ্ঞানালোচনায় ইহারা আপনাদিগকে এবং আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মানিত করিতেছেন। ইহাদের নাম অন্যান্য দেশের বিদ্বৎসমাজে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। ইহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয় ইহাদিগকে যাহা দিয়াছেন, ইহারা তাহা দ্বারাই জ্ঞানের সাধারণতন্ত্ররাজ্যে সেই [illegible]লয়কে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা কম [illegible]

---

* *Address delivered at the Annual Convocation of [illegible] University [illegible] ferring Degrees, on the 3rd February, 19[illegible] [illegible] K.C.I.E., Vice-Chancellor.*

আমাদের দেশের যে দুইজন শাস্ত্রজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত [illegible] অসামান্য [illegible] এক সময়ে [illegible] বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন, যাঁহাদের জ্ঞানগভীরতার পরিমাণে ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীও সময়ে সময়ে অসমর্থ হইতেন, তাঁহারা জাতীয় ভাষার আলোচনায় কখনও ঔদাস্যপ্রকাশ করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের উভয়কেই সম্মানসূচক উপাধি দিয়া আপনার সম্মানবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদের অপরিসীম অভিজ্ঞতা ছিল, ইংরেজী রচনায় তাঁহারা ক্ষমতার একশেষ দেখাইতেন, ইংরেজী প্রণালীতে বিষয়সন্নিবেশে ও যুক্তিবিন্যাসে তাঁহারা [illegible] ইংরেজ গ্রন্থকারদিগকেও বিস্মিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, তাঁহাদের রচনানৈপুণ্য, তাঁহাদের বিচারপারিপাট্য দেখিয়া, ইউরোপের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতেন। তথাপি তাঁহারা এক সময়ে জাতীয় ভাষার পরিপুষ্টিসাধনে যথোচিত যত্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন সাময়িক পত্রে বিবিধ বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত রহিয়াছেন। অপর জন ইংরেজী গ্রন্থ হইতে স্বজাতীয় বিবিধ বিষয়ের অনুবাদ করিয়া, গবর্ণরজেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং ইংলণ্ডের প্রধান রাজনীতিজ্ঞ স্যার রবর্ট পীলেরও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

আত্মোন্নতির সহিত সমাজের উৎকর্ষসাধন শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন, সেই সমাজের পরিচালক ও শিক্ষাদাতা হইবেন। সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি না হইলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় না। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ জ্ঞানসংগ্রহ করিবেন, সেইরূপ সংগৃহীত জ্ঞানে সমাজের উপকারসাধনে নিয়োজিত থাকিবেন। দুঃখের বিষয়, অধুনা রাজপুরুষগণ এবিষয়ে তাদৃশ মনোযোগবিধান করিতেছেন না। যাঁহারা অস্মদ্দেশে শিক্ষার বিস্তারে ও শিক্ষার উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও অনেকে এতদ্দেশীয় সাহিত্যের যথোচিত উন্নতির জন্য যুবকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনে অগ্রসর হইতেছেন না। কিন্তু পূর্ব্বতন রাজপুরুষদিগের এবিষয়ে সমবেদনার অভাব বা ঔদাস্য ছিল না। তাঁহারা এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। লর্ড ডালহৌসী ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্যবিস্তারে ব্যাপৃত থাকিয়াও এতদ্দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় ভাষা-শিক্ষা দিবার জন্য বিলাতের ডিরেক্টরদিগকে যে পত্র লিখেন, তাহা তদীয় রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচায়ক। [illegible] লেফটেনেন্ট গবর্ণর হালিডে সাহেবও বাঙ্গালা-ভাষার উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করেন। পূর্ব্বতন শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ কামেরণ সাহেব কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাবপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন—"যদি গবর্ণমেণ্ট [illegible] বোলবৎ উৎসাহ দেন, [illegible] হইতে এতদ্দেশীয় ভাষায় [illegible]

[illegible] পরিচয়সূচক অপূর্ব্ব "গুরুদক্ষিণা" এতদ্বারাই যথোচিত উৎসাহ [illegible] ভুক্ত রাজপুরুষগণ কেবল জনসাধারণকে তাহাদের জাতীয় ভাষা শিক্ষা [illegible] হইয়াছিলেন না,—আপনারাও এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য [illegible] লর্ড হেষ্টিংস্ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন ছাত্রকে এই উপদেশ [illegible] "যদি আমরা কোন জাতির সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে [illegible] ভাষা ভাল করিয়া জানা উচিত। বিশেষতঃ যখন আমরা মানবজীবনের [illegible] কার্য্যসম্পাদনে ব্রতী হই, তখন সেই জাতির ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক।" বলা বাহুল্য, যে সকল ইংরেজ এতদ্দেশের রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইতেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা শিখিতে হইত। [illegible] হেষ্টিংস্ প্রজাপালনরূপ কার্য্যকেই তাঁহাদের জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা শিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যখন এক দিকে মহারাষ্ট্রচক্রের বীরপুরুষগণ ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, আর এক দিকে পিণ্ডারীরা দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থানে শান্তিভঙ্গ করিতেছিল, অপর দিকে নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও লর্ড হেষ্টিংস্ বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে উৎসাহ দিতে বিমুখ হয়েন নাই। এইরূপ অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্যে—এইরূপ বিলুণ্ঠন, বিধ্বংসের ভয়াবহ সময়েও ভারতের প্রধানতম শাসনকর্ত্তার উৎসাহে বাঙ্গালা ভাষা উন্নতিপথে পদার্পণ করিয়াছিল। লর্ড মেকলে এক সময়ে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন :—"We must, at present, do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, in intellect. To that class we may leave it to refine vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the western nomenclature and to render them by degrees fit for conveying vehicles knowledge to the great mass of the population."

লর্ড মেকলের উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য এই—"যাঁহারা আমাদের মনোগত ভাব আমাদের শাসনাধীন [illegible] লোককে বুঝাইয়া দিতে পারেন, উপস্থিত সময়ে সেইরূপ সম্প্রদায়সংগঠনের চেষ্টা করা উচিত। এই সম্প্রদায় ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইয়া আপনাদের জাতীয় ভাষার উৎকর্ষসম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিবেন, পাশ্চাত্য পরিভাষা হইতে বৈজ্ঞানিক শব্দ সংগঠিত করিয়া আপনাদের ভাষা [illegible] সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ [illegible] ক্রমে সেই ভাষাকে দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের উপযোগী [illegible]

[illegible] :—"Placed as you are between the learning of Europe and the mass of your countrymen, you may make yourselves their benefactors to an incalculable extent, by interpreting to them, in your vernacular tongue, what you have learnt in English."

শিক্ষাসমাজাধ্যক্ষ মহোদয়ের এই কথার ভাবার্থ এই :—"তোমরা একদিকে ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার অপর দিকে স্বদেশের জনসাধারণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ। তোমরা ইংরেজিতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা তোমাদের মাতৃভাষায় স্বদেশের জনসাধারণকে বুঝাইয়া বহুলপরিমাণে তাহাদের উপকার করিতে পার।" ইহা অতি মহার্থ উক্তি। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, বঙ্গের শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ মহোদয় যুবকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষার অনুশীলন জন্য এইরূপ সদুপদেশ দিয়াছিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, গ্রামে গ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, গৃহে গৃহে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল প্রচার হয় নাই। তখন সঙ্কীর্ণ স্থানে—সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা আবদ্ধ ছিল। ইংরেজী শিক্ষার এইরূপ শৈশবাবস্থাতেও মহামতি কামেরণের সারগর্ভ উপদেশ নিষ্ফল হয় নাই। পূর্ব্বে যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মা কামেরণের সদুপদেশের পর বিদ্যাকল্পদ্রুমপ্রচার করিয়াছিলেন।

মহামতি কামেরণ প্রভৃতির পরেও অনেক সুপণ্ডিত ইংরেজ ইংরেজীশিক্ষিত যুবকদিগকে মাতৃভাষার আলোচনায় মনোযোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। আধুনিক সময়ের বঙ্গের প্রধান কবি প্রথমে একখানি ইংরেজী কাব্য প্রণয়ন করেন। সেই কাব্যের একখানি মহামতি বীটন সাহেবের নিকটে উপহার-স্বরূপ প্রেরিত হয়। মহাত্মা বীটন সাহেব এই উপহার পাইয়া বাঙ্গালীর মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। শেষে এই মহাকবি মাতৃভাষার সেবায় নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, এবং অভিনব উপাদানে—অভিনব [illegible] তাহার শ্রীবৃদ্ধি করেন। কবি মাতৃভাষার হস্তে যে রত্নসমর্পণ করিয়াছেন, তাহারই জন্য আজ পর্যন্ত তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। Captive Ladyর কবি ইংরেজ পাঠকসমাজে আদরলাভ করিতে পারেন নাই, এবং Captive Ladyর কবি টেনিসন্ বা ব্রাউনিং প্রভৃতির সমক্ষেও আসনপরিগ্রহে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু মেঘনাদবধের কবি সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছেন। মাতৃভাষার সেবার জন্য তাঁহার যশোরাশি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। তিনি সম্মানোচিত কার্য্যে [illegible] স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, মহাবিপ্লবেও তাহা বিপর্য্যস্ত হইবার নহে।

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণ জাতীয় ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে [illegible] আদৃত বা স্বদেশের উপকারসাধনে সমর্থ হইবেন না। পুরাবৃত্তপাঠে অবগত [illegible] যায়, ভারতভূমি এক সময়ে সর্ব্ববিদ্যার প্রসূতিস্বরূপ ছিলেন। [illegible]

প্রাচ্য জগৎ হইতেই ক্রমশঃ প্রতীচ্য ভূখণ্ডে বিকীর্ণ হইয়াছিল। আরবেরা যদি স্বদেশে ভারতবর্ষীয় ভাষায় ভারতবর্ষ হইতে আনীত শাস্ত্রের প্রচার করিতেন, তাহা হইলে আরব সমাজের শ্রীবৃদ্ধি বা জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইত না। গ্রীক পণ্ডিতগণ যদি গ্রীক ভাষায় ভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত জ্ঞানরাশির আলোচনা না করিতেন, তাহা হইলে গ্রীস ইউরোপে বিদ্যাবুদ্ধির বিস্ফুরণক্ষেত্র বলিয়া সম্মানিত হইতে পারিত না। ইংরেজ যদি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নদেশাগত পণ্ডিতগণের উপদেশ শুনিয়া ভিন্ন ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে ইংরেজী সাহিত্যের এরূপ অসাধারণ উন্নতি লক্ষিত হইত না। বেকন যদিও ভিন্ন ভাষার অলঙ্কারে আপনার গ্রন্থসমূহ অলঙ্কৃত করিতে অভিলাষী ছিলেন, তথাপি তিনি উঁহার অধিকাংশ ইংরেজী ভাষাতেই লিখিয়া গিয়াছেন। সার তমাস্ ব্রাউন লাতিন এবং ইংরেজী, এই দুই ভাষার মধ্যে কাহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন, এই বিষয়ে বিচারবিতর্ক করিয়া শেষে মাতৃভাষারই অনুগত হইয়াছিলেন, এবং মহাকবি মিল্টন লাতিনে অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াও, স্বদেশীয় ভাষায় অপূর্ব্ব কাব্যপ্রণয়নপূর্ব্বক জগতে চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

এইরূপে যে দেশের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করা যায়, সেই দেশেই স্বদেশীয় ভাষার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে কেন? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুবকগণ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতেছেন। গৃহে গৃহে পাশ্চাত্য সমাজের গবেষণা, শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইতেছে। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে না কেন? যুবকগণ যে জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করিতেছেন, তদ্দ্বারা জাতীয় ভাষার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে উদাসীন রহিয়াছেন কেন? মহামতি কার্লাইলের উক্তিতে যাঁহাদের জ্ঞানের উদয় না হয়,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ফলবতী না হয়; তাঁহারা শিক্ষিত হইতে পারেন, ভূয়োদর্শী হইতে পারেন, অভিনব তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহাদের উৎসাহ থাকিতে পারে, পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে সম্মানিত হইয়া তাঁহাদের বক্ষ স্ফীত হইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা স্বদেশের প্রকৃতকার্য্যকারক ও প্রকৃত হিতৈষী নহেন। অহম্মুখতার প্রচণ্ড আবেগে তাঁহাদের লোকহিতৈষিতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, জাতীয় সমাজের উন্নতিসাধনপ্রবৃত্তি, সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা কৃতী হইয়াও মাতৃভূমির অকৃতী সন্তান,—পণ্ডিত হইয়াও স্বদেশের লোকসমাজে অনাদৃত এবং স্বদেশীয় হইয়াও গরীয়সী জন্মভূমিতে জনসাধারণের মধ্যে বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত।

ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগ স্বদেশের মঙ্গলের জন্য উত্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উপাধিধারিগণ বিদেশী ভাষায় পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনে উদ্যত হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের উপকার

হইতে পারে না। তাঁহারা প্রতীচ্য ভূখণ্ডের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারা বিদেশীয় ভাষাবিজ্ঞানে উক্ত পণ্ডিতগণের সমকক্ষ নহেন। তাঁহারা আপনাদের জ্ঞানগরিমায় কোন বিষয়ের অভাবমোচনেও সমর্থ হইতে পারেন না; কারণ প্রতীচ্য সাহিত্যসংসার কোন বিষয়ে তাঁহাদের মুখাপেক্ষী নহে। তাঁহারা জ্ঞান-সমুদ্রমন্থনপূর্ব্বক রত্নের উদ্ধার করিলেও প্রতীচ্য জনপদে চিরস্মরণীয় হইতে পারেন না, যেহেতু প্রতীচ্য ভাষা তাঁহাদের প্রদত্ত ভূষণের জন্য লালায়িত নহে। কিন্তু তাঁহারা যদি মাতৃভাষার উন্নতির জন্য এইরূপ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বদেশের যেরূপ উপকার হয়, বিদেশেও তাঁহাদের সেইরূপ সম্মানলাভ হইতে পারে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে জাতীয় ভাষার আলোচনায় অমনোযোগী রহিয়াছেন, একথা বলা উচিত নয়। অনেকে এখন মাতৃভাষায় সংগৃহীত জ্ঞানরাশির প্রচার করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। কেহ কেহ এবিষয়ে অসামান্য কৃত-কার্য্যতার পরিচয় দিয়া সাহিত্যসংসারে অপরিসীম প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। বঙ্গের সর্ব্ব-প্রধান উপন্যাসলেখক রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, মাতৃভাষার হস্তে বহুমূল্য রত্নরাশি অর্পণ করিয়াছেন; প্রধান কবি আইনের কূট তর্কের মীমাংসায় নিযুক্ত হইয়াও, উৎকৃষ্ট কাব্যে জাতীয় ভাষা গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন; এবং প্রধান সমালোচক ও প্রধান গদ্যলেখক রাজকার্য্যের জটিলতা ও সাংসারিক গোলযোগের মধ্যে মাতৃভাষার সেবা করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়াছেন। ইঁহারাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মাতৃভূমির সুযোগ্য সন্তান। ইঁহাদের সংগৃহীত জ্ঞানই জাতীয় সাহিত্যের পরিচর্য্যারূপ মহত্তর কার্য্যে প্রয়োজিত হইয়াছে। ইঁহারা আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য কোনরূপ আড়ম্বর প্রকাশ করেন নাই, আত্মগৌরববৃদ্ধির জন্য কোনরূপ কৌশলবিস্তারে অগ্রসর হয়েন নাই, বা আত্মকীর্ত্তিপরিকীর্ত্তনের জন্য কোনরূপ অপকার্য্যের প্রশ্রয় দেন নাই। প্রশংসা বা নিন্দা-বাদে দৃক্‌পাত না করিয়া, অপরের অনুরাগ বা বিরাগে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইঁহারা যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সেই কার্য্যেই ইঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। ইঁহারা স্বদেশীয়দিগের যেরূপ শিক্ষাদাতা হইয়াছেন, বিদেশীয়দিগকেও আপনাদের ভাষার মাধুর্য্য দেখাইয়া সেইরূপ বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ইঁহাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ইঁহারা যেমন পুরস্কার বা তিরস্কারের বিষয় না ভাবিয়া জাতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও সেই ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। ধীরতা ও একাগ্রতা সহকারে মহৎ কার্য্যসম্পাদনে অগ্রসর হইলে অবশ্যই একদিন তাঁহাদের যথোচিত পুরস্কারলাভ হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, বাঙ্গালার আলোচনা বা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে তাঁহাদের সুনাম হইবে না,—যাঁহাদের নিকট তাঁহাদের

[illegible] জ্ঞানোপার্জ্জন করিলেও তাঁহাদের সমক্ষে উপার্জিত [illegible] কৃতার্থ হইতে পারিবেন না। এরূপ ধারণা সুবুদ্ধি বা দূরদর্শিতার [illegible] কেবল আত্মতৃপ্তিপ্রকাশের জন্য কেহ কখনও জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় না। [illegible] দিগের জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ততর করা আপনার জ্ঞানসংগ্রহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বতন রাজপুরুষগণ প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই আমাদের সম্মুখে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যদি দেখেন যে, তাঁহারা যাঁহাদিগকে আপনাদের জ্ঞানরত্নে ভূষিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন তাঁহাদের জাতীয় ভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা হইলে সেই পণ্ডিতসমাজ আপনা হইতেই তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দিবেন। এই সাধুবাদই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রকৃত পুরস্কার। যাঁহারা বাঙ্গালাভাষার আলোচনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীতে এই ভাবে পুরস্কৃত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান পুরাবৃত্তবিৎ এক সময়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে গবেষণাপূর্ণ বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক আমাদের দেশে সাহিত্যগুরুর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অধিক দিন অতীত হয় নাই, যাঁহার বিয়োগে সর্ব্বত্র গভীর শোকের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালা ভাষার ঈদৃশ সম্পত্তি দর্শনে মূল গ্রন্থকারকে হৃদয়ের সহিত সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষায় পাণ্ডিত্য, গবেষণা বা রচনাকৌশল প্রকাশ করিলে, এইরূপে ভিন্ন দেশের সম্মানলাভ করিতে পারা যায়। দামুন্যার দরিদ্র কবি যখন দুঃসহ দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে মর্ম্মাহত হইয়া স্বীয় কাব্যপ্রণয়ন করেন, তখন বোধ হয়, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার কাব্য সাহিত্যসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, এবং তদীয় অপূর্ব্ব ও অকলঙ্ক কবিত্বসম্পত্তি সুদূর ইংলণ্ডের সাহিত্যসেবককেও বিমুগ্ধ করিয়া তুলিবে। কালের পরিবর্ত্তনে অসম্ভাবিত বিষয়ও সম্ভাবিত হইয়া থাকে। কালের পরিবর্ত্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জাতীয় সাহিত্যের পরিচর্য্যাও এইরূপ গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতে পারে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে পাঠকের অভাব হইবে না। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে যুবকদিগের প্রবৃত্তি জন্মে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবেশনে কিছু করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। অধিক দিন অতীত হয় নাই, অস্মদ্দেশের যে সুরদর্শী [illegible] বিচারপতি বাইস্-চ্যান্সেলরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদানের সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহার বক্তৃতার সেই অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,—

"The Bengali language has now a rich literature that is well worthy of study and Urdu and Hindi are also progressing fairly in the same direction...I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our own vernaculars. Consider the lesson that the past teaches. The darkness of the middle ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shone through the medium of numerous modern languages. So in India, notwithstanding the benign radiance of knowledge that has shone on the higher levels of our Society through one of the clearest media that exist, the dark depths of ignorance all round will never be illumined until light of knowledge reaches the masses through the medium of their own vernaculars."

ইহার ভাবার্থ এই :—

"বাঙ্গালা ভাষায় এখন পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে। হিন্দী এবং উর্দ্দু ভাষারও অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের জাতীয় ভাষায় জ্ঞানবিস্তার না হইলে, আমরা কখনও বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না। অতীত সময় যে উপদেশ দিতেছে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করুন। যাবৎ বহুসংখ্যক আধুনিক ভাষায় জ্ঞানালোক চারিদিকে বিকীর্ণ না হইয়াছে, তাবৎ ইউরোপখণ্ডে মধ্যযুগের অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। সেইরূপ ভারতবর্ষে একটি অতি বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানালোক প্রসারিত হইলেও, যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের জাতীয় ভাষায় জ্ঞানরশ্মি প্রবিষ্ট না হইবে, তাবৎ চারিদিকের গভীর অজ্ঞানান্ধকার বিলুপ্ত হইবে না।"

পূর্ব্বতন বাইস্-চান্সেলর মহোদয় এইরূপ দূরদর্শিতাসহকারে সদুপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন রাজপুরুষগণও বারংবার এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সদুপদেশেও কোন ফল নাই। উক্ত বক্তৃতার পর একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালাপ্রবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি আবার এই বিষয়ে প্রস্তাব হইয়াছে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা গ্রন্থ একান্ত পক্ষে পাঠ্য নির্দ্ধারিত না হইলেও অন্য উপায়ে উচ্চপরীক্ষার্থী যুবকদিগকে বাঙ্গালাচর্চ্চায় মনোযোগী করা যাইতে পারে। এখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় যেমন বাঙ্গালা রচনার নিয়ম আছে, উচ্চতর পরীক্ষায় সেইরূপ বাঙ্গালা রচনার নিয়ম করিলে যুবকগণ বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে মনোযোগী হইতে পারেন এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে যত্নপ্রকাশ করিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা [illegible] দের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা কেবল রচনার জন্য স্বতন্ত্র [illegible] পাইতেন, এবং তাঁহাদের রচনা পুরস্কারদানের সভায় সমাগত পণ্ডিতগণের [illegible] পঠিত হইত। এখন যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation বা উপাধিদানের সভার অধিবেশন হয়, তখন টাউনহলে সেইরূপ পুরস্কারদানের সভার অধিবেশন হইত। বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর স্যার হারবর্ট ম্যাড্‌ডক্ একবার সভাপতি [illegible] তিনি বক্তৃতাকালে বাঙ্গালারচনার জন্য একটি স্বর্ণপদক পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। তাঁহার বক্তৃতার সেই অংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"I cannot but congratulate the Council of Education and all employed under them on the increasing attention shown to the study of the vernacular language, and I should impress on the students of all our Scholastic Institutions the vast importance to themselves and their countrymen of their acquiring a thorough knowledge of the native languages.

* * * * *

"Before I leave India I shall request the Council of Education to accept a gold medal to be presented next year to the writer of the best essay in the Bengali language on such subject as may be selected, and I shall make a similar request to the Lieutenant-Governor of the North-West Provinces to accept a medal for the best essay in the Oordu language written by a student of one of the schools or colleges in that division of the presidency."

ডেপুটি গবর্ণর মহোদয়ের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই :—শিক্ষাসমাজ এবং যাহারা ঐ সমাজের অধীনে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাঁহারা এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হওয়াতে আমি আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছি। আপনাদের জাতীয় ভাষার অভিজ্ঞতা লাভ করা যে নিরতিশয় প্রয়োজনীয়, তাহা আমি আমাদের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদিগের ও তাহাদের স্বদেশীয়দিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি।

"ভারতবর্ষপরিত্যাগের পূর্ব্বে আমি, নির্দ্ধারিত বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা রচনার লেখককে পারিতোষিক দিবার জন্য শিক্ষাসমাজে একটি স্বর্ণপদক দিয়া যাইব, [illegible] উত্তরপশ্চিম প্রদেশের স্কুল বা কলেজের ছাত্রকে উর্দ্দু রচনায় পারিতোষিক দিবার জন্য ঐ প্রদেশের লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের নিকটও একটি পদক [illegible]

১৮৪৯ অব্দে ... প্রধানতম রাজপুরুষ এতদ্দেশীয় ভাষার প্রতি এইরূপ অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস্‌-চান্‌সেলর মহোদয় উপাধারীদিগকে জ্ঞানরাজ্যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও শাস্ত্রানুশীলনে তৎপর দেখিতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, জাতীয় ভাষাকে অবলম্বস্বরূপ করিয়া অনুশীলন-প্রবৃত্তির ... না দিলে, প্রকৃতপ্রস্তাবে শিক্ষার সার্থকতা বা দেশের উপকার হইবে না। এজন্য বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষার্থীদিগের অনুরাগবৃদ্ধির জন্য উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকের নির্দ্ধারণ অথবা রচনার নিয়ম করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সংস্কৃতের অনুশীলন হইতেছে, তখন বাঙ্গালার অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃত আমাদের দেবভাষা; অধিকন্তু সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষার জননীস্বরূপা। যাহাতে হিন্দুর গৌরব, যাহাতে হিন্দুর মহত্ত্ব, যাহাতে হিন্দুর অভিমান, হিন্দুর সেই চিরপরিশুদ্ধ হিন্দুত্ব কি, জানিতে হইলে, সংস্কৃতের অনুশীলন ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের মাতৃভাষার সৌন্দর্য্যসম্পাদনজন্যও সংস্কৃতশিক্ষা আবশ্যক। সুতরাং সংস্কৃতের অনুশীলন-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্তু কেবল সংস্কৃত শিখিলেই যে, বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞতালাভ হয়, বাঙ্গালাভাষায় রচনানৈপুণ্য জন্মে, তদ্বিষয়ে সংশয় আছে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার অনুশীলনও আবশ্যক। অনেক বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালারচনাকালে কেবল অনুস্বরবিসর্গশূন্য সংস্কৃত শব্দাবলীর যোজনা করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সেই "উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্জ্জরাম্ভকণাচ্ছন্নবৎ" বিভীষিকাময়ী ভাষায় হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজের প্রধান লেখকগণ গ্রীক ও লাতিনের সহিত জাতীয় ভাষারও অনুশীলন করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশের যে সকল কৃতী পুরুষের যত্নাতিশয়ে জাতীয় ভাষা মার্জ্জিত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বে ঐ ভাষার আলোচনা করিয়াছিলেন। যে কয়েক খানি সাময়িক পত্রের প্রসাদে বাঙ্গালা ভাষা ধীরে ধীরে উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে, ইঁহারই তৎসমুদয়ের পরিচালক ছিলেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অনুশীলন হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ হউক বা না হউক, উপাধিধারিগণ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিশেষে অনুবাদের প্রশ্নে সময়ে সময়ে অপূর্ব্ব বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়া থাকে। একবার পরীক্ষক মহোদয়ের রসময়ী লেখনী হইতে যে অপূর্ব্ব ভাষা বিনির্গত হইয়াছিল, সহৃদয় পাঠকবর্গের কৌতূহলতৃপ্তির জন্য তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"এক শৃগাল ও একটি তিত্তির পক্ষী প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক পরস্পর চিরসৌহৃদ্যে বদ্ধ ছিল। কিন্তু উহাদের মধ্যে শৃগাল বড় গ্রাহক ও ঈর্ষ্যাপরবশ ছিল। * * * জানি

বন্ধু শব্দে এই বুঝি, যে বন্ধু সে আমাকে খাওয়াইতে বা কাপড় ... উত্তম আহার দিতে পারে, অথবা প্রয়োজন হয় ত আমার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

"দ্বিতীয় পক্ষী একটী বালকের ন্যায় মৃদুভাবে প্রথম পথিকের নাসিকার উপর গিয়া বসিল। তাহাতে তাহার চৈতন্য হইল না; সে পূর্ব্ববৎ যাইতে লাগিল। কিন্তু দ্বিতীয় পথিক আপনার নাসিকার ঠিক পুরোভাগে পক্ষীটি পোষমানার ... রাছে দেখিয়া, আপনাআপনি বলিয়া উঠিল, আহা! রাত্রি বেলার আহারের কি সুযোগ!

"প্রভৃত পিণ্ডারি দস্যু ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সুশিক্ষিত যোদ্ধৃগণের সম্মুখীন হইতে পারি বলিয়া, তাহারা গর্ব্ব করিত না, তাহাদিগকে এড়াইতে পারাই, তাহাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল। ধৃত বা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া, কে সর্ব্বাপেক্ষা বেগে পলাইতে পারে, ইহাই তাহাদের মধ্যে গৌরবের বিষয় ছিল।"

বর্ত্তমান সময়ে কৃতবিদ্যসমাজের পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ বাঙ্গালা আদর-লাভ করিয়াছে। ইহার অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালায় একখানি গদ্য গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তদানীন্তন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন শিক্ষক। গ্রন্থের নাম রাজাপ্রতাপাদিত্য-চরিত্র। প্রতাপাদিত্যচরিত্রের একাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে*:—

"কণ্টাঘরের চুড়ার উপর ধ্বজা। তাহাতে উড্ডীয়মান পতাকা শোভা পাইতেছে, কৃষ্ণবর্ণ পতাকা উড়িতেছে সে ধ্বজের উপরে, তাহা অন্য লোকেরা দ্বারে থাকিয়া দেখিতে পায়, যেমত মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে। এমত আশ্চর্য্য সিংহদ্বার গঠন করিয়াছে; হেন্দোস্তানের মধ্যে এমত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।"

যখন বাঙ্গালায় গদ্যরচনার প্রণালী সুসংস্কৃত হয় নাই, তখন এইরূপ বাঙ্গালায় গ্রন্থাদি লিখিত হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পূর্ব্বোল্লিখিত বাঙ্গালারচনার সহিত এই রচনার তুলনা করিলে, বোধ হয়, উক্ত রচনা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে না। আর ইউরোপের পণ্ডিতসমাজে সম্মানিত, বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান পুরাতত্ত্ববিৎ, প্রতাপাদিত্যচরিতের রচনার সমালোচনাপ্রসঙ্গে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উক্ত রচনার সম্বন্ধেও সেই অভিমত প্রয়োজিত হইলে বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যের চরিত রচিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমক্ষে আমাদের মাতৃভাষার দুরবস্থা মোচিত হয় নাই। যখন শব্দবৈভবে, ভাবগৌরবে, পদলালিত্যে আমাদের ভাষা ক্রমে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে, আমাদের জাতীয় সাহিত্য যখন উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলীতে গৌরবান্বিত হইতেছে, আমাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের ... ও

* ১৩০০ সালের মাঘ মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত "শ্রীশিক্ষাবিভ্রাট" নামক প্রবন্ধ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল।

রচনামহিমায়, যখন সুদূর পাশ্চাত্য জনপদের পণ্ডিতগণও বিস্ময়প্রকাশ করিতেছেন, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্যাভিমানীদিগের হস্তে সেই ভাষা পূর্ব্বের ন্যায় সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট। ইঁহারা সংস্কৃতের অনুশীলন করিতে পারেন, সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া আত্মাভিমানের বিস্তারে উদ্যত হইতে পারেন, সংস্কৃতগ্রন্থের প্রচারে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন; কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন না করিলে ইঁহারা জাতীয় ভাষার সৌন্দর্য্যরক্ষায় সমর্থ হইবেন না, এবং স্বদেশে স্বদেশীয় জনসাধারণের সমক্ষে সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়াও পরিচিত হইতে পারিবেন না।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। দেশের নিয়ন্তা, সমাজের পরিচালক বা তদনুরূপ প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে যখন যে বিষয়ের আদর দেখা যায়, তখন সেই বিষয়ের প্রতি সাধারণের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মধ্যে যদি বাঙ্গালার আদর দেখা যায়, তাহা হইলে যুবকদিগেরও বাঙ্গালাভাষার আলোচনায় আগ্রহ জন্মিতে পারে। যাঁহারা বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন, বঙ্গভাষায় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছেন, বিবিধ সদ্‌গ্রন্থপ্রচার করিয়া বঙ্গভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতেছেন, সংক্ষেপে যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যসেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ যদি তাঁহাদের প্রতি আদরপ্রদর্শন ও তাঁহাদের যোগ্যতার সম্মানরক্ষা করেন, তাহা হইলে যুবকগণ তদনুরূপ সম্মানলাভের জন্য অধ্যবসায়সম্পন্ন হইতে পারে। এ অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বাধীনভাবে শাস্ত্রালোচনায় অনেক সময়ে সামান্য মানুষও প্রাধান্যলাভ করিতে পারে। যিনি অপরের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার ক্ষমতা সামান্য নহে। এইরূপ ক্ষমতার সম্মান না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারভাব পরিস্ফুট হইবে না। যাঁহারা সাহিত্যসংসারে যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের প্রতিও আদর দেখাইবেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সবিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিলাভ করিয়াছেন তাঁহারাও সময়ে সময়ে অপরের পাণ্ডিত্যে ও গবেষণায় পরাজিত হইয়া থাকেন। বাইস্-চান্‌সেলর মহোদয়, মহামান্য লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রতিষ্ঠিত যে পারিতোষিকের উল্লেখ করিয়া শিক্ষিত যুবকদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, একটি অপ্রসিদ্ধ উপবিভাগের একজন অধস্তন রাজকর্ম্মচারী সেই পারিতোষিকলাভে সমর্থ হইয়াছেন।

যাঁহারা সভ্যসমাজে কৃতবিদ্য বলিয়া সম্মানিত হইতে ইচ্ছা করেন, সর্ব্বাগ্রে জাতীয় ভাষায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কেহ ভিন্নদেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াও, যদি জাতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহার বিদ্যা

সম্পূর্ণ হয় না এবং তিনি কৃতবিদ্য বলিয়াও সম্মানিত হইতে পারেন না। ইংরেজীতে Culture শব্দে যে ভাব পরিস্ফুট হয়, তাহার সহিত জাতীয় ভাষার অনুশীলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জাতীয় ভাষায় উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানানুশীলন করিলে, সে অনুশীলনের কোন সার্থকতা থাকে না এবং সে অনুশীলনপ্রবৃত্তিদ্বারাও সমাজের কোন উপকার সাধিত হয় না। বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ভাবরত্নে মাতৃভাষার সৌন্দর্য্যসম্পাদন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির একটি উদ্দেশ্য। যিনি এই উদ্দেশ্যসাধনে ঔদাস্য প্রকাশ করেন, তিনি ভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও সমাজে অকৃতবিদ্য বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন বাইস্-চান্সেলর মহোদয়ের যে উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখ আছে, "জাতীয় ভাষায় জ্ঞান-বিস্তার না হইলে, আমরা কখনও বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না।" এই উক্তি অতি যথার্থ। অতীতদর্শী ঐতিহাসিকগণ এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। যে সকল জাতি জ্ঞানগরিমায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাদের ইতিহাস এই উক্তির সত্যতার পরিচয় দিতেছে। ইংরেজ ভিন্নদেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াও, যদি জাতীয় ভাষার অনুশীলনে উপেক্ষাপ্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড আজ জগতে অতুলনীয়জ্ঞানবৈভবসম্পন্ন মহাজাতির আবাসভূমি বলিয়া সম্মানিত হইত না। ইংলণ্ডের ইতিহাসের আলোচনা করুন। ইতিহাসে এবিষয়ে যে উপদেশ দিবে, তাহা কখনও উপেক্ষার যোগ্য নহে। নর্ম্মানেরা ইংলণ্ডে অধিকারস্থাপন করিলে আপনাদের ভাষা—আপনাদের বেশভূষা—আপনাদের আচারব্যবহারের প্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হয়। তাহারা ইংলণ্ড হইতে ইংরেজী ভাষার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। একশত বৎসরকাল কোন ইংরেজ কোন প্রধান রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত হয় নাই। তাহাদের ভাষা, এবং যে অক্ষরে ঐ ভাষা লিখিত হইত, সেই অক্ষর পর্য্যন্ত অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বালকবালিকারা বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে। বিধিব্যবস্থা ফরাসী ভাষায় লিখিত হয়। ধর্ম্মাধিকরণে ফরাসীভাষায় বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইতে থাকে। তিন শত বৎসর কাল, এইরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ফরাসী ভাষার প্রাধান্যরক্ষার চেষ্টা হয়। কিন্তু এই দীর্ঘকালের চেষ্টাতেও বিজাতীয় ভাষা ইংলণ্ডে বদ্ধমূল হয় নাই। শেষে তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের আদেশে ইংলণ্ডে ফরাসী ভাষার স্থলে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ যদি ফরাসীভাষার প্রাধান্য দেখিয়া, আপনাদের জাতীয় ভাষার অনুশীলনে বিরত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের ভূপতির উক্ত আদেশ আবার একটি অভিনব অত্যাচারের নিদর্শন বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু ফরাসীভাষা ইংলণ্ডে প্রথমে প্রচলিত হইলে, অধিবাসিগণ যেরূপ অত্যাচার মনে করিয়াছিল, তৃতীয় এডওয়ার্ডের

কারণে তাহারা সেরূপ অত্যাচারসূচক বলিয়া ভাবে নাই। বরং এই আইনে তাহাদের যারপরনাই আহ্লাদের সঞ্চার হয়। ইহার অব্যবহিত পরে, ধর্ম্মযাজক উইক্লিফ্ যখন ইংরেজীতে আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করেন, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি থাকে নাই। তিন শত বৎসরকাল রাজকীয় কঠোর শাসনেও ইংলণ্ডবাসীদিগের হৃদয়ে জাতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত ছিল; তিন শত বৎসর কাল, লোকালয়ে, সভাগৃহে, ধর্ম্মাধিকরণে, বিদ্যালয়ে, সর্ব্বত্র ফরাসীভাষা প্রচলিত থাকিলেও ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ জাতীয় ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতেছিল; শেষে সর্ব্বসাধারণের সেই একীভূত অনুরাগ—সেই সর্ব্বতোমুখী শ্রদ্ধার বলে অসাধারণশক্তিসম্পন্ন ভূপতিদিগের সুদীর্ঘকালের উদ্যমও পর্য্যুদস্ত হয়। ইংলণ্ডবাসীদিগের অনুরাগ ও শ্রদ্ধার যে ভাষা পুনঃসঞ্জীবিত হয়, সেই ভাষা এখন ফরাসী ভাষা অপেক্ষাও গৌরবান্বিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপনার অপূর্ব্ব প্রভাবের পরিচয় দিতেছে।

চীনের চিরপ্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক যখন ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নসংগ্রহ পূর্ব্বক গরীয়সী জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন, তখন জর্ম্মনির আরণ্য ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্মালোক ধীরে ধীরে গতিবিস্তার করে; ক্রমে এই আরণ্য প্রদেশ যেরূপ ধর্ম্মালোকে আলোকিত, সেইরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে, উহা হইতে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হয়, তাহা ক্রমে পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া, জর্ম্মণজাতিকে সমগ্র সভ্যসমাজের বরণীয় করিয়া তুলে।

এক শত বৎসরের কিছু অধিক কাল পূর্ব্বে এই জর্ম্মণ ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, ভাবিয়া দেখিলে, অধুনা উহার অসাধারণ উন্নতিতে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ সময়ে জর্ম্মণির প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে লাতিন ভাষায় উপদেশ দেওয়া হইত। জর্ম্মণির অধিপতিদিগেরও জর্ম্মণ ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল না। পঞ্চম চার্লসের ন্যায় সম্রাটও বলিতেন যে, তিনি জর্ম্মণ ভাষা কেবল তাঁহার ঘোড়ার নিকটে বলিতে পারেন। ফ্রেডরিক, প্রুশিয়াকে একটি সামান্য খণ্ডরাজ্য হইতে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন; তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যে জর্ম্মণ ভাষার পরিবর্ত্তে ফরাসী ভাষা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যিনি ইতিহাসে "মহৎ" বলিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় যিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহার বিজয়িনী শক্তির মহিমা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে, তিনিও জাতীয় ভাষার জয়ে সমর্থ হয়েন নাই। সেই সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করুন। বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মণ ভাষা ফরাসী ভাষার উপরেও প্রাধান্যস্থাপন করিতেছে। মধ্যযুগে ইউরোপে লাতিনের যেরূপ প্রাধান্য ছিল, অধুনা সাহিত্যসমাজে জর্ম্মণ ভাষারও প্রায় তদনুরূপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[illegible], সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ পূর্ব্বক আপনাদিগকে [illegible] মনে করিতেছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত হইয়া, যাঁহারা লোকসমাজে [illegible] পিতৃত্বে উদ্যত হইতেছেন, তাঁহারা যদি মাতৃভাষায় অজ্ঞতার পরিচয় দেন, [illegible] ভাষার অনুশীলনে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে সমাজ কাতরভাবে তাঁহাদিগকে [illegible] শিক্ষ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিরত্নে ভূষিত হইলেও তাঁহাদের শিক্ষার সার্থকতা হইবে না, পাশ্চাত্য শাস্ত্রের অনুশীলন করিলেও, তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সম্মান থাকিবে না; এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে পরিচিত হইলেও তাঁহাদের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বদ্ধমূল হইয়া উঠিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি জাতীয় ভাষার প্রতি সর্ব্বাংশে অনুরাগ প্রদর্শিত না হয়, তাহা হইলে এইরূপ কৃতবিদ্যাভিমানী অকৃতবিদ্যের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে।

জাতীয় ভাষার অনুশীলনের সহিত জাতীয় ভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিকাশ হয়। চারি দিকে বিজাতীয় সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি ও বিজাতীয় ভাবের আবির্ভাব হইলেও চীন যে অদ্যাপি চীনই রহিয়াছে, কোন বিষয়ে উহা রূপান্তরপরিগ্রহ করে নাই, জাতীয়ভাবমূলক সাহিত্য উহার একটি কারণ। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের জন্য আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জনসাধারণের ধর্ম্মপ্রবণতা অটল রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুলপ্রচার হইলেও আজ পর্য্যন্ত গৃহে গৃহে রামায়ণ এবং মহাভারতের অমৃতময়ী কথার আলোচনা হইতেছে, এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ হিন্দুর পূর্ব্বতন গৌরবের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারে [illegible] দুইখানি গ্রন্থদ্বারা এইরূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আর যাঁহারা কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে জাতীয়ভাবে বিসর্জ্জন দিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি কার্য্যেই যেন পাশ্চাত্য ভাবের অনুবাদ হইতেছে। আধুনিক হিতৈষিগণ [illegible] গম্ভীরস্বরে আপনাদের হিতৈষিতার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতে পারেন, [illegible] সমৃদ্ধিশালী পুরুষগণ স্বীয় কার্য্যের জন্য আপনাদের গৌরবঘোষণা করিতে [illegible], বিদ্যাভিমানী আপনাদের অভিমানে স্ফীত হইয়া, সর্ব্বত্র আত্মপরিচয় [illegible] উদ্যত হইতে পারেন, কিন্তু যে দুইজন অসহায় দরিদ্র কবির নাম উল্লিখিত [illegible] আছে, তাঁহাদের গরীয়সী কীর্ত্তির সমক্ষে ইহাদের কোন কার্য্য গৌরবান্বিত [illegible] না। তাঁহারা সমাজের হিতের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, [illegible] [illegible]জের হিতসাধন করিয়া, [illegible] বিলীন হইয়াছেন। তাঁহাদের [illegible] জন্য লোকসমাজের যে উপকার হইতেছে, সে উপকার অতুলনীয়, [illegible] সাধারণকে জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ও সৎপথে পরিচালিত করিবার [illegible] উপকার চিরবিরাজিত। পাঁচ, ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এ সাহিত্যের [illegible]

ছিল, সেই সাহিত্য আজ পর্য্যন্ত সজীব থাকিয়া, জনসাধারণকে সমবেদনার সঙ্গে করিতেছে। যদি অবিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন হয়, স্বদেশীয়দিগের অবিচ্ছিন্ন চেষ্টায় যদি জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডার ক্রমে সমৃদ্ধ হইতে থাকে, তাহা হইলে পরস্পর সমবেদনাপর, পরস্পর একভাবদ্ধ, পরস্পর একাত্মভাবে অবস্থিত একরূপ মহাজাতির আবির্ভাব ঘটিবে যে, তাহাদের জাতীয় ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া, জগতের প্রধান প্রধান জাতিও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইবে, এবং কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টন যেমন স্বদেশে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সমর্থনপ্রসঙ্গে মহাজাতির সমুত্থানের আশা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আশান্বিত-হৃদয়ে এই মহাজাতির সমুত্থান চাহিয়া দেখিবে।

পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাধিক্যে এবং এক সঙ্গে বহু বিষয়ের অধ্যয়নে জ্ঞানের গভীরতা জন্মে না। উহাতে কেবল পল্লবগ্রাহিতারই প্রশ্রয়বৃদ্ধি হয়। এ অংশে অস্মদ্দেশের টোলের অধ্যাপনাপ্রণালী উৎকৃষ্ট। যাঁহার যে বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্তি হয়, তিনি চতুষ্পাঠীতে সেই বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপ অনুশীলনপ্রযুক্ত তাঁহার সেই বিষয়ে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতালাভ হয়; তিনি জ্ঞানগভীরতায় পণ্ডিতসমাজে সম্মানিত হইতে থাকেন। যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার হয় নাই, পাশ্চাত্য গ্রন্থ গৃহে গৃহে স্থানপরিগ্রহ করে নাই, তখন নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপেই শিক্ষার্থীদিগকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন হইত না। এ বিষয়ে মিথিলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য ছিল। অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন প্যারীনগরী প্রভৃতির পণ্ডিতগণ সমাগত হইয়াছিলেন; মিথিলার পণ্ডিতগণ সেইরূপ নবদ্বীপে উপস্থিত হয়েন নাই। তখন মুদ্রিত পুস্তক ছিল না, অধ্যাপকগণ যত্নসহকারে হস্তলিখিত পুস্তকরক্ষা করিতেন, উহা তাঁহাদের অমূল্যরত্নের মধ্যে পরিগণিত ছিল। মিথিলার অধ্যাপকগণ এইরূপে ন্যায়শাস্ত্রসংক্রান্ত পুস্তকগুলি আপনাদের নিকটে রাখিতেন; যতদিন ছাত্রেরা তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত, ততদিন তাঁহারা যত্নসহকারে ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতেন। পাছে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা কোন ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্রের কোন পুস্তক কোথাও লইয়া যাইতে দিতেন না। এই সময়ে নবদ্বীপের একজন অধ্যবসায়সম্পন্ন ছাত্র মিথিলায় গমন করিলেন। প্রগাঢ় অধ্যবসায়বলে ন্যায়শাস্ত্র ছাত্রের কণ্ঠস্থ হইল। ছাত্র স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, কণ্ঠস্থ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন এবং নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বে নবদ্বীপ মিথিলার গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিল। বেদকীর্ত্তিত পবিত্র পঞ্চনদ হইতে সুদূর দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের ছাত্রগণ নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাগত হইয়া, শাস্ত্রাভ্যাস করিতে লাগিল। এই ছাত্রের অক্ষয় কীর্ত্তিতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত হইতেছে, এবং এই ছাত্রের গভীর জ্ঞানের নিকটে পাশ্চাত্য জনপদের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণও শ্রদ্ধাসহকারে অবনতমস্তক হইতেছেন।

অধ্যবসায়সহকারে একবিষয়ে অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিলে, কিরূপ ... হয়, এইবিষয় তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

দেশের দারিদ্র্যকষ্টও জ্ঞানানুশীলনের একটি অন্তরায় হইতে পারে। নিরন্ন লোক, নিরবলম্ব অধিবাসী, নিঃসম্বল বহু পরিবারের শোচনীয় দৃশ্য, যাঁহারা মানসপটে ... অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, শিক্ষিত যুবকদিগের পক্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে শাস্ত্রানুশীলন কিরূপ দুরূহ ব্যাপার। যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। বহু পরিবারের পরিপোষণভার তাঁহার স্কন্ধে সমর্পিত হইল। তিনি এই ভারে পীড়িত হইয়া, সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাকে জ্ঞানানুশীলনে বিসর্জ্জন দিতে হইল। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা হইতে যে, আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না, এইরূপ সাংসারিক বিপত্তিও উহার একটি কারণ হইতে পারে। দেশের ধনিগণ সভায় যে পরিমাণে অর্থ দিয়াছেন, তাহার তুলনায় সভা হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের কোন উপকার হয় নাই। শিক্ষার্থিগণ যথানিয়মে সভায় উপস্থিত হইয়া উপদেশ শুনিতেছেন, বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব কৌশলে বিমোহিত হইতেছেন, কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়া পারিতোষিক পাইতেছেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ঘটিতেছে? কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা সাংসারিক দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া, পূর্ব্বতন মনোনীত বিষয় বিস্মৃতিসাগরে ডুবাইতেছেন। নানা কারণে অস্মদ্দেশের সহিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের তুলনা হইতে পারে না। প্রাকৃতিক ধর্ম্মভেদে অস্মদ্দেশ ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত। পাশ্চাত্য জনপদে যতটুকু কার্য্যে কিছুমাত্র শ্রান্তি জন্মে না, এখানে হয়ত ততটুকু কার্য্যে অবসাদ উপস্থিত হয়। ইহার পর বহু পরিবারের পরিপোষণচিন্তায় অবসন্ন হইতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমাদের দেশে নিষ্কর ভূমি বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যোৎসাহী ধনিগণ যথানিয়মে শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতদিগকে নিষ্কর ভূমি বা বৃত্তি দিতেন। পণ্ডিতগণ ইহাতে সাংসারিক চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্তমনে শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং গ্রন্থরচনায় আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি করিতেন। এইরূপ নিয়ম থাকাতেই এক সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় সুললিত কবিতাও অমূল্যরত্নস্বরূপ পরমার্থপদাবলীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃতের অনুশীলন এবং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির এখন জন্যও স্বদেশীয় ধনীদিগের এইরূপ দানশীলতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু ... ইহাও বলা আবশ্যক যে, নিজের চেষ্টায় জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হওয়াই ...। আপনাদের চেষ্টায় যে উন্নতি হয়, সে উন্নতি দীর্ঘকালস্থায়িনী। সাহিত্যসেবক পরকীয় সাহায্যের প্রত্যাশী হইলে, হয়ত পরের মনস্তুষ্টিসাধনার্থ ... ক্ষমতার অপব্যবহারও করিতে পারেন। আপনাদের অনুরাগ ও প্রবৃত্তি থাকিলে, জ্ঞানানুশীলনে ... সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদিগের পুরোভাগে [illegible] জ্ঞান[illegible] অনাবৃত রহিয়াছে। অপরদিকে তাঁহাদের মাতৃভাষার দরিদ্রভাব প্রত্যক্ষীভূত হই[য়া]ছে। তাঁহারা এখন এই দারিদ্র্য দূরীভূত করিতে বদ্ধপরিকর হউন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ অপর ভাষা হইতে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের জাতীয় ভাষার অনাদর করা উচিত নহে। তাঁহারা কখনও এই বলিয়া আত্মসমর্থন করিতে পারেন না যে, "আমরা যখন অন্য উপায়ে নানাবিষয় জানিতে পারিতেছি, তখন আমাদের জাতীয় ভাষার উন্নতিতে প্রয়োজন কি?" এরূপ উক্তি নিরতিশয় অনুদারতার পরিচায়ক। দান্তে বা চসর মাতৃভাষার দারিদ্র্য-দর্শনে কখনও তৎপ্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করেন নাই, এই দরিদ্রভাবই তাঁহাদিগকে মাতৃভাষার উন্নতিসাধনরূপ মহৎকার্য্যসাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। দান্তের পূর্ব্বে ইতালীয় ভাষা ওজস্বিতায় বা কোমলতায় গৌরবান্বিত ছিল না। ভাষার এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় দান্তে জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যসম্পাদনে সমুত্থিত হইলেন। এক-জন মাত্র লেখক একখানি মাত্র কাব্যপ্রণয়ন করিয়া, সমগ্র সভ্যসমাজকে দেখাই-[য়াছেন], তাঁহার স্বদেশের ভাষা কোন বিষয়ে দরিদ্র বা কোন সময়ে অসম্পূর্ণ নহে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগেরও মনে রাখা উচিত যে, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের ভাষা অনেক পরিমাণে শব্দবৈভবে সমৃদ্ধ হইয়াছে, এবং ওজস্বিতায়, উদ্দীপনায় ও কোমলতায় অপরাপর সভ্য জনপদের ভাষার সমকক্ষ হই-বার চেষ্টা করিতেছে। এই ভাষায় যে সকল উৎকৃষ্ট কাব্য, উৎকৃষ্ট উপন্যাস, উৎকৃষ্ট ধর্মতত্ত্বসংক্রান্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যে কোন উন্নতিশীল ভাষায় প্রকাশিত হইলে সেই দেশ ও সেই ভাষার গৌরবের বিষয় হইতে পারে। তাঁহাদের স্বদেশীয়দিগের অবচ্ছিন্ন চেষ্টাতেই ভাষার এইরূপ অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এখন তাঁহারাও স্বদেশীয়দিগের অনুগামী হউন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, জাতীয় ভাষার অবনতিতে কোন দেশ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই, কোন সমাজ উন্নতিসোপানে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হয় নাই, এবং কোন জাতি উৎসাহে অবিচলিত ও উদ্যমে অপ্রতিহত হইয়া, সজীবতার পরিচয় দিতে পারে নাই। বিলাসে উপেক্ষা করিয়া, ভোগাভিলাষে বিসর্জ্জন দিয়া, সংযতভাবে জাতীয় ভাষার পুষ্টিসাধন করিলে, যে অনন্ত ও অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার সমক্ষে দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বিশ্বব্যাপিনী বিজয়কীর্ত্তিও কিছুই নহে।

প্রাচীন সাহিত্যালোচনা।

ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়। কোন্ অজ্ঞাত অধিত্যকায় [illegible] অজ্ঞাত শৈলোৎস হইতে নদীর উৎপত্তি। কত ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্বচ্ছ পঙ্কিল, ক্ষার, স্বাদু জলস্রোতে নদীর অঙ্গপুষ্টি। সমবেত সলিলসমষ্টির কেমন উচ্ছলিত বক্র বক্র তরঙ্গময় গতি। শেষে, সাগরসঙ্গমে নদীর কেমন মন্থর আয়ত শুভ্রমুক্ত কায়া। ভাষাপ্রবাহও নদীগতির তুল্য।

কোন্ আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোন্ প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোন্ বীরের উদ্দীপনায়, কোন্ ভক্তের ভক্তিসাধনায়, ভাষার উদ্ভব কে স্থির করিবে? কত কবি গায়ক, লেখক, ভাবুকের কাব্যস্রোত, গীতস্রোত, রচনাস্রোত, চিন্তাস্রোতে ভাষার কলেবর-পুষ্টি সাধিত হয়। জাতির মধ্যজীবনে সুপুষ্ট ভাষার কেমন গদ্যপদ্যনাটককাব্য, উপন্যাসনবনবরসরুচির অভিরাম প্রবাহ লক্ষিত হয়। শেষে, ভাষার চরম উন্নতির কালে জাতীয় সাহিত্যের কেমন প্রশান্ত, গম্ভীর সর্ব্বতোমুখ প্রসার। তাই বলিতেছিলাম, ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়।

সকল নদীই জলস্রোত; কিন্তু নদীতে নদীতে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, নদীর এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা চাই। সিন্ধুনদে বর্ষায় বন্যা না হইয়া শীত কালে কেন বন্যা হয়, আর গঙ্গানদীতে শীতে বন্যা না হইয়া বর্ষাকালে কেন বন্যা হয়; এ প্রভেদ, নদনদীর এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না। ভাষার ও এইরূপ। সকল ভাষাই বাক্যস্রোত। কিন্তু ভাষাতে ভাষাতে কত প্রভেদ। এই প্রভেদ বুঝিতে হইলে, ভাষাগত এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, ভাষার উদ্ভব ও কলেবরের পুষ্টি বুঝা চাই। গ্রীসে হোমর কেন, ইতালীতে দান্তে কেন, ভারতে কালিদাস কেন, ইংলণ্ডে সেক্সপীয়র কেন, এ প্রভেদ, গ্রীক ইতালীয় সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার এই বিশেষত্ব, তাহাদিগের উদ্ভব ও কলেবরপুষ্টি না বুঝিলে বুঝা যায় না।

নানা কারণে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নদীর উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝিবার জন্য সভ্য জগৎ সচেষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রনদ কি মানসসরোবরজাত, ইহার জল কি [illegible] সাবপুর জলে পুষ্ট; নীলনদী কি নায়েনজাহ্রদ হইতে উদ্ভূত, ইহার জল কি [illegible] বরায় সলিলে প্রবৃদ্ধ; এই সকল কথার সুমীমাংসার জন্য কত ভূগোলবিৎ, কত নৌযাত্রার শ্রম ব্যয় [illegible] ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয় [illegible] শ্রম ব্যয় বিপদ অধ্যবসায়ের মূলে জাতীয় [illegible] নিহিত আছে; [illegible] তাহারা বুঝিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য [illegible] বুঝা আবশ্যক [illegible]

নদীর প্রকৃতি বুঝিবার জন্য তাহার উৎপত্তি ও অঙ্গপুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাহাদিগের নৌযাত্রার এত শ্রম ব্যয় বিপদ ও অধ্যবসায় স্বীকার। ভাষার উদ্ভব ও কলেবরপুষ্টি বুঝিবার জন্যও ভাষাস্রোতে নৌযাত্রা আবশ্যক। এই নৌযাত্রার জন্য প্রয়োজনীত শ্রমব্যয় বিপদ ও অধ্যবসায় স্বীকার করা আবশ্যক। অন্যথা ভাষার প্রভেদ, ভাষার বিশেষত্ব—ভাষা-প্রবাহের স্বরূপ, বুঝা যাইবে না।

নদীর স্রোতের মত ভাষার স্রোতেও কয়েক বৎসর হইতে সভ্য জগৎ নৌযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। জননী লাটিন ভাষার কোন্ 'প্রাকৃত' প্রত্যঙ্গ হইতে ফরাসীর উৎপত্তি; বর্ত্তমান যুগের ইংরাজি আদি কবি চশরের সহিত ফরাসী রোমান্সলেখকদিগের কি সম্বন্ধ; লুথরের বাইবেলের অনুবাদ কি পরিমাণে জর্ম্মন ভাষার শিশু অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছিল; এই সকল কথার মীমাংসার জন্য কত ভাষাতত্ত্ববিৎ কত শ্রম ব্যয় আয়াস অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য সভ্য জগতের এই শ্রম ব্যয় আয়াস অধ্যবসায়ের মূলেও জাতীয় স্বার্থান্বেষণ নিহিত আছে। তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে ভাষাগত জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাষার প্রবাহ বুঝা আবশ্যক। আর ভাষার প্রবাহ বুঝিবার জন্য তাহার উদ্ভব ও কলেবরপুষ্টি বুঝা আবশ্যক। তাই তাঁহাদিগের ভাষাস্রোতে নৌযাত্রার এত শ্রম ব্যয় আয়াস ও অধ্যবসায়।

ভাষার এই উদ্ভব কোথায়? ভাষার এই কলেবরপুষ্টি কোথা হইতে? দেশ কাল ও অবস্থাভেদে ভাষার উদ্ভব কোথায়ও আর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে, কোথায়ও প্রণয়ীর প্রেমোচ্ছ্বাসে, কোথায়ও বীরের উদ্দীপনায়; কোথায়ও ভক্তের ভক্তিসাধনায়। ভাষা-প্রবাহের যে অংশ আমাদিগের নয়নের সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে, সে অংশ উদ্ভব-স্থান হইতে এত যোজন দূরে, যে, বহু আয়াসেও ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণানৌকা ততদূর পহুঁছিতে পারে না। সুতরাং অনেক ভাষার উদ্ভবস্থান আজিও স্থির হয় নাই; কখনও হইবে কি না, বিশেষ সন্দেহ।

কবি, গায়ক, লেখক ও ভাবুকের কাব্যস্রোত গীতস্রোত রচনাস্রোত এবং চিন্তাস্রোত মিলিয়া ভাষার কলেবরপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদের গবেষণার লক্ষ্য এই প্রাচীন কবি গায়ক লেখক ভাবুকের কাব্যগীতরচনাচিন্তার সংগ্রহ। তাঁহার আলোচনার বস্তু এই প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার, প্রকৃতি, গতি, স্থিতি, বিকাশ ও বিরাম। ভাষাতত্ত্ববিৎ বুঝেন যে, এ সকল না বুঝিলে ভাষার কলেবরপুষ্টি বুঝা যাইবে না। আর ভাষার কলেবর পুষ্টি না বুঝিলে ভাষার প্রবাহ বুঝা যাইবে না। সেই জন্যই প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তা বুঝিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদের এত শ্রম ব্যয় আয়াস ও অধ্যবসায় স্বীকার।

প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অন্যথা হয় না। অবশ্যই কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, কোন উচ্চ জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য ভাষাতত্ত্ববিৎ এই

এর ন্যায় আমার অব্যবসায় স্বীকার করিতেছেন। এই প্রয়োজন কিন্তু প্রাচীন কাব্য গীত কল্পনা চিন্তার আলোচনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বিশেষই আছে। আর প্রয়োজন এক নহে অনেক। কথাটার একটু অনুধাবন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ নবীন সাহিত্যের আলোচনায় যে ফল, প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়ও সেই ফল অনেক পরিমাণে সাধিত হয়। এ ফল কি, কাব্যামোদী মাত্রেরই বিদিত আছে। এ ফল হৃদয়ের একটা প্রসার, জ্ঞানের একটা বিস্তৃতি, চিত্তের একটা গভীরতা, সুখের একটা পরাকাষ্ঠা, একটা ভূমানন্দ লাভ। অধিকন্তু প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা আবেগ, একটা প্রথম উদ্দীপনার নব ভাব, একটা সারল্য স্বাভাবিকতা অকপটভাব আছে, যাহা নবীন সাহিত্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এইটুকু অধিক ফল।

দ্বিতীয় কথা। নবীন সাহিত্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্ত্তনরূপে বুঝা চাই; অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের কোন্ বীজ কিরূপে কত দিনে ক্রমবিকশিত হইয়া নবীন সাহিত্যের শাখা কাণ্ডে পরিণত হইল, তাহা বুঝা চাই। অর্থাৎ এ সকল বিষয় ঐতিহাসিকের চক্ষে ইতিহাসের আলোকে দেখা চাই। যেমন বাষ্পীয় যানের স্বরূপ বুঝিতে আমরা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত বাষ্প ক্রীড়াযন্ত্রের ক্রমোন্নতি ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করি; যেমন শঙ্করের বেদান্ত মত বুঝিতে আমরা ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত অদ্বৈত বাদের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করি, এইরূপ নবীন সাহিত্য সম্যক্ বুঝিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করা চাই। এইরূপে আমরা নবীন সাহিত্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব; অন্যরূপে নহে। এ বিষয়ে একজন বিজ্ঞ ফরাসী সমালোচক কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সমালোচক ঐতিহাসিকের চক্ষে মহাকাব্যাদি না পড়িয়া স্তাবক বা উপাসকের চক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের নিন্দা করিতেছেন। "এরূপ পাঠে আলোচনা হয় না, ইহাতে অযথা উপাসনারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে আমাদের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপিত হয়, কিন্তু আদর্শের উদ্ভব কিরূপে, তাহা আমরা জানিতে পাই না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিকের পক্ষে মহাকবির কাব্যাদির এরূপভাবে আলোচনা বড় অসঙ্গত। এরূপে আমরা কবিকে কালের সম্বন্ধ হইতে অপসৃত করিয়া লই, কবির প্রকৃত জীবন, কবির ঐতিহাসিক সম্বন্ধ হইতে বিযুক্ত করিয়া লই। এরূপে সমালোচনা প্রচলিত অযথা আদরের অনুবর্ত্তী হয়; এবং সাহিত্যের বিকাশক্রমের আলোচনাবিষয়ে অক্ষম বটে"।*

*It (a classic) claims not study but veneration; it does not show us how the thing is done, it imposes upon us a model. Above all for the historian, this creation of classic personages is inadmissible, for it withdraws the poet

জার্মানী সমালোচক মহাকবির কাব্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন নবীন সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ সকল কথা বলা যায়। নবীন সাহিত্য ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধবিহীন করিয়া, সাহিত্যের বিকাশক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রীতিমত আলোচিত হইতে পারে না। নবীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাস রচনাপ্রণালী বুঝিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের ভাব ভাষা ছন্দোবন্ধ শব্দবিন্যাস রচনাপ্রণালীর পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এই প্রয়োজন এক নহে, অনেক।

তৃতীয় কথা। ব্যষ্টি মানুষের যেমন জীবনের একটা ইতিহাস আছে, সমষ্টি মানুষ সমাজেরও তেমনি জীবনের একটা ইতিহাস আছে। আর সমাজের যে প্রধান বন্ধনী—ভাষা, যাহাতে বায়ুতাড়িত বালুকণার মত ব্যষ্টি মানুষ দশদিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া সমাজে দলবদ্ধ থাকে, সেই ভাষারও একটা ইতিহাস আছে। সজীব মানুষের ভাষাও সজীব। ভাষাও অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত, অবিশেষ হইতে বিশেষ, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, অবিকাশ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্যাকৃত বিশিষ্ট ব্যক্ত বিকশিত ভাষারও অঙ্কুর হইতে পল্লব, পল্লব হইতে শাখা, শাখা হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে মহামহীরুহের প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই প্রকাশের ক্রমই ভাষার ইতিহাস। ইংরাজী ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে গথিক হইতে স্যাকসন, স্যাকসন হইতে অর্দ্ধ স্যাকসন, অর্দ্ধস্যাকসন হইতে আদ্য ইংরাজি, আদ্য ইংরাজি হইতে মধ্য ইংরাজি, মধ্য ইংরাজি হইতে পুরাতন ইংরাজি, পুরাতন ইংরাজি হইতে আধুনিক ইংরাজির প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই ইংরাজি ভাষার ইতিহাস।* এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে বৈদিক সংস্কৃত হইতে ভাষা-সংস্কৃত, ভাষাসংস্কৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালি, পালী হইতে প্রাকৃত মাগধী, মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা, আদ্য বাঙ্গালা হইতে মধ্য বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই বাঙ্গালা

---

from his time from his proper life, it breaks historical relationships, it blinds criticism by conventional admiration and renders the investigation of literary origins unaceptable.—M. Charles, d' Hericault quoted in M. Arnold's Essays in criticism.

*The grammar of modern English is not the same as the grammar of Wycliffe. Wycliffi's English may be traced back to what we may call Middle English from 1500 to 1330; Middle English to Early English from 1330 to 1230, Early English to Semi Saxon from 1230 to 1100 and Semi Saxon to Anglo-Saxon.—Max Müller, Science of Language, First Series P. 132.

ভাষার ইতিহাস। এই ভাষার ইতিহাসজ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলনসাপেক্ষ। অতএব ভাষার ইতিহাসজ্ঞানের জন্য প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার আলোচনার প্রয়োজন।

আর এক কথা। কোন ভাষার ব্যাকরণসংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান থাকা চাই। ব্যাকরণ ভাষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ, অস্থি মজ্জা মেদ মাংস, শিরা স্নায়ু প্রভৃতির পরীক্ষা।' এই পরীক্ষার সুসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান আবশ্যক। এ বিষয়ে পাণিনির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এসম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত এই। "ব্রাহ্মণ জাতির প্রাচীনতম কাব্য বেদ অধ্যয়নের ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টি। বেদ মন্ত্রের ভাষা এবং পরবর্ত্তী কালের রচনার ভাষা এই উভয়ের প্রভেদ সযত্নে লিখিত ও রক্ষিত হইত। ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রথম উদ্যমের নিদর্শন প্রাতিশাখ্য। ঐ সকল গ্রন্থের উপরি দৃঢ় ভিত্তি করিয়া বৈয়াকরণের পর বৈয়াকরণ যে অদ্ভুত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তাহা পাণিনির ব্যাকরণে সম্পূর্ণতা লাভ করে।"*

এইরূপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্য পাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। কারণ কোন ভাষার প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার পরিজ্ঞান না থাকিলে সে ভাষার ব্যাকরণসংকলন সর্ব্বথা অসম্ভব।

আর যাহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলে, সে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। যে একই আর্য্য ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, গথিক, কেল্‌টিক ও স্লাভনিক, এ সকল ভাষার জননী, ইহারা যে পরস্পর ভগিনী স্থানীয়া, এ তত্ত্বের উদ্ভাবন ও মীমাংসা কেবল ঐ সকল ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা সম্ভাবিত হয়। এইরূপ যদি আমরা সংস্কৃতের দুহিতৃ-ভূতা বাঙ্গালা হিন্দী গুরমুখী মহারাষ্ট্রী উড়িয়া আসামী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষার ভগিনীসম্বন্ধ বুঝিতে ইচ্ছা করি, যদি একটা ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান রচনা করিবার প্রয়াস করি, তবে আমাদিগকে ঐ সকল ভাষার প্রাচীন কাব্যগীতরচনা চিন্তার বহুল আলোচনা করিতে হইবে।

চতুর্থ কথা। কোন ভাষার প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধান সংকলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা চাই। অভিধান বলিলে শুধু প্রচলিত শব্দ সকলের প্রচলিত অর্থসংগ্রহ বুঝিতে হইবে না। প্রণালী বিশুদ্ধ অভিধানে অধুনা অপ্রচলিত বা ইতঃপূর্ব্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ উৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। এ বিষয়ে স্যারের অক্সফোর্ড ইংরাজি

* Max Muller — Science of Language. First Series. p 106.

[illegible] দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অভিধান ভাষাবিজ্ঞানবিষয়ে ইংরেজ জাতির আয়াস ও অধ্যবসায়ের চরম উদাহরণ। এই অভিধান সংকলন বিষয়ে সহস্র সহস্র মনীষী পরিশ্রম করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে। অভিধান সংকলনের উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্পাদক মারে সাহেব এইরূপ* লিখিয়াছেন। "এই অভিধানে প্রত্যেক শব্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে;—কবে কিরূপে কি আকারে কি অর্থে ঐ শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয়; কালে কালে উহার আকার ও অর্থের কি বিকাশ হইয়াছে; ঐ আকার ও অর্থের কোনগুলি প্রচলিত, কোনগুলি অপ্রচলিত। কি প্রণালীতে, কতদিন হইল, কি নূতন প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিষয়গুলি আবার দৃষ্টান্তসহ দেখাইবার জন্য সেই শব্দের প্রথম প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ প্রয়োগ বা আজ কালকার প্রয়োগ পর্য্যন্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইরূপে সেই শব্দের ইতিহাসও অর্থক্রম প্রকটিত হইয়াছে; এবং ঐতিহাসিক নিয়মে, আধুনিক শব্দ বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করা হইয়াছে"। বলা বাহুল্য এই রীতি অনুযায়ী অভিধান সংকলন হওয়া উচিত; আর এইরূপে অভিধান সংকলিত করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের প্রভূত আলোচনা আবশ্যক। মারের অভিধানগত একটা শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিড শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য হইতে অন্ততঃ দেড়শত প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদি হইতে উদ্ধারের সংখ্যা অধিক। প্রায় নয়শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধারেরও অভাব দৃষ্ট হয় না। অতএব এই একটা শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য নয়শত বৎসরের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিতে হইয়াছে। বোধ হয়, এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অভিধানসংকলনের জন্য প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার প্রভূত আলোচনা আবশ্যক।

---

*It endeavours (1) to shew with regard to each individual word when [illegible] in what shape and with what signification it became English; what development of form and meaning it has since received; which of its uses have in the course of time become obsolete and which still survive; what uses have since arisen by what processes and when: (2) to illustrate these facts by a series of quotations ranging from the first known occurrence of the word to the latest or down to the present day; the word being thus made to exhibit its own history and meaning: and (3) to treat the etymology of each word strictly on the basis of historical fact and in accordance with the methods and results of modern philological science. Murray's New English Dictionary. Preface p. 1.

পঞ্চম কথা। পাশ্চাত্যেরা যাহাকে "তন্তুবিচ্ছেদ" * বলেন, [illegible] প্রায়ই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা। শিক্ষাবিস্তারের সহিত ভাবী [illegible] আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের আরম্ভ হয়। তাহার ফলে জাতীয় সাহিত্য [illegible] আদর্শের অনুযায়ী হইয়া বিকৃত হইয়া পড়ে। অবশ্য বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের যে সংযোগ-তন্তু, যে ধারাবাহিক ক্রম, তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। বহুদিন হইতে ইংরাজি সাহিত্যের ভাব ও ভাষার অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্য জাতীয় বিশেষত্ব হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই সূক্ষ্মদর্শী চন্দ্রনাথ বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন "এখনকার বাঙ্গালা কবিতা (সাহিত্য বলিলে হয় না?) প্রায়ই চিনিতে পারি না; সে জন্য আমি বড় কাতর"। মনীষী ৺বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এখনকার বাঙ্গালা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরাজি যে না জানে, সে বোধ হয়, সকল সময়ে বুঝিতে পারে না"। এই বিকৃতি দূর করিবার জন্য, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংযোগতন্তু অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক। বিজাতীয় আদর্শের পার্শ্বে প্রাচীন জাতীয় আদর্শ সাহিত্যসেবীর নয়নের সম্মুখে রাখা আবশ্যক। অতএব প্রাচীন কাব্য, গীতরচনাচিন্তার আলোচনার এই আর এক প্রয়োজন।

শেষ কথা। জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিরূপ। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ তুল্য; যে কালে জাতীয় জীবনের যে ভাব—জাতির যাহা রীতি নীতি প্রণালী পদ্ধতি—সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। সেক্সপীয়র যে নাটকে স্বভাবের প্রতিবিম্বগ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই মর্ম্মের কথা। এ হিসাবে কবি সমসাময়িক কালের নিপুণ ঐতিহাসিক। কত সহস্র বৎসর বৈদিক যুগ অতীত হইয়াছে; সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক যাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার, ব্যবহারের চিহ্ন মাত্র নাই; কিন্তু বেদের সূক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এইরূপ ইলিয়াদে* অতীত গ্রীকজীবনের এবং এদায় † অতীত স্ক্যানডিনেভীয় জীবনের [illegible] উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে। বাস্তবিক জাতীয় ইতিহাসলেখকের জাতীয় [illegible] সাহিত্য উৎকৃষ্ট অবলম্বন। মেকলে সাহেব সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত লিখিতে তাৎকালিক নাটকাদি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। অতএব অতীত

---

* Solution of continuity.

* Homer's Iliad.

† The two Eddas.

যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিবার জন্য, তখনকার রীতিনীতি, আচারবিচার, প্রণালীপদ্ধতি জানিবার জন্য, প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন—প্রাচীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার বহুল আলোচনার প্রয়োজন।

সেই জন্য বলিতেছিলাম, প্রয়োজন যথেষ্টই আছে; আর প্রয়োজন এক নহে, অনেক। প্রথম, প্রাচীন কাব্যাদির অকপটভাব ও স্বাভাবিকতার আস্বাদ; দ্বিতীয়, নবীন সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের বিকাশের ঐতিহাসিক ক্রমনির্ণয়; তৃতীয়, ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণসংকলন এবং ভাষাবিজ্ঞানরচনা; চতুর্থ, প্রণালী-বিশুদ্ধ অভিধানপ্রণয়ন; পঞ্চম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ; শেষ, জাতীয় অতীত জীবনের ইতিবৃত্তজ্ঞান। এইসকল প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য প্রাচীন কাব্য গীতরচনাচিন্তার আলোচনা অপরিহার্য্য। বলা বাহুল্য, এই সকল অতি উচ্চ প্রয়োজন এবং ইহাদিগের সম্যক্ সাধনেই জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং উর্দ্ধ গতি।

এই সকল উচ্চ প্রয়োজন বুঝিবার জন্য কতকটা জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যক। জাতিসাধারণ্যে কতক পরিমাণে সাহিত্যের অনুশীলন প্রবর্ত্তিত না হইলে এই সকল প্রয়োজনের সাধন একরূপ অসম্ভব। সেই জন্য দেখা যায়, জাতীয় সাহিত্যের কতকটা উন্নতি সাধিত হইলে পর, প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। তখন প্রাচীন কাব্য গীতরচনাচিন্তার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; কেবল অল্পাংশই অনাদর অন্ধকারে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া অবশিষ্ট আছে। তখন বিস্মৃতিপারাবার হইতে যথাসম্ভব সেই রত্নরাশি উদ্ধৃত করিবার জন্য কত শ্রমব্যয় আয়াস অধ্যবসায় স্বীকার করিতে হয়। কিছুদিন হইতে ইউরোপে জরমান ফরাসী ও ইংরাজজাতি এ বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। এ জন্য সভাসমিতির স্থাপনা হইয়াছে। এক ইংলণ্ডেই ভাষা-বিজ্ঞান সভা, প্রাচীন সাহিত্যসভা, চসরসভা, প্রভৃতি দৃঢ়প্রযত্নে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার মধ্যেই অনেক সুফল ফলিয়াছে। ইংরাজি ভাষার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইংরাজি ব্যাকরণ প্রণীত হইয়াছে, প্রণালীবিশুদ্ধ ইংরাজি অভিধান সংকলিত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার এত ফল।

সুখের বিষয়, আমাদেরও প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গালা বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির শুভাদৃষ্ট বটে। বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি অদূরবর্ত্তী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। তাহাতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাসের পদাবলি সংগৃহীত হয় এবং কবি কঙ্কণের চণ্ডী এবং রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গবাসী প্রেস্ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মনসার ভাষান, শিবায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারিত করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, ভক্তিবিলাস প্রভৃতিও মুদ্রিত হইয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত, কল্পতরু, রামপ্রসাদ ও ভারত চন্দ্রের গ্রন্থাবলি ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃষ্ণরামের আলোচনা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন সম্প্রতি অনেক প্রাচীন কাব্যের সংগ্রহ করিতেছেন। অতএব প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যে, বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রাচীন সাহিত্য-সংগ্রহের জন্য শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায় যেরূপ সংহতরূপে ও স্থায়িভাবে হওয়া উচিত, তাহার কিছু হইয়াছে কি? অথচ সংহত ও স্থায়ী উদ্যম এবং চেষ্টা ভিন্ন প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। এ দুরূহ ব্রতসাধনে যে সময়, শক্তি ও অর্থের প্রয়োজন, তাহা অল্পলোকেরই আছে। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কেবল জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় নিঃস্বার্থভাবে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের জন্য শ্রম, ব্যয়, আয়াস ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের শত ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এখনও অনেক কায বাকি আছে। বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগীদিগের সংহত ও স্থায়ী উদ্যমে তাহা সম্পাদিত হওয়া উচিত। এবিষয়ে সকলে সচেষ্ট হউন। কারণ এ কাজ সম্পন্ন না হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশ-ক্রম পরিজ্ঞাত হইবে না; বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস সংগৃহীত হইবে না। বাঙ্গালার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ এবং প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধান সংকলিত হইবে না; বাঙ্গালী জাতির অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইবে না; আর বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান বিকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া প্রাচীন ও নবীন কাব্যগীতরচনাচিন্তার সংযোগতন্তু রক্ষিত হইবে না। এই সকল কথা কৃত্তিবাসের দৃষ্টান্ত লইয়া পরবর্ত্তী প্রবন্ধে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা কি ?

সাহিত্য জাতিপ্রসূত লিপিবদ্ধ চিন্তারাশি হউক অথবা জাতিবিশেষের লিখিত মনোভাবই হউক, সাহিত্যসংসারের একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। সাহিত্য মানবের সমক্ষে অন্তর্জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছে। সাহিত্য লোকস্থিতির পক্ষে মহাশক্তি-রূপে এবং লোকোন্নতির পক্ষে প্রবলসহায়রূপে মানব সমাজের শত প্রকার কল্যাণ সাধন করিতেছে,—এবং সাহিত্য দেশের ব্যবধান ও কালের ব্যবধান অপসারিত করিয়া দিয়া মানবসমাজে জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। এখন দেখা যাউক, জাতীয় সাহিত্যের কিছু আবশ্যকতা আছে কি না ?

আমি বিবেচনা করি, জাতীয় সাহিত্য ব্যুৎপত্তির পথপরিষ্কারক। অধীত বিদ্যার উপরে স্বীয় অধিকার স্থাপনার নাম ব্যুৎপত্তি, কিংবা যে শক্তিতে অধীত বিদ্যাকে যথেচ্ছ-রূপে প্রচলিত ও ব্যবহৃত করিতে পারা যায়, তাহার নাম ব্যুৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তি জাতীয় সাহিত্যের আলোচনাব্যতিরেকে সহজে লাভ করা যায় না। আমাদের দেশের বালকেরা বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঁচ ছয় বৎসরের পরিশ্রমে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও অপরাপর বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে, ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে ইতিহাস ভূগোলাদি বিষয়ে সেইরূপ জ্ঞান কোন রূপেই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের অন্তর্নিহিত জ্ঞান বালকের মনে সহজেই যেরূপ অঙ্কিত হয়, বিদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের অন্তর্নিহিত জ্ঞান সহজে সেরূপ মুদ্রিত হয় না। এ কথা একদিকে যেমন ঠিক, অপর দিকে সেইরূপ এ কথাও ঠিক যে,—স্বদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা বালকের চিত্তে এরূপ যোগ্যতার সঞ্চার করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা বালকচিত্ত ভবিষ্যতে বিদেশীয় সাহিত্য ও বিদেশীয় শিক্ষা সহজেই আয়ত্ত করিবার পক্ষে অনুকূল ও অধিকারী হইয়া উঠে। এই কারণ বস্তুতঃ দেখিয়াছি,—এতদ্দেশীয় ইংরাজীশিক্ষিত-মণ্ডলীর মধ্যেই দেখিয়াছি,—যাঁহারা স্কুলে বা কলেজে পাঠদশায় পদে পদে শিক্ষক বা অধ্যাপকের নিকট প্রশংসার পাত্র হইয়া-ছেন, এবং অবশেষে সকল পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষিত

সমাজের বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রথমাবস্থায় বাঙ্গালাসাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন কি, তাঁহাদিগের অনেকেই ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বা অপর কোন স্থানের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে এরূপ এক সময় ছিল,—যখন বালকদিগকে প্রথমাবস্থায় গ্রীক ও লাটিন অধ্যয়নে নিযুক্ত করা হইত। এইরূপ ব্যবস্থা সুফলোৎপাদক হয় নাই, এই কারণ উত্তরকালে ইহার পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।* প্রথমাবস্থায় স্বদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা ও উহার উপর অধিকার লাভ ব্যতিরেকে মানুষ যে, ভবিষ্যতে বিদেশীয় সাহিত্যে সুশিক্ষিত ও উত্তরকালে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, আমি ইংলণ্ডীয় শিক্ষার ইতিহাস হইতেও তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। যথা—"learning our own language first is the most expeditious way to come at the knowledge of another, else why are not our youths in England, designed for scholars set to Latin and Greek before they are taught English."†

জাতীয় সাহিত্য একদিকে ব্যুৎপত্তির পথ-পরিষ্কারক,—অপরদিকে কৃতবিদ্যতারও সঞ্চারক। জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন ব্যতীত কৃতবিদ্যতার উৎপত্তি অসম্ভব। ইংরাজি ভাষায় যাহাকে Culture বলে, বাঙ্গালা ভাষায় আমি তাহাকেই কৃতবিদ্যতা নামে অভিহিত করিতেছি। আমি ইংরাজি, ফরাসি, জর্ম্মণ, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি বহুভাষায় বিশারদ হইয়াছি, আমি ইংরাজি ভাষায় অনর্গল দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিতে পারি, গ্রীক ভাষায় অবিশ্রান্ত বর্ষার বারিধারার ন্যায় ছয় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়া লোককে স্তম্ভিত করিতে পারি, পুরাতন গ্রীকদিগের সামাজিক ও সাংসারিক কোন একটা তত্ত্ব প্রশ্নমাত্রেই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইতে পারি, নরমান্ অধিকারের সময়ে ইংরাজেরা কোন দিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইত, রাজ্ঞী এলিজাবেথের পরিধেয় গাউনটি বিস্তার ও পরিধিতে কয় হস্ত ও কয় অঙ্গুলি পরিমিত ছিল,—ইত্যাদি সংবাদ জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসার অব্যবহিত পরেই বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু স্বদেশীয় ভাষায় দুইটা কথার যোজনা করিতে হইলে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসে, স্বদেশীয় সাহিত্য ও

---

* Were the faculties of the young unfolded in preparatory Vernacular schools, they would learn a *foreign* tongue *much sooner*, on the same principle as the man who receives a good general education is better qualified for a profession,—it has been found a mistake in England to begin too early with the study of Latin and Greek, and the English Vernacular is in consequence *now* cultivated at Eton, Westminister &c, with assiduity.—*Calcutta Review Vol. XXII. P 296.*

† *Calcutta Review Vol. XXII, P 296.*

স্বজাতীয় সমাজ সংক্রান্ত কোন একটা সামান্য প্রশ্ন উপস্থিত করিলেই কণ্ঠশুষ্ক হইয়া পড়ে,—শরীর শিহরিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করি, আমার মত লোককে আপনারা কৃতবিদ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? আমি দেশ মধ্যে কৃতবিদ্য নামে পরিচিত, শিক্ষা-সমাজে সম্মানিত,—অথচ স্বদেশীয় সাহিত্যের সহিত আমার আদৌ সাক্ষাৎ নাই। জিজ্ঞাসা করি,—সংসারে ইহা অপেক্ষা লজ্জাজনক কথা আর কি হইতে পারে? আমি মাতৃভক্ত সন্তান বলিয়া প্রখ্যাত হইতে চাহি, অথচ আপনার মাকে মা বলিয়া স্বীকার করি না,—এমন কি মাতৃ-মুখ জন্মেও একবার দর্শন করিতে উদ্যত হই না! বড়ই দুঃখের বিষয়,—এতদ্দেশে এইরূপ মাতৃভক্ত সন্তানের সংখ্যাই অধিক,—এইরূপ কৃতবিদ্যের দলই প্রবল! জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা বিনা মানুষ যেমন বিজাতীয় সাহিত্যালোচনার অধিকারী ও অনুকূল হয় না, সেইরূপ কৃতবিদ্য নামে আখ্যাত হইবারও উপযুক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ—জাতীয় সাহিত্য সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের চরিত্রের উৎকর্ষসাধক ও জ্ঞানোন্নতিকারক। সকল জাতি ও সকল দেশের ভিতরেই এক দল লোক দেখিতে পাওয়া যায়,—যাঁহারা ইচ্ছা করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মালোক সমাজের উন্নত শ্রেণীর মধ্যেই বিকীর্ণ হউক,—মনের উন্নত ভাব এবং চরিত্রের স্বর্গীয় বিকাশ কেবল সমাজের শিরো-ভাগেই বিকশিত হইতে থাকুক; আর সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ অর্থাৎ তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কৃষক প্রভৃতি সম্প্রদায়ান্তর্গত ব্যক্তিরা কেবল আপন আপন পুরুষ-পরম্পরাগত বৃত্তি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়াই কালাতিপাত করুক। আমি তাঁহাদিগের এই অযথা আপত্তি বা একান্ত অসহনীয় আবদারকে সর্ব্বাংশেই অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। মানুষমাত্রেই বিধাতার সন্তান,—মানুষমাত্রেই বিধাতৃপ্রদত্ত অধিকারে অধিকারী। মানুষমাত্রেই শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে আপন আপন অন্তর্নিহিত জ্ঞানের অঙ্কুরকে বৃক্ষে পরিণত করিবে, ক্রমে সেই বৃক্ষকে শাখা প্রশাখায় সুশোভিত করিবে, এবং অবশেষে সেই শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত জ্ঞান-বৃক্ষ অশেষবিধ ফল ফুলের উৎপাদক হইয়া উঠিলে, তদ্দ্বারা আপনার ও অপরের শান্তিসুখ বিধান করিতে থাকিবে, ইহাই বিশ্ব-বিধাতার ইচ্ছা ও আদেশ। এই ইচ্ছা সিদ্ধ না হইলে,—এই আদেশ প্রতিপালন করিয়া না চলিলে, সমাজ অশান্তির কারণ হইয়া উঠে,—সংসার দুঃখদুর্গতির আকর হইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ধর্ম্মকে শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার অধিকারও কাহার নাই,—উন্নত চিন্তা ও উন্নত ভাবকে সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে ন্যস্ত করিয়া রাখিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ধর্ম্মালোক সমাজের সকল অংশে—সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া দাও, জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বসমক্ষে উন্মুক্ত করিয়া রাখ, তন্তুবায় ইচ্ছা করিলে সেই দ্বারে প্রবিষ্ট হউক এবং যথাশক্তি জ্ঞান আহরণ পূর্ব্বক আপনার চিরাগত বৃত্তির অব-লম্বনে কালাতিপাত করুক। ইচ্ছা করিলে কৃষকপুত্রও সেই দ্বারে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান-

ন্যায় [illegible]রূপ [illegible]নরত্ব লাভ করুক, এবং নবজ্ঞান হইলে পিতৃ-পিতামহাদির [illegible] [illegible]চালনাতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুক। সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মকে সংসারের সকল অংশে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি যে,—বাঙ্গালা দেশে কৃত্তিবাস ও কাশীদাস্ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইতিহাসকীর্ত্তিত কবি তুলসীদাস নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের চরিত্রের উন্নতি ও জ্ঞানের বিকাশপক্ষে যে অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহার তুলনা মানবজাতির সাহিত্যের ইতিহাসে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দেখিয়াছি,—পণ্যবিক্রেতা পণ্যশালায় উপবিষ্ট হইয়া হস্তস্থিত তুলাদণ্ডের সাহায্যে ক্রেতাকে সামগ্রীবিক্রয় করিতেছে,—আর মহাভারত-পাঠ-নিযুক্ত পুরোহিতের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"যুধিষ্ঠির কি করিলেন?" পুরোহিত তদুত্তরে বলিলেন—"তার পর যুধিষ্ঠির অমুক কর্ম্ম করিলেন।" তখন পণ্যবিক্রেতা ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল—"তা ত তিনি করিবেনই,—তিনি যে ধর্ম্মপুত্র"। এইরূপ বলিয়া বাঙ্গালার এক জন সামান্য মুদি বা পণ্যবিক্রেতা যুধিষ্ঠির-চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। আমি দেখিয়াছি,—পল্লীগ্রামের প্রান্তরে ধূমপাননিরত কৃষকেরা হলচালনা করিতেছে, আর লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ-প্রীতি বা জ্যেষ্ঠভক্তির কথা আলোচনা করিয়া বিস্ময়ে এক এক বার স্তম্ভিত হইতেছে। আমি দেখিয়াছি,—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সামান্য নারীগণ পর্য্যন্ত সুগভীর কূপ হইতে জলোত্তোলন করিতেছে,—আর সতীকুল-শিরোমণি সীতাদেবীর বনবাস ও অগ্নিপরীক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া জলোত্তোলনজনিত শ্রান্তির শান্তি করিতেছে। আমি দেখিয়াছি,—বিপুল-কলেবরা বেগবতী সরযূর তটে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিয়াছি,—অযোধ্যার নিরক্ষর লোকেরা পর্য্যন্ত সরযূবারি স্পর্শ করিয়া একদিকে কৃতার্থ হইতেছে, অপরদিকে সেই অতুলকীর্ত্তি কবি তুলসীদাসের অমৃতসিক্ত গাথায় রঘুবীর রামচন্দ্রের অমানুষিক পিতৃভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছে। ভারতের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, সকল প্রদেশে সকল স্থানে রাম ও লক্ষ্মণ, সীতা ও সাবিত্রী প্রভৃতি যেন একান্ত আত্মীয় ব্যক্তির ন্যায় গৃহীত ও সমাদৃত হইতেছেন। ভারতে এমন গৃহ নাই,—যে গৃহে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রমাহাত্ম্য আলোচিত না হয়, ভারতের এমন নারী নাই,—যে নারীর কণ্ঠে সতীত্বের সাক্ষাৎ-মূর্ত্তিরূপিণী সাবিত্রী বা সীতাদেবীর কথা কীর্ত্তিত না হয়। রামচন্দ্রের অলৌকিক সত্যনিষ্ঠা, যুধিষ্ঠিরের অদ্ভুত ক্ষমা, এবং সীতা ও সাবিত্রীর অভাবনীয় পতিপ্রাণতা বাঙ্গালার আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যে এত সাধারণ হইয়া পড়িল কিরূপে? বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য না থাকিলে,—অবিনশ্বর-কীর্ত্তি কৃত্তিবাস ও কাশীদাস আবির্ভূত না হইলে, এই অমূল্য আদর্শনিচয় কখনই সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রতিভাত হইতে পারিত না। আমি বিশ্বাস করি,—শত [illegible]আন্দোলনে, শত বক্তৃতায়, শত ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনে বাঙ্গালীর যাহা হয় নাই,

হইবে না, কেবলমাত্র কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের আবির্ভাবে তাহা হইয়াছে ও [illegible]। আমি বিশ্বাস করি,—ইয়ুরোপে অল্প মূল্যের সংবাদপত্র, সাধারণ পুস্তকালয়, [illegible], এবং পাদরী সাহেবদিগের বক্তৃতা একযোগে যাহা করিতে সমর্থ [illegible] বাঙ্গালায় কাশীদাস ও কৃত্তিবাস তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, কাশীদাস ও কৃত্তিবাস মহাভারত ও রামায়ণ বাঙ্গালায় না লিখিয়া ইংরাজি বা অন্য কোন বিদেশীয় ভাষায় লিখিলে তদ্দারা বাঙ্গালার কোন্ কল্যাণ সিদ্ধ হইত? জিজ্ঞাসা করি, কিছুদিন হইতে ইংলণ্ডে এবং ইয়ুরোপের অপরাপর স্থানে নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের—বিশেষতঃ শ্রমজীবিদিগের জ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনার্থ যে সকল বিদ্যালয় ও বক্তৃতালয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সেই সকল বিদ্যালয় ও বক্তৃতালয়ে জাতীয় ভাষা বা জাতীয় সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন না করিলে তদ্দারা কি কোন সুফলোৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল? বিদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা এক দিকে যেমন বহু আয়াস-সাপেক্ষ,—অন্যদিকে সেইরূপ বহুব্যয়-সাপেক্ষ। এই কারণ সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা সম্ভব হইলেও নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের পক্ষে তাহা কোন অংশেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং নিম্নশ্রেণী ব্যক্তিদিগের জ্ঞানোন্নতি ও চরিত্রোন্নতির জন্য জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

চতুর্থতঃ—জাতীয় সাহিত্যের সেবায় উদ্ভাবনা ও প্রতিভার বিকাশ হইয়া থাকে। আমেরিকার একজন দূরদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"literature is the nurse of genius" অর্থাৎ সাহিত্য প্রতিভার পরিপোষক। সাহিত্য প্রতিভার পরিপোষক বটে, আবার উদ্ভাবনার উদ্দীপকও বটে। যে জাতি আপনার জাতীয় সাহিত্যে বিসর্জ্জন দিয়াছে, যে জাতি জাতীয় সাহিত্যের স্থানে বিদেশীয় সাহিত্যকে আসন প্রদান করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে উদ্ভাবনাশালী বা প্রতিভা-সম্পন্ন লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর আমি জাতীয় সাহিত্যের পঞ্চম আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিতেছি। জাতীয় সাহিত্যের অভাবে সংস্কার ও আবিষ্কারের পথে অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে। কি সমাজ-সংস্কার, কি রাজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার, সকল সংস্কারই জাতীয় সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সমাজের জন্য যাহা কিছু করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। জাতীয় সাহিত্যকে অবলম্বস্বরূপ না করিলে তিনি স্বদেশীয়দিগকে আপনার অভিমত বুঝাইতে সমর্থ হইতেন না, এবং জাতীয় সাহিত্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন না। ইয়ুরোপে যোড়শ শতাব্দীতে যখন পোপদিগের আধিপত্য ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার উপকূল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, যখন পোপদিগের তীব্র কটাক্ষ ইয়ুরোপবাসী নরনারীর মর্ম্মভেদ করিয়া [illegible] স্বাধীনতা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া

হ[illegible]তেছিল, যখন ইয়ুরোপের স্বর্ণকিরীটী সম্রাটগণ আপন আপন মুক্তকোপরি পো[illegible]কা বহন করাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন, এবং যখন ধর্মের [illegible]পের ভজনামন্দিরে ও সন্ন্যাসিনিবাসে বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতাস্রোত যুগপৎ [illegible] হইতেছিল, তখন জর্ম্মণির এক প্রান্ত হইতে মার্টিন লুথর অনুপ্রাণিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—পোপদিগের প্রচারিত ধর্ম্মমতসকল সত্য সত্যই খৃষ্টের প্রচারিত মত কি না ? এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় লুথর একখানি বাইবেল দেখিতে পাইলেন। পাইবামাত্র পাঠ করিলেন, পাঠ করিয়া যাহা পাইলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সংশয়ান্ধকার ঘুচিয়া গেল, এবং তাঁহার অবলম্বিত বিশ্বাস শতগুণে দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বাইবেল রূপ সুশাণিত অসির সাহায্যে ইয়ুরোপের ধর্ম্মসংস্কার করিতে অগ্রসর হইলেন,—জর্ম্মণ ভাষাতে বাইবেলের অনুবাদ করিয়া দিলেন। অনূদিত বাইবেল পাঠ করিয়া লোকের চক্ষু ফুটিতে লাগিল,—বাইবেল-লিখিত ধর্ম্মে আর পোপ-প্রচারিত ধর্ম্মে প্রভেদ কি, লোকে তখন অনায়াসেই অবধারণ করিতে সমর্থ হইল। সুতরাং লুথরপ্রবর্ত্তিত সংস্কারাগ্নি তখন বায়ুবিলোড়িত বহ্নিস্তূপের ন্যায় দেখিতে দেখিতে দপ্ দপ্ করিয়া সমগ্র ইয়ুরোপের বক্ষে জ্বলিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করি,—যদি হিন্দুর জাতীয় সাহিত্য না থাকিত, এবং বাইবেলগ্রন্থ যদি জর্ম্মণভাষায় অনূদিত না হইত, এক কথায় যদি হিন্দুর ও জর্ম্মণের জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত না হইত, তাহা হইলে রামমোহন রায় ও লুথর আপনাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতেন কি না ? কখনই না। তার পর জাতীয় সাহিত্য আবিষ্কারকার্য্যেও একান্ত সহায়। ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীর আলোচনা করিতে করিতে আমার মনে এরূপ এক প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, যে প্রশ্ন ঘোর চিন্তা ও ঘোর সংশয়ে আমার চিত্তকে অবিরত আকুল করিতেছে, এবং যে প্রশ্ন তৎসম্বন্ধীয় একটা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে না পারিলে—একটা নূতন পথ দেখিতে না পাইলে কিছুতেই নিরস্ত হইতেছে না। আমি সেই প্রশ্নের চিন্তায় সর্ব্বদাই ব্যথিত—চিন্তান্বিত—অভিভূত। তন্নিমিত্ত নিদ্রাতে আমার শান্তি নাই,—আহারে আমার শান্তি নাই। অশান্তি ও উৎকণ্ঠার মধ্যে আমার দিনের পর দিন চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় একদিন প্রাতঃকালে পথে যাইতে যাইতে স্তূপী-কৃত আবর্জ্জনার পার্শ্বে অকস্মাৎ পুস্তকের একখানি ছিন্ন ও জীর্ণ পত্র দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া উহা হস্তে লইলাম,—পাঠ করিতে লাগিলাম,—আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলাম। পাঠ করিতে করিতে শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল,—হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল,—শ্বাস-প্রবাহ ঘন ঘন বহিতে লাগিল—সকল সংশয় তিরোহিত হইল,—আমার প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গেল। যাহা খুঁজিতেছিলাম,—বহুদিন হইতে খুঁজিতে-ছিলাম,—যাহা খুঁজিবার জন্য দিনের আরাম ও রাত্রির শান্তি বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম,

তাহা সেই ছিন্ন জীর্ণ ও কর্দ্দমাক্ত পত্রের ভিতরে পাইলাম। অথবা তন্মধ্যে এমন কিছু পাইলাম,—যাহা পাওয়াতে সহজেই আমার মীমাংসার পথ পরিষ্কৃত হইয়া গেল। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি,—জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্—যিনি বাষ্পীয়যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন ইহ-লোকে অসীম কল্যাণের সূচনা করিয়া যিনি পৃথিবীবাসীর নিকট একান্ত আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি ওয়াট ও বোল্‌টন প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থ পাঠ না করিতেন,—তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধির পক্ষে সাহায্য প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে কি তিনি অনায়াসে এই অশেষ হিতকর বিষয়ের আবিষ্কারে সমর্থ হইতেন? তুমি যে বিষয়ে চিন্তা করিতেছ, তুমি যে তত্ত্বের উদ্ভাবনের নিমিত্ত দিবারাত্র আলোচনা করিতেছ, তোমার জন্মগ্রহণের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হয়ত কেহ সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা সে তত্ত্বের উদ্ভাবনের পক্ষে কোন তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তোমার জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া অনেক তত্ত্ব সংকলিত করিয়া গিয়াছেন। জাতীয়-সাহিত্য তৎপ্রসূত চিন্তা কিংবা তৎসংগৃহীত উপাদানসমূহ অতি যত্নের সহিত, সমাদরের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তুমি জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় লাভ করিয়া সেই সংগৃহীত চিন্তা ও সঞ্চিত উপাদাননিচয় আহরণ কর,—আহরণ করিয়া তোমার অবলম্বিত বা অভিলষিত তত্ত্বাবিষ্কারের পথে অগ্রসর হও। ফল কথা,—জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে তুমি কোনরূপেই সংস্কার বা আবিষ্কারকার্য্যে সফল হইতে পারিবে না।

ষষ্ঠতঃ—জাতীয় সাহিত্য জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বসাধক। ইহলোকে পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ পূর্ব্বক কেহ দশলক্ষ মুদ্রার অধিপতি হইতেছেন, কেহ বিশলক্ষ মুদ্রার অধিপতি হইতেছেন, কেহ বা শত গ্রাম বা সহস্র গ্রামের অধিস্বামী হইয়া ইন্দ্রবৎ পূজিত হইতেছেন। তাই বলি,—তুমি পঞ্চভূতের সাহায্যে পিতৃ-পিতামহাদির উপার্জ্জিত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পার, অধিক কি,—তুমি চেষ্টা করিলে সুবর্ণরেখা-নদীর উভয়তটে যে সকল স্বর্ণরেণু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সে সকল সংগ্রহ করিতে পার, এবং তুমি অনুসন্ধান বা অধ্যবসায়বলে সাগরের ঊর্ম্মিমালার অভিঘাতে বেলাভূমির মধ্যে যে সকল মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তৎসমুদায়ও আহরণ করিয়া আনয়ন করিতে পার। কিন্তু জ্ঞানের পবিত্র মন্দিরে পূর্ব্বতন মনস্বী ও মহাপুরুষগণ যে সকল রত্ন, হীরক, বৈদূর্য্যাদি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় আহরণ করিতে হইলে তোমাকে একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জাতীয় সাহিত্য তোমার সমক্ষে জ্ঞানমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে, এবং জাতীয় সাহিত্যই তোমাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া সেই সকল বহুযুগ-সঞ্চিত হীরক-রত্নাদির অধিকার প্রদান করিবে। পার্থিব সম্পত্তির অধিকার সামান্য অধিকার—নিকৃষ্ট অধিকার, কিন্তু জ্ঞানসম্পত্তির অধিকার মহৎ ও শ্রেষ্ঠ অধিকার। দুঃখের বিষয়, এই অমূল্য

অধিকারের অমূল্যত্ব মানুষ অনেক সময় বুঝিতে পারে না। পক্ষান্তরে পার্থিব সম্পত্তির অধিকারকে স্থায়ী ও নিরাপদ করিবার নিমিত্তই মানুষ যত্ন করে,—চেষ্টা করে,—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও সমর্পণ করিয়া থাকে।

সপ্তমতঃ—জাতীয়সাহিত্য জাতীয় ভাবের উদ্দীপক ও রক্ষক। লর্ড মেকলে তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক অভিপ্রায়লিপির একস্থলে বলিয়াছেন,—"আমরা ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা এদেশে এমন একদল লোক প্রস্তুত করিব, যাঁহারা বাহিরে হিন্দু এবং অন্তরে ইংরাজ হইবেন"†। অনেকে বলিবেন,—মেকলের কথাটা খুব দূরদর্শিতার পরিচায়ক। দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইলেও কথাটা খুব স্বাভাবিক। যাহা হউক, আমি আপনাদের নিকটে কথাটার রহস্যভেদ করিতেছি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—জাতীয় সাহিত্য জাতির লিপি-বদ্ধ মনোভাব, অথবা লিপিবদ্ধ চিন্তারাশি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জাতীয় মনো-ভাব বা জাতীয় চিন্তার মধ্যে সেই সেই জাতির জাতিত্ব বা জাতীয় প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম ও অতি গূঢ়ভাবে নিবিষ্ট থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় প্রচারক সেণ্টপল করিন্থীয় সমাজের প্রতি লিখিত পত্রের এক স্থলে বলিয়াছেন,—"অবিবাহিত ও বিধবাদিগের প্রতি আমার উপদেশ যে, তাহারা বিবাহ না করিয়া আমার মত—অবিবাহিতভাবে কালযাপন করুক,—কারণ ইহাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ"।*

হিব্রু সেণ্টপল অবিবাহিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর হিন্দুর সংহিতাকার অবিবাহিত ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছেন,—এমন কি অপুত্রক ব্যক্তিকে দারান্তরগ্রহণের বিধিও প্রদান করিয়াছেন। হিন্দু-সংহিতাকারের এই বিধি একমাত্র পুত্রার্থে,—অপর কোন উদ্দেশ্যের নিমিত্ত নহে। এখন হিব্রু ও হিন্দুর বিধি বিশ্লেষিত করিয়া কি দেখিতেছি? দেখিতেছি,—পুত্রার্থিতাই হিন্দুর নিকটে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, আর পুত্রার্থিতা হিন্দুর নিত্যত্ব-প্রিয়তার নিদর্শন। হিন্দু নিত্যত্বাভিলাষী,—এই কারণ হিন্দু পুত্রাভিলাষী। আর হিব্রু তাহা নহে,—এই কারণ হিব্রু হিন্দুর মত পুত্রাভিলাষীও নহে। ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব,—ইহাই হিন্দুর জাতিত্ব। এই জাতিত্বের নিদর্শন হিন্দুর সাহিত্য হইতেই প্রাপ্ত হইতেছি। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি বা আচার্য্য-ভক্তির কথা পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির সাহিত্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু

---

† We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.—*Lord Macaulay's Minute.*

* *The First Epistle to the Corinthians Ch VII, V-8.*

মাতাপিতা ও আচার্য্যকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, এই ভাবে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি বা আচার্য্যভক্তির উপদেশ একমাত্র হিন্দুর সাহিত্য ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমি প্রতিপাদন করিতে পারি যে, জাতীয় চিন্তার সহিত জাতীয় প্রকৃতির অতিনিকট ও অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ,—এমন সম্বন্ধ যে, অনেক স্থলেই একটির অভাবে অপরটির অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, জাতীয় সাহিত্যের সহিত জাতীয় ভাব জড়িত ও মিশ্রিত থাকে। বিজাতীয় সাহিত্যের অনুশীলনে বিজাতীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় *। তুমি জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা কর, তোমার মনে জাতীয় ভাব উদ্দীপিত ও বর্দ্ধিত হইবে। আলোচনা না কর, তোমার মনে জাতীয় ভাব উদ্দীপিত বা বর্দ্ধিত হইবে না। বালক-কাল হইতে বিদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে তোমার মনে জাতীয় ভাব স্থান পাইতেছে না, উদ্দীপিত হইতেছে না,—অধিকন্তু তোমার প্রকৃতিগত যেটুকু জাতীয়ভাব ছিল, সে টুকু হইতেও তুমি দিন দিন বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছ এবং কিছু কাল পরে তুমি একটি বিদেশীয়-ভাবাপন্ন বিকৃত জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছ,—তুমি বাহিরে বাঙ্গালী হইলেও অন্তরে সাহেব হইয়া গিয়াছ। সুতরাং মেকলে সাহেবের পূর্ব্বোক্ত উক্তি যে স্বাভাবিক, তাহা এক্ষণে আপনারা বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছেন। মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী যে সার্থক হইয়াছে,—তাঁহার কথা যে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহাও এক্ষণে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন। যে সকল যুবক শিক্ষাভিমানে স্ফীত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে কোলাহলময় করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা বাহ্যদৃশ্যে এতদ্দেশীয় হইলেও অন্তঃকরণে ঘোর বিদেশীয়। বৈদেশিকত্ব তাঁহাদিগের মজ্জায় মজ্জায় এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে, পরিবারের একান্ত আত্মীয়জনের সঙ্গেও ইংরাজীতে আলাপ করিতে না পারিলে, তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী বলিয়া মনে করেন না, এবং অধিক কি নিশাযোগে ইংরাজীতে স্বপ্নদর্শনে সমর্থ না হইলে আপনাদিগের শিক্ষা সার্থক হইল বলিয়া বিবেচনা করেন না। যে জাতীয় ভাবের অভাবে জাতীয় দুর্গতির অবসান হয় না,—যে জাতীয় ভাবের সম্বর্দ্ধনা ও সমাদর ব্যতিরেকে জাতীয় অভ্যুত্থান কোন কালেই হইতে পারে না, নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, সেই জাতীয় ভাব আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে দিন দিনই অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। আমার কণ্ঠস্বর যতদূরে উঠিতে পারে, ততদূরে উঠাইয়া

---

* পুরাকালে রাজনীতিকুশল রোমকগণ এই কারণ বশতই অধিকৃত জাতিসমূহের মধ্যে লাতিনভাষার বহুল প্রচার করিতেন। এই বিষয়ে গিবন লিখিয়াছেন ;—So sensible were the Romans of the influence of the language over national manners, that it was their most serious care to extend, with the progress of their arms, the use of the Latin tongue.—*Gibbon's Roman Empire.*

আমি বলিতেছি,—এই বিজাতীয় ভাবপ্রবাহ হইতে আমাদিগের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে,—আমাদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন ও আরাধনা আরম্ভ করিতে হইলে, আমাদিগের পক্ষে জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা যার পর নাই আবশ্যক।

অষ্টমতঃ—জাতীয় সাহিত্য জাতীয় গৌরবের উদ্দীপক। জাতীয় গৌরব কি? আমরা একটা জাতি,—জগতের জাতীয় মহাসমিতি মধ্যে অপরাপর জাতির সহিত আমরাও আসন পাইবার উপযুক্ত, জগতের নিকটে আমাদিগের কিছু বলিবার ও শিখাইবার আছে, ইত্যাদি জাতিগত ভাবের উপরেই জাতীয় গৌরব নির্ভর করিতেছে। ইংলণ্ডের একজন মনস্বী বলিয়াছেন,—"a nation is judged by its great men" অর্থাৎ কোন জাতিকে বুঝিতে হইলে আগে সেই জাতির মহাপুরুষদিগকে বুঝা উচিত। মহাপুরুষেরা যেমন জাতিকে প্রকাশিত করেন, জাতীয় সাহিত্য সেইরূপ মহাপুরুষদিগকে প্রকাশিত করে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে,—জাতীয় সাহিত্য কি মহাপুরুষদিগের গৌরব, কি জাতীয় গৌরব, সকল গৌরবের কারণ। জাতীয় সাহিত্য আছে বলিয়াই ইতালি আজ পৃথিবীর সমক্ষে দান্তে ও প্রেত্রার্কের নাম উচ্চারিত করিয়া আস্ফালন করিতেছে। জাতীয় সাহিত্য আছে বলিয়াই আজ জর্ম্মণি গেটে ও লেছিঙ্গের নাম কীর্ত্তিত করিয়া আপনাদিগের গৌরব-পতাকা উড্ডীন করিতেছে। জাতীয় সাহিত্য আছে বলিয়াই আজ ইংলণ্ড সেক্সপীয়র ও মিল্টন এডিসন ও জনসনের নাম ধ্বনিত করিয়া ধরণীমণ্ডলে বিদ্যাগৌরব ও জ্ঞানগৌরব সম্বন্ধে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচারিত করিতেছে। আর জাতীয় সাহিত্য ছিল বলিয়াই পরপদবিদলিত ও পরানুগৃহীত হিন্দু এই অবর্ণনীয় অধঃপতনের দিনেও বাল্মীকি ও ব্যাস এবং কালিদাস ও ভবভূতির নাম উচ্চারিত করিয়া আপনাদিগের গৌরবগীতি গান করিতেছে। আমি স্বীকার করি,—আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য এখন অপরিস্ফুট—অমার্জ্জিত ও দৈন্যদশাগ্রস্ত। আমি স্বীকার করি,—আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য এখন শক্তিতে ও সম্পদাংশে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইলেও কি আমরা কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র এবং মাইকেল ও হেমচন্দ্রের নামে স্পর্দ্ধা করিতে পারি না? এবং রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নামে আমাদিগের গৌরব-পতাকা একবারের জন্যও উড্ডীন করিতে সমর্থ হই না? অতএব বাঙ্গালী, যদি জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কায়মনে জাতীয় সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হও।

জাতীয় সাহিত্যের নবম বা শেষ আবশ্যকতা ধর্ম্মানুশীলনী বৃত্তির পোষণ ও প্রসারণ। যে বৃত্তি লাভ করিয়া মানুষ মর্ত্ত্যলোক-বাসী হইয়াও স্বর্গের স্বাদগ্রহণে সমর্থ হইতেছে, যে বৃত্তি আছে বলিয়া মানুষ একবারে মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছে না, এবং যে বৃত্তি ইহকাল, পরকাল,—অনন্তকালের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধে বদ্ধ করিয়া মানুষকে অনির্ব্বচনীয়

আত্মসুখের অধিকার প্রদান করিতেছে,সেই বৃত্তির পোষণ ও প্রসারণ পক্ষে জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শোক, রোদন, আনন্দ ইত্যাদির প্রকাশ বিদেশীয় ভাষায় করিলে তাহা যেমন কোন কার্য্যকর হয় না,—অধিকন্তু তাহা একটা উপহাসাস্পদ ব্যাপার হইয়া পড়ে, সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মসংগীত বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বা ব্যক্ত হইলেও তাহা হৃদয়ের স্তরভেদ করিতে সমর্থ হয় না। হিব্রু ভাষায় দায়ুদের ধর্ম্মসংগীত আছে, আর বাঙ্গালা ভাষায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ধর্ম্মসঙ্গীত আছে। আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ গায়ক থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সুললিত স্বর-সংযোগে দায়ুদের ধর্ম্মসঙ্গীত গান করুন, আর রামপ্রসাদী সঙ্গীতও গান করুন। দেখিবেন কোন্ সঙ্গীতে বাঙ্গালীর চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়। কোন্ সঙ্গীত মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়কে ধর্ম্মভাবে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। ভজনা আরাধনার কথা, বৈরাগ্য-বাসনা-ত্যাগের কথা রামপ্রসাদের সঙ্গীতেও আছে, দায়ুদের সঙ্গীতেও আছে। তবে দায়ুদের সঙ্গীত বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বা বিজাতীয় পরিচ্ছদে আবৃত বলিয়া আমাদিগের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। সায়ংকালে যখন সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া একদিকে মানবচিত্তের তাপহরণ করে, এবং অন্যদিকে মানবচিত্তকে নিস্তরঙ্গ তড়াগের ন্যায় ধীর ও শান্তভাবাপন্ন করিয়া তুলে, তখন কলিকাতার রাজপথে অনেক সময় দেখিয়াছি,—ভিক্ষোপজীবী গায়ক আপনার সুকণ্ঠনির্গত সুতান তুলিয়া কবিরঞ্জনের পদাবলী গাইতে গাইতে চলিয়াছে। সেই সঙ্গীতলহরী যাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, সেই অভিভূত হইতেছে,—ভাববিগলিত হইয়া পড়িতেছে। গৃহী গৃহে বসিয়া সে সঙ্গীত শুনিতেছে, ছাত্র ছাত্রাবাসে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহা কর্ণগোচর করিতেছে, দুঃখী সে সঙ্গীতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত দুঃখ দূর করিতেছে, এবং ক্লান্ত অবসন্ন ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও তাহাতে চিত্তের শান্তিবিধান করিতেছে। বাঙ্গালা দেশে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও গোবিন্দ অধিকারীর দেহতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব-বিষয়িণী সঙ্গীতমালা লোকের ধর্ম্মোন্নতি ও ধর্ম্মভাবোদ্দীপন পক্ষে যে কার্য্য সাধন করিতেছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কবীর, দাদু ও সুন্দরদাস প্রভৃতি মহাজনের মহাভাবোদ্দীপনকারিণী পদাবলীও ঠিক সেই কার্য্য সাধন করিতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের সংসারের নশ্বরতা ও ব্রহ্মের নিত্যতা-প্রতিপাদক সঙ্গীতসমূহ এতদ্দেশীয় লোকদিগের ধর্ম্মভাবোদ্দীপন বিষয়ে এরূপ কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে, যে, তাহা শত বক্তৃতা ও শত ধর্ম্মোপদেশেও হয় নাই,—এবং হইতে পারে না। লুথরের বাইবেলের অনুবাদ জর্ম্মণ ভাষাতে না হইয়া অপর কোন ভাষাতে হইলে জর্ম্মণি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পথে কখনও সহজে অগ্রসর হইতে পারিত না। আর ইংলণ্ডের অন্যতম সংস্কারক জন্ উইক্লিফ্, খৃষ্টধর্ম্মের একমাত্র শাস্ত্র বাইবেলের ইংরাজিতে অনুবাদ না করিয়া তৎকালপ্রবল ফরাসি ভাষায় করিলে ইংলণ্ডবাসীর দৃষ্টিকে কখনই

সত্যের দিকে সহজে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন না। জাতীয়ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের শক্তি এইরূপ সুদূরগামিনী—এইরূপ মর্ম্ম-স্পর্শিনী। ধর্ম্ম মানুষের অন্তরকে অধিকার করিতে চায়, ধর্ম্ম মানুষের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ করিতে চায়। যে ধর্ম্ম মানুষের মনোরাজ্যে অধিকার না পাইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে ধর্ম্ম মানুষের মর্ম্মস্থল-স্পর্শে অসমর্থ হইয়া একটা অপরিচিত বস্তুর ন্যায় অবস্থিতি করে, আমি তাহাকে ধর্ম্ম নামে আখ্যাত করিতেই প্রস্তুত নহি। ধর্ম্ম মানুষের মর্ম্মাধিকার করিতে চায়। এই কারণ ধর্ম্মভাবাভিব্যক্তির পক্ষে মর্ম্মের ভাষা চাই—মাতৃভাষার সাহায্য চাই। তাই বলিতেছি,—ধর্ম্মানুশীলনী বৃত্তির পোষণ ও প্রসারণ জন্য জাতীয়ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যাবলম্বন একান্ত আবশ্যক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয়ের লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শিরোনাম "অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা?" প্রবন্ধলেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে স্বতন্ত্র নহে। "অসমীয়া ভাষার উন্নতিসাধিনী" নামে একটি সভা আছে। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় আসামী ভাষায় লিখিত জোনাকীনামক সাময়িকপত্রে বাঙ্গালা ও আসামী ভাষার স্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন। নব্যভারতের প্রবন্ধলেখক মহাশয় এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী হইয়া, গোস্বামী মহাশয়ের মতখণ্ডনে প্রয়াস পাইয়াছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি এই—প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রসিদ্ধি এবং তৎকালীন সংস্কৃতভাষার প্রচলন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। সুতরাং পৌরাণিক যুগে 'আসাম' নামে কোন জনপদ ছিল না। তৎকালে অসমীয় ভাষারও উৎপত্তি হইতে পারে না। "অসমীয়া" শব্দ "অসম" আর "অসম" শব্দ "আহম" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আহম জাতির রাজত্বকালে বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষা সংগঠিত হয়। এই সময়ে আসামে প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্করদেবের আবির্ভাব ঘটে। শঙ্করদেব বঙ্গদেশ প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তাঁহারই প্রসাদে নূতন অসমীয়া ভাষার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন সময়ে বাঙ্গালায় ও ত্রিহুতে অন্তঃস্থ বকার ও বর্গীয় বকার বিভিন্নরূপে লিখিত হইত। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় 'করপারা ব পেটকাটা' বলিয়া ব কার লেখান হইয়া থাকে। আসামেও ঠিক এইরূপ অক্ষর আজি পর্য্যন্ত চলিতেছে। ফলতঃ ত্রিহুতী, অসমীয়া, ও বাঙ্গালা, এই ত্রিবিধ অক্ষর এক। ৺শঙ্করদেবের সময়ে বঙ্গে ও মিথিলায় একই অক্ষর চলিত। শঙ্করদেব বঙ্গদেশে ঐ অক্ষর শিখিয়া, স্বদেশে যাইয়া আপন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষার অবিচ্ছিন্ন ভাবের অন্যতম প্রমাণ।

* * *

কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ ও উচ্চারণবৈষম্য ব্যতীত বর্ত্তমান আসামী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচনাগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। প্রবন্ধলেখক "জোনাকীর" প্রবন্ধের একস্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, "আরু" "আন্দোলনেই" "সকলো" প্রভৃতি অসমীয়া কথার উকার, একার, ওকার বাদ দিলে উহা বর্ত্তমান বাঙ্গালার সহিত অভিন্ন হইয়া

থাকে। এইরূপ "ধরিছে" "বাড়িছে" "দেখিওনি" প্রভৃতি ক্রিয়াতে "য়া" "তে" প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যে উহার প্রয়োগ না হইলেও বাঙ্গালা পদ্যে এখন পর্য্যন্ত উহার প্রয়োগ দেখা যায়। উচ্চারণবৈষম্য প্রযুক্ত অনেকস্থলে বাঙ্গালা কথার বিকৃতি ঘটে। পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থলে "ড়"এর উচ্চারণ নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে "ষএর স্থলে "হ" উচ্চারিত হয়। আসামেও বোধ হয়, এইরূপ উচ্চারণবিকৃতিবশতঃ "বড়" স্থলে "বর" "মানুষ" স্থলে "মানুহর" লিখিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, উচ্চারণ-বৈষম্য হেতু যদি ভাষার বিভিন্নতা হয়, তাহা হইতে পূর্ব্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ভাষাও পৃথক্ হইয়া যায়। ভাষার অভিন্নতা ও বিশুদ্ধির রক্ষার স্থলে উচ্চারণগত বিভিন্নত ও দেশজ শব্দের পার্থক্য ধরিলে চলে না।

* * *

প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধের উপসংহারস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন—"ঐ (জোনাকীর) প্রবন্ধ হইতেই আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, হিন্দুরাজত্বকালে আসাম প্রদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। মধ্যে অনার্য্য জাতির অভ্যুদয়ে আসামের স্বাধীনতার সহিত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরে আহমপ্রাধান্য যুগে ৺ শঙ্করদেব কর্তৃক বঙ্গভাষা ঐ দেশে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইংরাজরাজত্বের সূত্রপাত হইতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষকগণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত, লিখিত ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইত্যবসরে মিশনারী সাহেবগণের চেষ্টায় বাঙ্গালা বিকৃত হইয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য, পার্ব্বত্যজাতিগত কতকগুলি শব্দ মিশ্রিত হইয়া, অসমীয়া ভাষার নব কলেবর গঠিত হইয়াছে। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া, অসমীয়া নব্য কৃতবিদ্য বন্ধুগণ অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্যনির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার বাহাদুর ও তাহাতে পোষকতা করিতেছেন। * * * কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহবিচ্ছেদসাধন করিয়া, অসমীয়া বন্ধুগণ কিরূপ সদ্‌বিবেচনার কার্য্য করিতেছেন,—ইহা স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে অনুরোধ করাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য" আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবন্ধ লেখকের মতের অনুমোদন করি। ভাষাভেদে জাতীয় একতার হানি হয়। জাতীয় বলবৃদ্ধির জন্য ভাষার অভিন্নতা বাঞ্ছনীয়। এখন এই অভিন্নতারক্ষার চেষ্টা করাই সঙ্গত। ভেদসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সুবুদ্ধির [illegible] নহে। বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের ভাষার মূল এক। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে, এক বাঙ্গালাই রূপান্তরিত হইয়া আসামে ও উড়িষ্যায় ভিন্ন ভাষারূপে পরিগৃহীত হইতেছে। ভাষার এইরূপ বিভিন্নতায় জাতিগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই পার্থক্য দূর [illegible]

একবিধ ভাষার শক্তিতে বাঙ্গালী, আসামী, উড়িয়া এক মহাজাতি হইয়া উঠে, ইহাই প্রার্থনীয়।

* * *

অক্ষয়-কীর্ত্তি কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর গৌরব এবং বাঙ্গালারাও গৌরব, তাঁহার কাব্যে বাঙ্গালার গৌরব, আর তাঁহাতে বাঙ্গালীর গৌরব। কবি এখন কালকুক্ষিগত, সুতরাং কবির কাব্যই এখন কবির একমাত্র গৌরবস্থল। অথবা কাব্যেই কবির যাহা কিছু কবিত্ব বা ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত, এই হেতু কাব্যই কবির একমাত্র গৌরব-স্থল। বাঙ্গালার দরিদ্র কবি লোকান্তরিত হইলেও তাঁহার কাব্যে তিনি কীর্ত্তিমান্ এবং মূর্ত্তিমান্। বাঙ্গালার পল্লিতে পল্লিতে কৃত্তিবাস ঘুরিতেছেন, গ্রামের বারোয়ারি তলার ও বটছায়ায় কৃত্তিবাস ফিরিতেছেন। ঠাকুরদাদার আবর্জ্জনাময় অপরিষ্কৃত প্রকোষ্ঠে খর্জ্জুরপত্র বিরচিত শয্যার উপরে কৃত্তিবাস বসিয়া রহিয়াছেন, আর আরও মুদির কণ্ঠে কণ্ঠে কৃত্তিবাস নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং আমাদের কৃত্তিবাস মৃত হইয়াও জীবিত। অথবা তাঁহার রামায়ণ আছে বলিয়াই তিনি জীবিত। তাই বলি, কবির গৌরব রক্ষা করিতে চাহিলে আগে কাব্যের গৌরব রক্ষা চাই। কবি কিরূপে যাইতেন, কোন্ স্থান শুইতেন, কোন্ বৃক্ষতলে বসিতেন, আনন্দ ও উল্লাসের সময় অথবা বিপদ ও বিষাদের সময় কবি কিরূপ ভাবান্তরিত বা অবস্থান্তরিত হই-তেন, বাহ্যতত্ত্ব জানিবার পূর্ব্বে তাঁহার কাব্য কি ও কিরূপ তাহা জানিতে চেষ্টা করাই উচিত। কবির মস্যাধার বা মন্ত্রণাকক্ষ রক্ষা করিবার পূর্ব্বে কবির কাব্যরক্ষায় যত্নপর হওয়াই বিধেয়। আর মহাজনদিগের বাহ্যধিকারের নিদর্শনগুলি রক্ষা করি-বার ইচ্ছা আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতির অনুগত নয় বলিয়াই বোধ হয়। আর জাতীয় প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হইলেও কবির কাব্যরক্ষাতেই অধিকতর যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার জন্য বাঙ্গালী কি করিতেছেন? কৃত্তি-বাসের অধিকতর কীর্ত্তিস্থল রামায়ণরচনার প্রতি বাঙ্গালীর অনুরাগ কই? বট-তলার গ্রন্থাবলীতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে, কৃত্তিবাস কৃত্রিম হইয়া যাইতেছেন,—বলিতে কি কৃত্তিবাস অকীর্ত্তিবাস হইয়া পড়িতে-ছেন। জাতীয় সাহিত্যের নামে—জাতীয় প্রতিভার পবিত্রতার নামে কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি-রক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে।—

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা গ্রীক পুস্তকের নাম আছে; লাতিন পুস্তকের নাম আছে—এমন কি জর্ম্মণ পুস্তকের নামও থাকিবে। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা

পুস্তকের নাম নাই। এক প্রবেশিকা ভিন্ন অন্য কোন পরীক্ষায় পাঠ্যতালিকাতে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমাবেশ নাই। বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক লাতিনের স্থান আছে, কিন্তু বাঙ্গালার স্থান নাই কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার আদর বা আলোচনা যে কোন কালে ছিল না,—এরূপও না। অধিকন্তু বাঙ্গালা যখন অপুষ্ট ছিল, অপ্রসারিত ছিল, বিস্তার ও বৈভবে বাঙ্গালা যখন এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে হীন ছিল, তখন বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচিত হইত। এখন বাঙ্গালার আলোচনা হইবে না কেন? শিশুর সংসর্গে যদি শক্তিলাভ হয়, যুবার সংসর্গে শক্তিলাভ হইবে না কেন? যদি বল, শক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু শক্তির প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার প্রয়োজন নাই,—অথবা বাঙ্গালা-ভাষালব্ধ শক্তির প্রয়োজন নাই,—ইহাই বা কিরূপ কথা। কেহ কেহ বলিতে পারেন, বাঙ্গালার স্থান হইলে, সংস্কৃতের আদর থাকিবে না। যুবকগণ দেবভাষার আলোচনা করিবেন না। কিন্তু সংস্কৃতের পরিবর্তে বাঙ্গালা না চলিলেও সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা চলিতে পারে। বাঙ্গালী সংস্কৃতের সহিত জাতীয় ভাষার আলোচনা করিতে পারে। সম্প্রতি এবিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আলবার্টহলে একটি সভা হইয়াছিল। পত্রিকায় "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, সেই প্রবন্ধ উক্ত সভায় পঠিত হইয়া ছিল। বিষয়টি গুরুতর। জাতীয় ভাষানুরাগিগণের এবিষয়ে মনোযোগ দিলে ভাল হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

ও

সভ্যগণের তালিকা।

কার্য্য বিবরণ।

প্রথম অধিবেশন।

বিগত ২১শে এপ্রেল রবিবার অপরাহ্ণে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন হয়।

১। অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ইর সমর্থনে এবং উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, সি, আই, ই, মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরের জন্য বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন।

২। শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে এবং সকলের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পরিষদের সহকারী-সভাপতি হইলেন।

৩। সকলের অনুমোদনানুসারে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

বিগত ১৭ই জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

১। অধিবেশনে সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সম্পাদক সংশোধিত নিয়মাবলী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী।

পাঠ করেন। পাঠান্তে নিয়মাবলী আলোচিত ও কোন কোন অংশে সংশোধিত হইল। অবশেষে সভ্যবৃন্দের অনুমোদনানুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী নিম্নলিখিত অবধারিত হইল :—

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাঙ্গালীলেখকদিগের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থের আলোচনা করিবেন,—তদ্ভিন্ন সংস্কৃত বা ইংরাজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থের আলোচনাতেও রত হইবেন।

২। বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগী যে কোন ব্যক্তি এক জন সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত, অন্য কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের $\frac{3}{4}$ অংশ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে সাহিত্য-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৩। সাধারণ সভ্যমাত্রকেই নির্ব্বাচিত হইবার সময় এক টাকা এবং মাসে মাসে আট আনা আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে।

৪। খ্যাতনামা লেখকেরা বিশিষ্ট (অনারেরি) সভ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন। কিন্তু উপস্থিত সভ্যেরা সকলে এক মত হইলে তবে কোন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া পরিগৃহীত করা হইবে। বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা অনধিক বার জন থাকিবে।

৫। সভ্যগণ মাসে একবার করিয়া সম্মিলিত হইবেন। সম্মিলনের স্থান ও সময় সম্পাদক কর্ত্তৃক যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। প্রয়োজন হইলে মাসিক অধিবেশন ব্যতীত বিশেষ অধিবেশনও হইবে।

৬। পরিষদের একজন সভাপতি, দুই জন সহকারী-সভাপতি, এবং দুই জন সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন। সভাপতি, সহকারী-সভাপতি এবং সম্পাদকগণ ব্যতীত অপর ছয় জন নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের গ্রন্থরক্ষক ধনরক্ষক নিযুক্ত করিবেন এবং অপরাপর কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৭। পরিষদের কার্য্যবিবরণ এবং কথোপকথনাদি বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত ও ব্যক্ত হইবে। তবে কোন ইংরাজি গ্রন্থালোচনার সময়ে সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৮। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সমালোচনার্থ গ্রন্থাদি গ্রহণ করিয়া সভ্যদিগের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমালোচনার ভার দিবেন, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। সমালোচনা সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৯। পরিষদের পত্রিকা তিন মাস অন্তর বাহির হইবে। পত্রিকাতে পরিষদের

কার্য্যবিবরণ, গ্রন্থসমালোচনা এবং সারবান্ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং ইহার একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন।

১০। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পূর্ব্বোক্তরূপ সমালোচনা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা ভিন্ন সভ্যদিগের কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা-প্রসূত এবং বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিয়া পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবেন, এবং অনুমোদিত হইলে পর তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন।

(১) কাব্য।

(২) উপন্যাস।

(৩) নাটক।

(৪) ধর্ম্ম ও দর্শনসংক্রান্ত বিষয়।

(৫) বাঙ্গালা-গ্রন্থকারদিগের জীবনী।

(৬) প্রত্নতত্ত্ব।

(৭) ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

১১। পরিষদ নিম্নলিখিত প্রকারের গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ভার লইবেন।

(১) সারগর্ভ প্রাচীন পুঁথি ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পুনর্মুদ্রণ বা প্রকাশ।

(২) বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসালোচনা।

(৩) বাঙ্গালাভাষার একখানি প্রণালীবদ্ধ বিস্তৃত অভিধান।

(৪) বাঙ্গালাভাষার একখানি প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ।

১২। পরিষদের পত্রিকা সভ্যেরা বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। অপরে বাৎসরিক ৩ন টাকা মূল্য দিলে পাইবেন।

১৩। কোন সভ্য ছয় মাস কাল মাসিক চাঁদা প্রদান না করিলে সভ্যপদ হইতে বিচ্যুত হইবেন।

১৪। পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত এককালীন দান সাদরে গৃহীত হইবে।

২। তার পর কার্য্যনির্ব্বাহক সভাগঠনের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। উপস্থিত সভ্যগণ অনেক আলোচনার পর নিম্নলিখিত ছয় জন ব্যক্তিকে লইয়া বর্ত্তমান বৎসরের নিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত করিলেন। ছয় জন ব্যক্তির নাম—

১। মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর
২। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত
৩। " মনোমোহন বসু
৪। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্
৫। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। " ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী

৩। মিঃ এল্ লিওটার্ড ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বৎসরের বি
পরিষদের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা কার্য্য-নির্ব্বাহক
সভ্যরূপেও পরিগণিত হইলেন।

৪। দুই জন সহকারী-সভাপতির একজন পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অন্য
নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ
মহাশয়কে অন্যতর সহকারী-সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করা হইল।

৫। বিশিষ্ট (অনারেরি) সভ্যনির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক বিচার ও আলোচন
সকলের সম্মতি অনুসারে নিম্নলিখিত দশজন ব্যক্তি পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরি
হইলেন। এই দশ জনের চারিজন ইতিপূর্ব্বেই পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। বি
সভ্যদিগের নাম ঃ—

১। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।
২। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল।
৩। " নবীনচন্দ্র সেন।
৪। " চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল।
৫। " কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
৬। " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। " সার মনিয়র উইলিয়মস্।
৮। " জন্ বিমস্।
৯। " স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বারন।
১০। " ডবলিউ, ডবলিউ, হাণ্টার।

তৃতীয় অধিবেশন।

বিগত ২৯শে জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয়।

১। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। মাননীয় জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।
৩। ,, ,, শারদারঞ্জন রায়, এম্, এ।
৪। ,, ,, দীননাথ সেন
৫। ,, ,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্।
৬। ,, ,, অমৃতলাল রায়, (হোপ-সম্পাদক)।
৭। ,, ,, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮। ,, ,, প্রমথনাথ বসু, বি, এস্ সি।
৯। ,, ,, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্।
১০। ,, ,, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ।
১১। ,, ,, রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম্, এ।
১২। ,, ,, অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল।
১৩। ,, ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
১৪। ,, ,, বীরেশ্বর পাঁড়ে
১৫। ,, ,, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।
১৬। ,, ,, কৃষ্ণবিহারী সেন, এম্, এ।
১৭। ,, ,, গোবিন্দলাল দত্ত।
১৮। ,, ,, নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্, এ।
১৯। ,, ,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (সাহিত্য-সম্পাদক)।
২০। ,, ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, শিক্ষাপরিচরসম্পাদক।
২১। ,, ,, মথুরানাথ সিংহ, বি, এল।
২২। ,, ,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল।
২৩। ,, ,, নবীনচন্দ্র দাস ডিঃ মজিষ্ট্রেট।
২৪। ,, ,, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্,এ ডেঃ মাজিষ্ট্রেট।
২৬। ,, ,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সবডেপুটি।
২৭। ,, ,, শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, বি, এল।

২। কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে অনেক আলোচনা হইল। যে কয়েক খানি রামায়ণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে এক এক অংশ পাঠ করিয়া দেখা গেল যে, পাঠ-বৈলক্ষণ্য বিলক্ষণ আছে। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি আরও পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। পুঁথি সংগ্রহের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনও দিবেন এবং সংগৃহীত হইলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবেন।

৩। পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে বিষয়টি লইয়া বিশেষ আলোচনা হইল। পত্রখানি এই :—

শ্রীহরিঃ

শরণম্।

সবিনয় নিবেদন,

এখন ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যে সকল পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ হইতেছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে পরস্পরসামঞ্জস্য নাই। গ্রন্থকারদিগের ইচ্ছানুসারে নিত্য নূতন পরিভাষার সৃষ্টি হইতেছে, যে শব্দটি যে গ্রন্থকারের মনোনীত হইতেছে, তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে তাহারই প্রয়োগ করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিদ্যার এক Electricityর ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখা যায়; এক positive ও negative শব্দের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে গণিতসংক্রান্ত গ্রন্থের ও একখানির সহিত আর একখানির ঐক্য নাই। ফলতঃ, যে কোন বিষয়ই হউক, বাঙ্গালায় পারিভাষিক শব্দের স্থিরতা নাই। যিনি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ পরিভাষা চালাইতেছেন।

পরিভাষার এইরূপ অস্থিরতায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, উভয়েরই বিস্তর অসুবিধা ঘটিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা থাকাতে শিক্ষার্থী কোন একটি নির্দ্ধারিত নাম আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। শিক্ষকও কোন্ বিষয়ের কোন্ নামটি নির্দ্ধারিত থাকিবে, বুঝাইতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু ইহাতে ভাষারও স্থিরতা থাকিতেছে না। বাঙ্গালা ভাষা ক্রমে প্রণালীবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এখন পরিভাষাও প্রণালীবদ্ধ করা উচিত হইতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা এক করিবার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন হইলে পরিষদের সভ্য ভিন্ন অপরাপর খ্যাতনামা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইবেন। সমিতি বিজ্ঞান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়া এক একটি পরিভাষা নির্দ্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন।

পরিভাষার এই তালিকা অতঃপর শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের বিবেচনার্থ প্রেরিত হইবে। তালিকা তৎকর্তৃক অনুমোদিত হইলে, উহাই পারিভাষিক শব্দের বিধি-সিদ্ধ তালিকা বলিয়া পরিগণিত হইবে। গ্রন্থকারগণ অতঃপর ঐ তালিকা-নির্দ্দিষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

ভূগোল ও ইতিহাসে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, পূর্ব্বে তৎসমুদয়ের উচ্চারণ-গত বর্ণবিন্যাস এক ছিল না। এক পেশাবর নগরকে কেহ পেশৌর, কেহ পেশোয়ার, কেহ বা পেশলার নামে নির্দ্দেশ করিতেন। স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই গোলযোগের প্রতীকার জন্য কতিপয় নিয়মের নির্দ্ধারণ করেন। পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী সভার সম্মতিক্রমে গ্রন্থকারগণ ঐ নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রকৃত উচ্চারণ অনুসারে বর্ণ বিন্যাস ক্রমে এক হইতেছে। আমার বোধ হয়, পরিভাষার সম্বন্ধেও এইরূপ করিলে ফল হইতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে বিষয়টি যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ গুরুতর। আমার আশা আছে, পরিষদ্ এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগবিধান করিবেন। উপস্থিত প্রস্তাবা-নুসারে শীঘ্র সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। কার্য্য সম্পন্ন হইতে অনেক সময় লাগিবে। পরিষদ্ সুযোগ বুঝিয়া, অল্পে অল্পে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

১২ই শ্রাবণ, ১৩০১ সাল।

বশংবদ
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

উক্ত বিষয়ে আলোচনার পর সকলের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠন করা হউক। সমিতির সভ্যগণ ভূগোল, গণিত, প্রভৃতির পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন সম্বন্ধে ইচ্ছানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া লইবেন। সমিতির সভ্যগণ :—

১। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল, (সমিতির সভাপতি)।
২। ,, ,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩। ,, ,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।
৪। ,, ,, শারদারঞ্জন রায়, এম্, এ।
৫। মাননীয় জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। ,, ,, বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্, এ।
৭। ,, ,, রজনীকান্ত গুপ্ত।
৮। ,, ,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সমিতির সম্পাদক)।

৪। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক প্রসাদ বর্ম্মার পত্র পঠিত হইলে, তদ্বিষয়ে আলোচনার পর স্থির হইল যে, পত্র লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান আবশ্যক।

৫। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ, এ, ও বি, এ পরীক্ষায় যাহাতে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা আলোচনা হয়, তন্নিমিত্ত পরিষদের পর হইতে চেষ্টা করা উচিত। বিষয়টি বড় গুরুতর,—এই কারণ অনেক আলোচনার পর স্থিরীকৃত হইল যে, এই বিষয়ে যখন অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্থাপিত হইতেছে, তখন এবিষয়ে পরিষদ আপাততঃ কিছু করিতে পারিতেছেন না। তবে বিশেষ বিবেচনার পর এ বিষয়ে কিছু কর্ত্তব্য বুঝিলে, পরিষদ তাহা করিতে যত্নপর হইবেন।

পারিভাষিক-সমিতির অধিবেশন।

বিগত ১২ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে পারিভাষিক সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়।

১। শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ীর পত্র পাঠের পর স্থিরীকৃত হইল যে, বিজ্ঞানসংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন যখন পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য, আর চিকিৎসা শাস্ত্র যখন বিজ্ঞানেরই একটি অঙ্গ, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পরিষদ অবশ্যই করিবেন।

২। সাধারণের—বিশেষতঃ নর্ম্মালস্কুল ও মডেল স্কুলের শিক্ষকদিগের এবং সব-ইনস্পেক্টর ডেপুটি-ইনস্পেক্টর ও শিক্ষাসংক্রান্ত অপরাপর ব্যক্তিদিগের পরিভাষা বিষয়ে অভিমত জানিবার জন্য পরিষদ কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া স্থিরীকৃত হইল।

৩। আপাততঃ ভূগোলের পারিভাষিক শব্দ অকারাদি বর্ণক্রমে সঙ্কলিত ও প্রণীত করিবার ভার পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মাননীয় জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, বাবু শারদারঞ্জন রায় এম, এ, বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, এবং বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়দিগের প্রতি অর্পিত হইল। এই বিষয়ে প্রাচীন ও নবীন ভূগোল যতগুলি পাওয়া যায়, তৎসমস্ত সংগৃহীত করা কর্ত্তব্য স্থির হইল। আপাততঃ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ হউক, ইহা স্থিরীকৃত হইল :—

ভূগোল।

১। ভূগোল বিবরণ।
২। ভূগোল প্রকাশ।
৩। ব্যবহারিক ভূগোল।
৪। ভূগোল কৌমুদী।
৫। ভূগোল সারসংগ্রহ।
৬। বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ।
৭। ভূবৃত্তান্ত।
৮। Stewart's Geography.
৯। Madras manual Geography.
১০। Clarke's Geography.
১১। গোলাধ্যায়—সংস্কৃত।
১২। ,, ইংরাজি।

প্রাকৃতিক ভূগোল।

১। রাজেন্দ্রলাল কৃত।
২। রাধিকাপ্রসন্ন কৃত।
৩। প্রমথনাথ বসু কৃত।
৪। যোগেশচন্দ্র কৃত।
৫। নৃসিংহচন্দ্র কৃত।
৬। ব্লানফোর্ডের অনুবাদ।
৭। Blanford's Physical Geography.
৮। Geiki's Elementary Lessons.
৯। Huxley's Physiography.

সভ্যের তালিকা।

১। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, কলিকাতা।
২। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্‌, সি, আই, ই, বর্দ্ধমান।
৩। ,, রজনীকান্ত গুপ্ত, কলিকাতা।
৪। Mr. L. Liotard,

৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ বি এল্, কলিকাতা

৬। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, „

৭। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, „

৮। „ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, „

৯। „ শারদাপ্রসাদ দে, „

১০। „ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, „

১১। „ নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, বেলডাঙ্গা—মুরসিদাবাদ।

১২। „ মতিলাল হালদার, মুন্সেফ, কলিকাতা।

১৩। „ জগচ্চন্দ্র সেন, কুমিল্লা।

১৪। „ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

১৫। অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, „

১৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই, „

১৭। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্যারিষ্টার, „

১৮। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, „

১৯। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, „

২০। „ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, „

২১। „ সুন্দরীমোহন দাস, এম, বি। „

২২। „ মনোমোহন বসু, „

২৩। „ সাতকড়ি হালদার, মুন্সেফ, কাঁথি।

২৪। „ গোঁসাইদাস গুপ্ত, কলিকাতা।

২৫। „ ডাক্তার আশুতোষ ঘোষ, „

২৬। „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ, সি, এস্, „

২৭। „ দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়, „

২৮। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, „

২৯। „ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ, সি এস্, মালদহ।

৩০। „ চারুচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা।

৩১। „ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, „

৩২। „ বসন্তরঞ্জন রায়, বেলেতোর বাঁকুড়া।

৩৩। „ রাজেন্দ্রলাল সিংহ , কলিকাতা।

৩৪। „ ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন, „

৩৫। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় „

৩৬। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, „

৩৭। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ডিঃ মাজিষ্ট্রেট, (বিশিষ্ট), রাণাঘাট।
৩৮। অনারেবল জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৩৯। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, ,,
৪০। ,, সারদারঞ্জন রায় এম্, এ, ,,
৪১। ,, দীননাথ সেন স্কুঃ ইনস্‌পেক্‌টর ঢাকা।
৪২। ,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্, কলিকাতা।
৪৩। ,, অমৃতলাল রায় (হোপ সম্পাদক), ,,
৪৪। ,, রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর।
৪৫। ,, প্রফুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৪৬। ,, প্রমথনাথ বসু, বি, এস্, সি, কলিকাতা।
৪৭। Sir Monier Williams (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৮। শ্রীযুক্ত যোতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, বরাহনগর।
৪৯। Sir William Hunter (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫০। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, কলিকাতা।
৫১। ,, রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, এম্। ,,
৫২। ,, অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি এল্, বাঁকুড়া।
৫৩। ,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, (বিশিষ্ট) খিদিরপুর।
৫৪। ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,
৫৫। ,, Mr. John Beames (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫৬। ,, বীরেশ্বর পাঁড়ে,
৫৭। ,, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
৫৮। ,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা।
৫৯। ,, কৃষ্ণবিহারী সেন এম্, এ, কলিকাতা।
৬০। ,, চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্, (বিশিষ্ট), ,,
৬১। ,, গোবিন্দলাল দত্ত, ,,
৬২। ,, নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্, এ, ,,
৬৩। Sir William Wedderburn. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৬৪। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (সাহিত্য সম্পাদক) কলিকাতা।
৬৫। ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, (শিল্পপরিচয় সম্পাদক), উত্তরপাড়া।
৬৬। ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট), কলিকাতা।
৬৭। ,, মথুরানাথ সিংহ বি, এল্, বাঁকীপুর।
৬৮। ,, পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ বি এল্, ,,

৬৯। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, কেন্দ্রপাড়া।
৭০। ,, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, রঙ্গপুর।
৭১। ,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সবডেপুটি, বীরভূম।
৭২। ,, শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি এল, কলিকাতা।

পরিষদের কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, সি, আই, ই।

সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ নাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত এল লিওটার্ড (Liotard)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

পত্রিকাসম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।

গ্রন্থরক্ষক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।

ধনরক্ষক।

শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত পুস্তক, মাসিক-পত্রিকা, ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুস্তক।

১। মা ও ছেলে ১ম ও ২য ভাগ।—(শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।)

২। আত্মতত্ত্ব বা জন্মান্তরবাদ।—(শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত।)

৩। স্বর্ণমণি—পারিতোষিক প্রবন্ধ।— (শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র মৌস্তফি।)

৪। যুগপূজা।—(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত।)

৫। বিদ্রূপ ও বিকল্প।—(ঐ)

৬। দারোগার দপ্তর।—(শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।)

মাসিক পত্রিকা।

১। ভারতী। ২। নব্যভারত। ৩। জ্যোতি। ৪। সৎসঙ্গ। ৫। খৃষ্টীয়-বান্ধব। ৬। হীরা। ৭। দাসী।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

1. Indian Nation. 2. Hope

শ্রীচন্দ্রনাথ তালুকদার।
গ্রন্থ-রক্ষক।

Printed by B. N. Nandi at the Valmiki Press, 100/1 Mechooa Bazar Street, Calcutta.

কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার শৈশবাবস্থা। অল্প দিন মাত্র ভাষা শিশুর জিহ্বার জড়তা ঘুচিয়া অর্দ্ধস্পষ্ট কথা ফুটিয়াছে। শিশু এখনও সকল মনোভাব কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না; এখনও এক কথা বলিতে গিয়া আর এক কথা আসিয়া বসে। শিশুর কথার মাত্রা এখনও ঠিক হয় নাই; ফলে সময়ে সময়ে কথাস্রোত অর্দ্ধপথে থামিয়া যায়। কথার ভঙ্গিও এখনও সুসংযত হয় নাই; কোথায় কি ভাবে কি কথা বলিতে হয়, তাহা জানে না। শিশু অধিকাংশ কথা পদ্যেই কহে, শিশুরা বড় গদ্যের প্রিয় নহে। কিন্তু এখনও ছন্দের, যতির, মিলের ভাল জ্ঞান হয় নাই। ভাষার এই অবস্থায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচিত হয়। রচনার ফলে ভাষা শৈশব ছাড়াইয়া কৈশোরে উপস্থিত হয়। যৌবন তখনও আইসে নাই, কিন্তু যৌবন অদূরবর্ত্তী, আগত-প্রায়। বয়ঃসন্ধির সকল মধুর লক্ষণ প্রস্ফুটিত হইয়া ভাষার অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিতেছে।

নানাগুণে রামায়ণ লোকায়ত গ্রন্থ। যে সময়ে রামায়ণ রচিত হয়, তখন অন্য সং-[illegible] প্রচলিত ছিল না। সুতরাং ইহাই বাঙ্গালীর একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠে। মধুর রামচরিত মধুর তানে গীত হইয়া, সকলেরই চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয়। অধি-[illegible] রায়ণের কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া, রামায়ণ ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর ধর্ম্মপিপাসার তৃপ্তি-[illegible]রে। কবির দেবপ্রতিভা নানারসের অবতারণা করিয়া সহৃদয় লোককে নূতন [illegible] আপ্লুত করে। এই সকল কারণে রামায়ণ বাঙ্গালী জাতিসাধারণে বহুল [illegible] লাভ করে। কালসহকারে এই কাব্য লোকায়ত গ্রন্থে পরিণত হয়। ইহার ফলে [illegible]ও কৃত্তিবাসের অক্ষয় গীতি বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। সকল শ্রেণীর [illegible]ালীর জাতীয় জীবন গঠনে এই রামায়ণ যেমন কার্য্যকারী হইয়াছে, এরূপ আর কোন [illegible]ন্থ হইয়াছে কি?

ভাষার অপরিণত অবস্থায় লোকায়ত গ্রন্থে পরিণত হওয়াতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত বাঙ্গালা ভাষার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালার স্রোত এখন যে খাতে প্রবাহিত, উহার খনক কৃত্তিবাস। তাঁহার প্রতিভা বাঙ্গালা ভাষাকে যে পরিচ্ছদে সাজাইয়াছে, আজিও ভাষার অঙ্গে সেই পরিচ্ছদই শোভমান। তাঁহার শিল্পকুশল হস্ত ভাষাকে যে আকারে গঠিত করি-য়াছে, ভাষার বর্ত্তমান আকার তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র। ইহা কিছু বিচিত্র নহে। লোকায়ত গ্রন্থের পরীক্ষিত প্রভাবই এইরূপ। এ বিষয়ে দান্তে ও চসরের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ইতালীয় ভাষার যে অবস্থায় দান্তে কাব্য প্রণয়ন করেন, এবং ইংরাজি ভাষার যে অবস্থায় চসর কবিতারচনা আরম্ভ করেন, সেই সেই অবস্থার সহিত কৃত্তিবাসের সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সেই সেই সময়ের ইতালীয়, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অপরিণত শৈশবাবস্থা।

বিশেষ বিশেষ কারণের ফলে দান্তে, চসর ও কৃত্তিবাসের কাব্য লোকায়ত প্রন্থে পরিণত হয়। সকলেই জানেন, বর্ত্তমান ইতালীয় ভাষা দান্তের ভাষারই পরিণতি। সকলেই জানেন, বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষা চসরের ভাষারই বিকাশ। যেমন সূর্য্যের আলোকে খদ্যোতের প্রভা নিবিয়া যায়, সেইরূপ দান্তের ও চসরের উদয়ে ক্ষুদ্র কবির প্রচলিত কাব্য নিষ্প্রভ হইয়াছিল। ইতালীতে দান্তে এবং ইংলণ্ডে চসরের অভ্যুদয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, বাঙ্গালায় কৃত্তিবাসের আবির্ভাবে তাহাই ঘটে।

ভাষার শৈশবে ভাষার একতানতা থাকে না। প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, অধিক কি গ্রামে গ্রামে ভাষার বিভিন্নতা থাকে। এইরূপ রচনার ভাষাও রচকের বাসস্থান ভেদে বিভিন্ন হয়। এ গ্রামের কবির সহিত ও গ্রামের কবির ভাষাগত পার্থক্য। কিন্তু দান্তে, চসর বা কৃত্তিবাসের মত কবির কাব্য লোকায়ত হইলে, তাহাই রচনার আদর্শ হইয়া উঠে। চলিত কথায়, রচনায়, কবিতায়, সর্ব্বত্র সেই আদর্শ অনুসৃত হয়। অনুকৃতের একতায় অনুকারীর একতা সাধিত হয়। এইরূপে ভাষার দেশগত, নগরগত, গ্রামগত ভেদ অন্তর্হিত হইয়া ভাষা একতান হইয়া উঠে। দান্তে ও চসরের লোকায়ত কাব্যের প্রভাবে ইংরাজী ও ইতালীয় ভাষার এইরূপ একতানতা সাধিত হইয়াছিল। আলোচনা করিলে দেখা যায়, কৃত্তিবাসের প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষার শৈশবেও ঐরূপ ঘটনা হয়।

এখন বোধ হয় বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের স্থান কতক বুঝা গেল।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রাচীন সাহিত্যালোচনার যে সকল প্রয়োজন উল্লিখিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণসম্বন্ধে তৎসমুদয়ের প্রয়োগ সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে। প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম উদ্দীপনায় যে আবেগ, যে সরলতা, স্বাভাবিকতা ও অকপট ভাবের উল্লেখ করিয়াছি, কৃত্তিবাসে সে সকল পূর্ণ মাত্রায় আছে। থাকিবারই কথা, কারণ কৃত্তিবাসের কালেই বাঙ্গালাসাহিত্যকাননে প্রথম বসন্তোদগম।

বাঙ্গালা সাহিত্যের যে বিকাশক্রম, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের যে ধারাবাহিক সম্বন্ধ, নূতনের পুরাতন হইতে যে বিবর্ত্তন, তাহা কৃত্তিবাসের আলোচনা ভিন্ন বুঝা যায় না। কৃত্তিবাসকে ছাড়িয়া দিলে জাতীয় সাহিত্যে একটি এমন প্রকাণ্ড অবকাশ রহিয়া যায়, যে মনে হয় যেন, আমাদিগের এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে একটা মন্বন্তরের ব্যবধান, একটা প্রলয়প্লাবনের ব্যবচ্ছেদ।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস—মাগধী হইতে আদ্য বাঙ্গালা, আদ্য বাঙ্গালা হইতে মধ্য বাঙ্গালা, মধ্য বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা,—ভাষার এই বিকাশপদ্ধতি কৃত্তিবাসী বাঙ্গালার আলোচনা না করিলে বুঝা যাইবে না। কৃত্তিবাসের ভাষা মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিদর্শন। সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ ঐ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। ঐ নিদর্শন সম্মুখে না রাখিয়া বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস রচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে হইলে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রকৃতি, প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে*। অন্যথা ব্যাকরণ, ভাষার স্বরূপজ্ঞানে সহায় না হইয়া অকিঞ্চিৎকর বাগাড়ম্বর মাত্র হইবে।

প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধান সঙ্কলনের জন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের আলোচনা অত্যাবশ্যক। কৃত্তিবাসে এমন অনেক শব্দ আছে, অনেক শব্দের এরূপ অর্থে ব্যবহার আছে, যাহা এখন প্রচলিত নাই †; অনেক শব্দের এরূপ আকার প্রদর্শিত আছে, যাহা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। 'মারে' সাহেব যে প্রণালীতে ইংরাজি অভিধান সঙ্কলন করিতেছেন, বাঙ্গালায় সে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইলে, পদে পদে কৃত্তিবাসী রামায়ণের শরণ লইতে হইবে।

ইংরাজি ভাব ও ভাষার অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অংশে উন্নতি সাধিত হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাতীয় সাহিত্যের স্থানে স্থানে এরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে যে, অনেক সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যকে চিনিতে পারা যায় না। এইরূপে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের সংযোগতন্তু বিচ্ছিন্ন হইতেছে। আশা করা যায় যে, কৃত্তিবাসের খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা ও ভাবের আলোচনায় জাতীয় সাহিত্যের উক্ত বিকৃতি অনেকাংশে বিদূরিত হইতে পারে।

সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা, তদানীন্তন বাঙ্গালীর সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক জীবন, তখনকার আচার বিচার, রীতি নীতি, প্রণালী পদ্ধতি জানিবার জন্য কৃত্তিবাসের আলোচনা করা চাই। (মানুষ যেখানেই থাকুক, তাহার ছায়া সঙ্গে সঙ্গে যায়। কৃত্তিবাস যদিও বাল্মীকিপ্রদর্শিত রামচরিত্র আঁকিয়াছেন, তথাপি বর্ণপাতের উপর তাৎকালিক জাতীয় জীবনের ছায়া সে রঙে অবশ্যই মিশিয়াছে। অতএব কৃত্তিবাসী রামায়ণের আলোচনা করিলে সে সময়ের জাতীয় জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানিবার সম্ভাবনা।)

এই সকল কারণে কৃত্তিবাসের আলোচনা বিশেষ ফলপ্রদ। এবং ফলপ্রদ বলিয়াই সে আলোচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য খাঁটি রামায়ণ পাওয়া চাই—যে রামায়ণে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, অপপাঠের বাহুল্য, অঙ্গবৈকল্য এবং অবয়বহানির সংস্পর্শ নাই, এরূপ খাঁটি রামায়ণ চাই। অন্যথা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। অধুনা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া যে সকল গ্রন্থ আমরা নির্ব্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিতেছি, ইহাই

---

* যুক্তি, যুঙ্কে, থেদাড়িল বাপে, আছুক, উহার, তার তবে বলি।

† মেলানি, ভেঁড়ু, কাচে, আগজ, বড়, লোহ, চাপ, বাটী, ধকড়া, নির্ঘাস, নিবড়, আউদড়, বিভা, গবর, দিঙ, জোখা, কেনি, কোঙর, নেহালে, চড়া, বলি, উভরোল, ঝুক, বাহুড়িল।

কি সেই বিশুদ্ধ খাঁটি রামায়ণ? যাহারা এ বিষয়ের কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে বলিবেন—কখনই না। প্রথম, মুদ্রিত পুস্তকের আলোচনা করা যাক। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন যন্ত্রে প্রথমবার রামায়ণ মুদ্রিত হয়। ঐ সংস্করণ এখন অতীব দুর্লভ হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্কৃতপুস্তকরক্ষক শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ আমাকে লিখিয়াছেন, যে সোসাইটির পুস্তকাগারে ঐ সংস্করণের অসম্পূর্ণ গ্রন্থ (শেষ চারি কাণ্ড) একখানি মাত্র রক্ষিত আছে। ১২৮৭ সালে গুপ্তপ্রেস হইতে, ১৮০৩ খৃঃ অব্দের উক্ত সংস্করণ অবলম্বনে এক সচিত্র রামায়ণ প্রকাশিত হয়। এই রামায়ণে শ্রীরামপুরের রামায়ণের ধৃত পাঠ অবিকল অনুসৃত হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধির সংশোধন করা হইয়াছে। ১৮০৩ সালের মুদ্রিত পুস্তক অবশ্য সেই সময়ের পুঁথির আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব ঐ রামায়ণে আমরা তদানীন্তন পুঁথির অংশে প্রতিরূপ দেখিতে পাই।

শ্রীরামপুর প্রেস হইতে রামায়ণ প্রচারের পর বটতলায় রামায়ণপ্রকাশ আরম্ভ হয়। বটতলাপ্রসূত প্রথম সংস্করণের রামায়ণ আমার নেত্রপথে কখন পতিত হয় নাই। যদি কাহারও হইয়া থাকে, আমায় জানাইলে বাধিত হইব। কালক্রমে বটতলার শ্রীবৃদ্ধির সহিত মধ্যম, অধম, অধমাধম অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশককর্ত্তৃক প্রচারিত চারিখানি বটতলার রামায়ণ মিল করিয়া দেখি। দেখিলাম, সকল গুলিই এক আদর্শের অনুযায়ী। সে আদর্শ ১৮০৩ সালে মুদ্রিত রামায়ণের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সংস্কৃতের প্রলেপময় ও আধুনিকতার আবরণে সমাচ্ছন্ন। কোন্ আদর্শ কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণের অনুযায়ী?

সুখের বিষয়, এখনও অনুসন্ধান করিলে রামায়ণের হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এরূপ কয়েক খানি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুঁথি একত্র করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন দুই খানি সম্পূর্ণ ও এক খানি অসম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। আমার কাছে এরূপ তিন খানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, আরও হইবার আশা আছে। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট একখানি অতি জীর্ণ কৃত্তিবাসী পুঁথি আছে; উহার বয়ঃক্রম প্রায় চারি শত বৎসর। এ পুঁথির কত মূল্য, তাহা কেবল সাহিত্যানুরাগীই অনুভব করিতে পারেন।

প্রাচীন পুঁথি এবং শ্রীরামপুরের রামায়ণের সহিত বটতলার রামায়ণ মিলাইলে দেখা যায় যে, অপ্রচলিত ও গ্রাম্যশব্দবহুল কৃত্তিবাসী ভাষা বটতলায় নবীন আবরণে আচ্ছন্ন এবং সংস্কৃতের প্রলেপময় হইয়াছে। আর প্রাচীনকাব্যসুলভ অন্ত্য স্বরের অমিল, অক্ষরের ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি অন্তর্হিত হইয়া আধুনিক একটানা সুমিল চৌদ্দ অক্ষর পয়ারে পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর অপপাঠের সংমিশ্রণ, অঙ্গবৈকল্য এবং অবয়বহানির যে কত বাহুল্য, তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক

প্রাচীন পুঁথির আলোচনা করিয়া বটতলার মহাভারত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, রামায়ণ সম্বন্ধেও ঠিক সেই সকল কথা বলা যায়। প্রফুল্ল বাবুর কথাগুলি এই :—

"গ্রন্থগত দুর্দ্দশার কথা আর বেশী করিয়া বলিব কি? * * বটতলার ছাপার গুণে কোথাও কেতাবের দুই পাত, কোথাও দশ পাত, কোথাও বা অন্তর্নিহিত উপাখ্যান বিশেষ, প্রায়ই প্রায় সর্ব্বদাই তু বাদ পড়িয়া থাকে এবং বটতলার ছাপাখানা ভেদে পুস্তকের ভাষা এত বিভিন্ন ও বিবিধ যে, কোন দুই ছাপাখানায় কেতাবের সহ এক মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। * * কোথাও পংক্তি, কোথাও দশ পংক্তি, কোথাও পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা এবং কোথাও বা দুই দশ পৃষ্ঠা, কোন কোন স্থানে পুস্তকের বিষয়কে বিষয় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতঃ পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে। * * ঐ রূপ কত স্থানে যে কত উঠান হইয়াছে ও কত স্থানে কত যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। * * মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, (১) আসল গ্রন্থে যাহা আছে, তাহার বহু স্থান ব[illegible] ছাপার কেতাবে একবারেই নাই ; উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (২) আসল গ্রন্থের অনেক স্থান বটতলার কেতাবে একবারেই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, এমন কি, উভয়ের মধ্যে তিলমাত্রও সাদৃশ্য দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। (৩) তদ্ভিন্ন মাঝে মাঝে দুই পংক্তি বা চারি পংক্তির পরিবর্ত্তন বা নূতন সংযোজন, এ সকল বটতলার ছাপার কেতাবে যে কত, তাহার আর সংখ্যা নাই। (৪) তাহার পর সমস্ত গ্রন্থের মধ্যেই এমন কোন এক পংক্তি অতি বিরল, যাহাতে কিছু না কিছু রূপান্তর না ঘটনা হইয়াছে।"

প্রফুল্ল বাবু কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও বহু আলোচনার পর এই কথা লিখিয়াছেন, "বরং কাশীরামের মহাভারতে দুই একটা কাশীরামের নিজ লেখনীপ্রসূত শব্দ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃত্তিবাসে তাহাও নাই। এখন বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

আর শ্রীরামপুরের রামায়ণের সহিত পুঁথির এবং এক পুঁথির সহিত অন্য পুঁথির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, যথাসম্ভব পাঠান্তর, অপপাঠ এবং প্রক্ষিপ্তের সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক পুঁথি মিলাইলেও দেখা যায় যে, প্রাচীন পুঁথিতে যাহা নাই, এরূপ দুই দশ পংক্তি, দুই চারিটি পরিচ্ছেদ বা দুই একটি ঘটনা বা উপাখ্যান আধুনিক পুঁথিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠান্তরও নানারূপ হইয়াছে। পংক্তি, বাক্য, বাক্যাংশ ও পদের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কোন এক পুঁথিতে কোন পংক্তি, বাক্য, বাক্যাংশ বা পদের সন্নিবেশ যে স্থানে যেরূপ আছে, তৎসমুদয় অন্য পুঁথিতে অন্য স্থানে সন্নিবেশিত বা অন্যরূপ হইয়াছে। ইহার উপর একপদেরও অক্ষরবিন্যাস পুঁথিভেদে স্থানে স্থানে ভিন্নরূপ হইয়াছে। ঐরূপ ছন্দের, মিলের এবং যতির বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। আর অপপাঠেরও অভাব নাই। কোন পুঁথির সার্থক বাক্য, বাক্যাংশ বা পদ অন্য পুঁথির নিরর্থক বা অনর্থক বাক্য, বাক্যাংশ বা

পদে পরিণত হইয়াছে। কোন পুঁথির বিশুদ্ধ অক্ষরযোজনা বা ছন্দোবন্ধ অন্য পুঁথিতে অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর কিংবা অযথা বা অশুদ্ধাক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে অপপাঠের সন্নিবেশ ঘটিয়াছে।

কেন এরূপ হইল? কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণে কেন এরূপ আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ, অপপাঠের বাহুল্য, অঙ্গবৈকল্য এবং অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিল? কথাটার একটু আলোচনা করা উচিত। কালের পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রমে আলোচনা করিলে কিছু কিছু বিশদ হইবার সম্ভাবনা। প্রথম পাঠান্তর ও অপপাঠের কথা ধরুন। সকলেই জানেন, এক শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ব্বকালে পাঠক, কবির কাব্য লেখক দ্বারা লিখাইয়া পাঠ করিতেন। পুঁথির অল্প বিস্তর প্রচলন ছিল; কিন্তু এখনকার মত মুদ্রিত গ্রন্থ আদৌ ছিল না। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিলে পুঁথিতে পুঁথিতে উহার প্রচার হয়। যত পাঠক, প্রায় ততই পুঁথি, অন্ততঃ প্রতি কাব্যামোদীর গৃহে এক এক খানি পুঁথি। এইরূপে নকলের নকল প্রচলিত হয়। ইহার কি ফল, সকলেই অবগত আছেন। নকল, নকলের নকল, তাহার নকলে আসল গ্রন্থের অপপাঠ অবশ্যম্ভাবী *। পুঁথিলেখক মহাশয়েরা যদি কদর্য্যভাবে নকল করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তবে অনেকটা রক্ষা হইত। কিন্তু মসীপাত্রে লেখনী ডুবাইলে কবিভাব আসিয়া পড়ে। কোথাও মূল গ্রন্থের অর্থ না বুঝিয়া এক বাক্য, বাক্যাংশ বা পদের পরিবর্ত্তে অন্য বাক্য, বাক্যাংশ বা পদ লিখিয়া গ্রন্থের অশুদ্ধিসংশোধন করেন। কোথায়ও বা কবিভাবের উৎকটতায় বশবর্ত্তী হইয়া, রচিয়া দুই ছত্র বসাইয়া দেন। এইরূপে পাঠান্তরের সৃষ্টি হয়। এই জন্য রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থের এত বিভিন্ন পাঠ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্ত অংশের সমাবেশের আর এক সুবিধা ছিল। অনেকেই জানেন, এদেশে রামায়ণ গানের প্রথা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। গায়নের রামায়ণ অনেক স্থলে পুঁথিতে লিখিত থাকিত না, স্মৃতিতে অঙ্কিত থাকিত। এইরূপে পাঠান্তর ও প্রক্ষিপ্তাংশসমাবেশের সুবিধা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদ

---

* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একস্থলে লিখিয়াছেন—They (copies) have undergone the usual corruptions which a long course of copying and recopying under different circumstances renders inevitable.—Preface to Vayu Purana.

স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু স্বরচিত বৈদিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—You are, no doubt, aware how largely unwritten texts are liable to variations and interpolations. Even written literature when not printed is not free from the dangers which arise from ignorance and carelessness of copyists and the mischievous interference of interpolators.—Calcutta University Magazine, April, 1894.

লিখিত না হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত; সেই জন্য সামবেদের শতাধিক শাখা, যজুর্ব্বেদের সহস্র শাখার উৎপত্তি হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও ঐরূপে পাঠান্তর এবং প্রক্ষিপ্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই লেখকাপুর হস্তকণ্ডূতি বড় ভয়ঙ্কর। ইহা হইতেই প্রক্ষিপ্তের উৎপাতের আবির্ভাব। ইহার কাছে কোন প্রাচীন কবিরই ক্ষমা নাই। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কাশীরাম, কোন্ কবির গ্রন্থ প্রক্ষিপ্তসমাবেশশূন্য? লেখকাপুর আশঙ্কা (এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলকও বলা যায় না) যে, তাঁহার নামে গ্রন্থ প্রচারিত হইলে উহা কেহ পড়িবে না। এই জন্য তিনি লোকসমাজে সমাদৃত সুকবির রচনার মধ্যে আপন রচনা ডুবাইয়া রাখেন। কীটাণু যেমন ফুলের অভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিয়া ফুলের সাহচর্য্যফলে দেবতার অঙ্গে স্থান লাভ করে; লেখকাপুও সেইরূপ সুকবির কাব্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কাব্যামোদীর নিকট আদর প্রাপ্ত হয়েন। আর যদি স্বীয় রচনা গ্রন্থান্তরে প্রক্ষেপ করিতেই হয়, তবে বাঙ্গালী লেখকাপুর পক্ষে রামায়ণের মত লোকায়ত গ্রন্থের লোভ সংবরণ করা বড়ই কঠিন। ফলে, তাঁহারা এই লোভসংবরণ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্তের এত উৎপাত।

উপরে যে অপপাঠের বাহুল্য, পাঠান্তরের সমাবেশ এবং প্রক্ষিপ্তের উৎপাতের কথা বলা হইল, তাহা কেবল কৃত্তিবাসী পুঁথির অসাধারণ দুর্ভাগ্য নহে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব্বে সকল গ্রন্থেরই ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত। কিন্তু ইহার পর যে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির আলোচনা করিতেছি, তাহা অল্প কবিরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কৃত্তিবাসের অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই কলিকাতা মহানগরীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামে এক মহাত্মার আবির্ভাব হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কিছু কবিত্বশক্তিও ছিল। এই শক্তিই কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিহরণের সহায় হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল— "কৃত্তিবাসের রচনা বড় গ্রাম্য শব্দে দুষ্ট, বড়ই অশুদ্ধ, ভাবের অনেক স্থানে অসংলগ্নতা রহিয়াছে"। এই ধারণার বশে আর বটতলানিবাসিনী দুষ্টা সরস্বতীর প্ররোচনায় জয়গোপাল সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপ্রচলিত ও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের সংস্কার করেন।

সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসী পয়ারের অক্ষরের ন্যূনাধিক্য, অযথা মাত্রা এবং অন্ত্যাক্ষরের অমিল সংশোধিত হয়। এই সংস্কার ও সংশোধনের ফলে, "কোথাও দুই পংক্তি, কোথাও দশ পংক্তি, কোথাও পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা, কোথাও দুই দশ পৃষ্ঠা, এবং কোন কোন স্থানে পুস্তকের বিষয়কে বিষয় পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে।" আর পরিবর্ত্তনের কথা কি বলিব। এমন কোন এক পদ প্রায় নাই, যাহাতে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হইবে। এইরূপে সংশোধিত রামায়ণ প্রকাশিত হয়; সংস্কৃতের প্রলেপময়, আধুনিকতার

আবরণাচ্ছন্ন রামায়ণের এইরূপ প্রচার হইতে থাকে। বটতলার কৃপায় এখন এই রামায়ণই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত টুকু মৌলিকত্ব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরও অবশিষ্ট ছিল, বটতলার প্রকাশক মহোদয়দিগের কৃপায় সে টুকুরও অন্তর্ধান হয়। মুদ্রাযন্ত্রের কবলিত হওয়ার এত মহিমা।

'বটতলার ছাপার গুণে কোথাও কেতাবের দুই পংক্তি, কোথাও দশ পাত, কোথাও বা অন্তর্নিহিত উপাখ্যান বিশেষ, সমস্তই প্রায় সর্ব্বদাই ত বাদ পড়িয়াছে (যত বাদ দেওয়া যায়, ততই গ্রন্থের কলেবর ও সেই সঙ্গে মূল্যের লাঘব) এবং বটতলার ছাপাখানা ভেদে পুনঃ বাদের ভাগ এত বিভিন্ন ও বিবিধ যে কোন দুই ছাপাখানার কেতাবের সহ এক মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে মুদ্রাকরের প্রমাদ, অনবধান, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রকাশকের স্থূলভূতা বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে কি পরিমাণে অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।'

এখন বোধ হয় বুঝা গেল, কেন কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ, অপপাঠের বাহুল্য, অঙ্গবৈকল্য এবং অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। ফলতঃ এখন আমরা বটতলার যে রামায়ণকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেছি, উহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

এখন উপায় কি? খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোথায় কিরূপে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়? প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় যে সকল শুভ ফল উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তির জন্য ত খাঁটি গ্রন্থ চাই। তাহা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

রোগের যখন নির্ণয় হইয়াছে, তখন ঔষধপ্রয়োগ তত দুঃসাধ্য হইবে না। যে বটতলার অত্যাচার হইতে প্রধানতঃ অপপাঠ, অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির উৎপত্তি হইয়াছে, সে অত্যাচারের প্রতীকার করা চাই। সেই সঙ্গে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লেখনীর মহিমায় সংস্কৃতের প্রলেপ, আধুনিকতার আবরণ প্রভৃতি যে অনাচার ঘটিয়াছে, তাহারও উপায় করিতে হইবে। এরূপ করা তত কঠিন ব্যাপার নহে। বটতলার অত্যাচারের উৎপত্তি ৭০।৮০ বৎসর মাত্র হইয়াছে। ৫০ বৎসর মাত্র হইল, তর্কালঙ্কার মহাশয় কৃত্তিবাসের উপর আপনার কীর্ত্তি-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন।

সুখের বিষয়, এখনও শত বৎসরের পুরাতন কৃত্তিবাসী পুঁথি অনেক পাওয়া যায়। ঐ সকল পুঁথির পাঠের সহিত জয়গোপালের কারিগরি ও বটতলার মুদ্রাকবির তুলনা করিলে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, অপপাঠের বাহুল্য এবং অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির সংশোধন দুঃসাধ্য হইবে না। তাহার পর পুঁথিলেখকের আলস্যে অনবধানতায়, বুদ্ধিহীনতা বা স্বেচ্ছাচারে যে অপপাঠ ও পাঠান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে

তাহারও প্রতিবিধান্ করা চাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত কয়েকখানি পুঁথি মিলাইলে অপপাঠের প্রতীকার সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু নিঃসংশয়রূপে পাঠান্তরের মীমাংসা করা সকল স্থলে সম্ভবপর নহে। আয়াস ও অধ্যবসায়ের সহিত অনেক গুলি পুঁথি মিলাইয়া দেখিলে এ বিষয়ে যে কতক পরিমাণে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষে অমীমাংসিত পাঠান্তরও স্থানে স্থানে স্বীকার করিতে হইবে। সকল প্রাচীন কাব্যেই এরূপ করিতে হইয়াছে ; ব্যাস, বাল্মীকি, হোমর, কালিদাস, দান্তে, সেক্সপীয়র—কোন্ কবির কাব্যে পাঠান্তর স্বীকার করিতে হয় নাই ? কৃত্তিবাসী রামায়ণের পক্ষে এইরূপ হওয়ায় কিছু বিচিত্র হইবে না।

শেষে লেখকানুর হস্তকণ্ডূতি, যাহা হইতে প্রক্ষিপ্তের উৎপাত,—তাহার সবিশেষ প্রতিবিধান করিতে হইবে। এই প্রতিবিধান অতি দুরূহ ব্রত, কিন্তু একবারেই অসাধ্য ভাবিবার কোন কারণ নাই।

সকল কবির রচনার একটা তান, একটা বিশেষত্ব আছে। সে তান সেই কবিরই,অন্য কবির নহে। যেমন হস্তাক্ষর ; আপনি যতই লিখুন, যেমন লিখুন--লেখার ছাঁচ একই থাকিবে ; সে ছাঁচ আপনার ভিন্ন অন্য কাহারও নহে। যদি আপনার অনেক লিপিপত্রাদি দেখিয়া থাকি, আপনার হস্তাক্ষরে যদি আমার অভিজ্ঞতা হইয়া থাকে, তবে একশত লোকের হস্তাক্ষরের মধ্যে আপনার হস্তাক্ষর চিনিয়া লইতে পারিব। রচনা সম্বন্ধেও এই-রূপ, যদি কোন কবির রচনার অনেক আলোচনা করা যায়, যদি সেই রচনার সহিত আমার সবিশেষ পরিচয় হইয়া থাকে, এক কথায় যদি সে রচনায় আমার অভিজ্ঞতা থাকে ; তবে অবশ্যই শত কবির রচনার মধ্য হইতে সেই রচনা বাছিয়া লইতে পারিব।

বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কাব্যের যে অপরিণত অবস্থায় কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন, তাহার ছায়া অবশ্যই কবির কাব্যে সুপ্রকাশ আছে। গ্রাম্য শব্দ ও ভাব, ছন্দের অসামঞ্জস্য এবং ব্যাকরণের প্রত্যয়াদির ভিন্নতা—এ সকল লক্ষণ কৃত্তিবাসের রচনায় প্রস্ফুট আছে। পরবর্ত্তী প্রক্ষেপকারীর রচনা ঐ সকল লক্ষণবিরহিত ; অত-এব কৃত্তিবাসের রচনা হইতে বিভিন্ন। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—"আন আউদড় আগল" ; প্রক্ষেপকারী লিখেন,—"অস্ত আলু থালু পুতুলী"। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—"কান্দিতে কান্দিতে রামের ফুলিল দুই আঁখি" ; প্রক্ষেপকারী লিখেন—"বারি ঝরে কমললোচনে।" কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—"সাগরের পার সীতা রহেন অশোকবনে। ধাইয়া ঘরে আইলা রাম হাতে ধনুক বাণে॥" প্রক্ষেপকারী লিখেন "সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তা-মণি। সীতা বিনা যেন আমি মণি হারা ফণি॥" কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—"সীতা সম-র্পিনু ভাই তোমার তরে" ; প্রক্ষেপকারী লিখেন—"সীতা সমর্পিনু তোমারে" ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রক্ষিপ্ত ভাগ এইরূপে ধরা যাইতে পারে ; কিন্তু ঐ সকল লক্ষণের সাহায্যে প্রাচীন প্রক্ষেপকারীর লিপিচাতুরী ধরা যাইবে না। উহার সম্বন্ধে

অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রক্ষেপকারীর উৎপত্তি অনেক যুগ হইতে, সে উপায় বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিত্রে বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

"সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মৌলিক অংশগুলির রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে তাহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গত লক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।"

কৃত্তিবাস সুকবি; তাঁহার রচনার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রক্ষেপকারী কুকবি; তাহার রচনায় সে সকল লক্ষণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেই লক্ষণের অভাবই প্রক্ষিপ্ত নির্ব্বাচনের প্রথম উপায়।

"যাহা পরস্পর বিরোধী তাহার মধ্যে একটী অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে, কোন ঘটনা দুইবার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটী বিবরণ ভিন্ন প্রকার বা পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটী প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত।"

"শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।"

এই দুই সূত্রের যথাযথ প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্তের সুনির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। অবশ্য প্রক্ষিপ্তনির্ব্বাচন অনেক আয়াস ও অধ্যবসায়সাধ্য; সেই জন্যই ইহাকে দুরূহ ব্রত বলিয়াছি; কিন্তু অসাধ্য নহে,—কষ্টসাধ্য। অতএব কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণের উদ্ধার করিবার সময় এখনও যায় নাই। এখনও সংহত উদ্যম, শ্রম, আয়াস ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে রামায়ণের বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উৎকৃষ্ট বিবেকযুক্ত সংস্করণ প্রচারিত হইতে পারে। কিন্তু আর কয়েক বৎসর পরে এরূপ করা এক প্রকার অসাধ্য হইবে। এখনই পুঁথি পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। যে কয়খানি পুঁথি এখনও অনাদরের অত্যাচার সহিয়া পুরাণ কাগজরাশির মধ্যে অযত্নে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহাও আর কতিপয় বৎসর পরে হয় আর্দ্রতার আক্রমণে বিনষ্ট হইবে, অথবা কেতাবকীটের বিশোদরে বিলুপ্ত হইবে কিংবা অগ্নিসন্ধুক্ষণরূপ মহাপ্রয়োজনে নিয়োজিত হইবে। তখন বাঙ্গালার কবি-গুরু অমর কৃত্তিবাসের অতুল কীর্ত্তি সেই অমৃতময় রামায়ণ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। আর তাহার স্থানে এক বিকৃত, বিক্ষিপ্ত, বিকলাঙ্গ, অপপাঠবহুল, প্রক্ষেপের উৎপাতগ্রস্ত, সংস্কৃতের প্রলেপময়, আধুনিকতার আবরণাচ্ছন্ন গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া প্রচারিত হইবে। কোন্ সহৃদয় বাঙ্গালী উদাসীনভাবে এই দৃশ্য দেখিবেন?

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পরিশিষ্ট।

বটতলার রামায়ণ।

মহারাজ দশরথ জন্ম সূর্য্যবংশে।
সর্ব্বগুণেশ্বর রাজা সকলে প্রশংসে॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সবার উপর।
বিবাহ না হয় বয়ঃ ত্রিংশৎ বৎসর॥
দৈবের ঘটনে রাজার হইল নির্ব্বন্ধ।
হেন কালে ঘটে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধ॥
কোশলের রাজা সে কোশল দণ্ডধর।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে তাঁর ঘর॥
কৌশল্যার রূপ রাজা দেখিয়া মূর্চ্ছিত।
কারে কন্যা দিব বলি রাজা সুচিন্তিত॥
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে কহিল সত্বর।
দশরথে আনিবারে যাহ দ্বিজবর॥
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।
কৌশল্যা নামেতে কন্যা সমর্পিব তাঁরে॥
তাঁহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি।
দশরথে দিয়া কন্যা হইব যে সুখী॥
সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।
শীঘ্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যা নগর॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম।
আশিস্ করিয়া কহে আপনার নাম॥
কোশল দেশেতে ঘর রাজপুরোহিত।
তোমারে লইতে রাজা আমি নিয়োজিত॥
পরমা সুন্দরী কন্যা আছে তাঁর ঘরে।
কৌশল্যা নামেতে তাঁকে দিবেন তোমারে॥

ইত্যাদি।

৯০ বৎসরের পুঁথি।

দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যকুলে।
অস্ত্রে শাস্ত্রে প্রবীণ রাজা ধর্ম্মে রাজ্য পালে॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে।
বাহুবলে শাসে রাজা সব নৃপবরে॥
দৈবের কারণে রাজার ঘটিল নির্ব্বন্ধ।
যেন মতে রঘুনাথের জন্ম অনুবন্ধ॥
কোশল দেশের রাজা কোশল নাম ধরে।
ধার্ম্মিক রাজা সে, ধর্ম্মে রাজ্য করে।
কৌশল্যা নামে কন্যা তার পরম সুন্দরী।
কারে কন্যা বিবাহ দিব অনুমান করি॥
মনে মনে চিন্তে রাজা যুক্তি অনুমানি।
প্রধান পুরোহিত রাজা ডাক দিয়া আনি॥
আমার সম্বাদে যাহ তাহার গোচরে।
কৌশল্যা নামে কন্যা ভরে বিভা দিব তাঁরে॥
তাঁহা বিনা কৌশল্যার বর নাহি দেখি।
তাঁরে কন্যা বিবাহ দিলে আমি হৈ সুখী॥
চলিল ব্রাহ্মণ পরম হরিষে।
উত্তরিল গিয়া দ্বিজ অযোধ্যার দেশে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করি বলে আপনার নাম॥
কোশল দেশে ঘর মোর কোশল পুরোহিত।
তোমা নিতে রাজা মোরে পাঠাইল ত্বরিত॥
কৌশল্যা নামে কন্যা তাঁর পরমসুন্দরী।
রূপে বেশে কন্যা যেন স্বর্গবিদ্যাধরী॥

ইত্যাদি।

বটতলার রামায়ণ।

পড়িলেক শ্রীরামের চরণ কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তারে লইলেন কোলে॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন॥

৯০ বৎসরের পুঁথি।

গোসাঞি ২ বলি ভরত রামের পায়ে ধরে।
ভাই ভাই বলি রাম ভরতে কোলে করে॥
ভরত বলে দাদা জাতি আমার মা বাবার বচনে
আর [illegible] রাজ্য ছাড়ি আইলা কি কারণে॥

বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে॥
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়।
বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায়॥
থাকুক সে সব কথা শুনিব সকল।
বলহ ভরত আগে পিতার কুশল॥
বশিষ্ঠ কহেন রাম না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন পিতা মহাশয়॥
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়॥
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ সঙ্গে রাজ্য করহ তথায়॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে॥

ইত্যাদি।

আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম [illegible] দোষে।
এখন বাহুড়িয়া গোসাঞি চল নিজ দেশে॥
রাম বলে ভরত তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিমাতার দোষ নাই মোর কপালের লিখিত॥
বিমাতার তরে দোষ দেহ অকারণ।
বনবাস করিব আমার কপাললিখন॥
ঝাট বাপের কথা তুমি কহোহ কুশল।
রাজ্যশূন্য করিয়া আয়িলে বাপ একেশ্বর রইল॥
বশিষ্ঠ কহেন রাম কহিতে বাসি ভয়।
স্বর্গবাসে গেলা বুড়া রাজা মহাশয়॥
বশিষ্ঠ বলেন রঘুনাথ শুন মহাশয়।
ভরতের তরে এখন কোন যুক্তি হয়॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই প্রাণের সমান রাখি।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
ভরত লইয়া বশিষ্ঠ তোমরা সত্বর ত চল।
যাবৎ নাহি হয় রাজ্যের অমঙ্গল॥
রাজ্য শূন্য করিয়া তোমরা আসিয়াছ সব পুরী।
ভাঙ্গিল বাপের রাজ্য অযোধ্যা নগরী॥

ইত্যাদি।

বটতলার রামায়ণ।

মধুপানে রাবণ হইল কামাতুর।
বলে চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তর।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবর॥
দুই হাতে দুই স্তন ঢাকিল জানকী।
লাবণ্য ঢাকিতে পারে কিবা হেন শক্তি॥
রাবণ বলিল সীতা কারে তব ভয়।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
হইয়া আমার ভার্য্যা থাক নানা সুখে॥
রামের অতান্ন ধন অতান্ন জীবন।
শোকে তোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ॥
মোর বাণে সুমেরু নাহি ধরে টান।
মনুষ্য সে রাম তারে কত বড় জ্ঞান॥

৭৫ বৎসরের পুঁথি।

বসি আছেন মা জানকী ঘরের ভিতর।
এমন কালে উপনীত হইল লঙ্কেশ্বর॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিছেন ডরে।
মলিন বস্ত্রেতে ঢাকিছেন সকল শরীরে॥
দুই হস্ত দিয়া অঙ্গ ঢাকিছে জানকী।
লজ্জাতে আপন অঙ্গ চৈতে চান লুকি॥
বিচিত্র আসনে বসিলা লঙ্কেশ্বর।
আমারে দেখিয়া সীতা কেন কর ডর॥
আমারে দেখিয়া কেন ভয় কেন ত্রাস।
করিব পাটেশ্বরী মোর বামে বস॥
আমার লঙ্কাতে আছে দশ হাজার নারী।
সকলের উপরে করিব পাটেশ্বরী॥
তোমার পিতা জনকে দিব অর্দ্ধেক দেশ।
রাজ আভরণে তোমার করে দিব বেশ॥

দেবতা দানব যক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব।
যুদ্ধে করিলাম চূর সবাকার গর্ব্ব॥
কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা।
সর্ব্বলোকে তোমারে ত কে বলে পণ্ডিতা॥
তোমার সেবক আমি তুমিত ঈশ্বরী।
তোমার চরণে লয়ে যাই অন্তঃপুরী॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে।
কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে২॥
রাবণেরে পাছু করি বৈদে ক্রোধমনে।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে।
ইত্যাদি।

হরি হর পরাভব আমার সমরে।
জটাধারী রাম মোর কি করিতে পারে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর যতেক অপ্সরা।
আমার আজ্ঞায় কার্য্য করে দেবতারা॥
তপস্যায় ত্রিভুবন করিয়াছি বশ।
মনে নাহি কর আমি দুরন্ত রাক্ষস॥
অগ্নিতে ঘৃত দিলে অধিক সে জ্বলে।
কোপে কম্পবান মা রাবণেরে দেখে।
রাবণ পাছু করি বৈসে আপনার মনে।
আপন ইচ্ছায় বলে কথা রাবণ রাজা শুনে॥
ইত্যাদি।

বটতলার রামায়ণ।

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছট ফট।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে॥
রক্ত নেত্র শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড় মড় করে দেয় গালাগালি॥
নিবেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
কারলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে রাম এ কোন বিধান॥
শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী।
ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চনখী॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির॥
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন।
মৃগ নহি শাখামৃগে কোন প্রয়োজন॥
নির্দ্দোষী বানর আমি আর কোন কার্য্যে।
এই হেতু অধিকার না পাইবে রাজ্যে॥
কোন দেশ লুটাইয়া দিলাম কারে ক্লেশ।
কোন দোষে করিলে আমার আয়ুঃশেষ॥
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে॥
ইত্যাদি।

গুপ্তপ্রেস রামায়ণ।

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছট ফট।
ধাইয়া রঘুনাথ গেলেন বালির নিকট॥
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম বালি রাজার পাশে॥
পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
হেন চণ্ডালে বিশ্বাস গেলাম ধার্ম্মিক জ্ঞানে॥
রাজকুলে জন্মিয়া রাম ধর্ম্ম নাহি শিক্ষি।
পঞ্চনখীর ভিতর আমি নহি পঞ্চনখী॥
শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম আর শল্লকী গোধা।
এই পঞ্চনখী মারিতে কিছু নাহি বাধা॥
নর বানর আর কিন্নর কুম্ভীর।
এই পঞ্চ নখী রাম ভক্ষ্যের বাহির॥
আমার চর্ম্মেতে তুমি না করিবে বৈসন।
আমার মাংস তুমি না করিবে ভক্ষণ॥
নির্দ্দোষ বানর আমি মারিলে কোন কার্য্যে।
তুমি হেন রাজা হইলে সুখ নাই রাজ্যে॥
কোন দেশ লুটিলাম পোড়াইলাম কোন দেশ।
কোন দোষে করিলে তুমি মোর পরমায়ুঃ শেষ॥
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক রাম তোমায় সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
ইত্যাদি।

বটতলার রামায়ণ (১৩০০ সাল)

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইলেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল রাম দেখেন সত্বরে॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলা পাড়া শ্রীরাম করেন কত মনে॥
বিপরীত ধ্বনি করিলেন নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে॥
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যে ছিল কপালে তাহা দিলেন বিধাতা॥
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিন মম রক্ষা কর সীতা॥
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী॥
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম হারা ধন॥

ইত্যাদি।

হস্তলিখিত পুঁথি (১২৩৮ সাল)

পড়িলেন বালি রাজা শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাক্যা তাহা তারা দেবী শুনে॥
বস্ত্র-না সম্বরে তারা ধায় আদুর কেশে।
অঙ্গদ লইয়া চলে স্বামীর উদ্দেশে॥
বানর সব পালাইয়া আমান্য আউ আসে॥
তারা দেবী বার্ত্তা পুছে করুণ ভাবে॥
রাজার পাত্র তোমরা সব রাজার সম্পত্তি।
হেন রাজাকে থুঞ পালাও থুইএ অখ্যাতি॥
বানর সব বলে মাতা শুনহ কাহিনী।
দুই ভাই যুদ্ধ যখন হলো হানাহানি॥

বটতলার রামায়ণ ([illegible] সাল)

এখানেতে রামচন্দ্র মৃগ লয়ে হাতে।
অতি ব্যস্ত হয়ে চলিলেন কুটীরেতে॥
দেখিলেন সম্মুখে ফেচক করে রব।
শিবে সনে শব টানে বামে অসম্ভব॥
উল্কাপাত কিনি মেঘে রক্ত বৃষ্টি হয়।
কত শত অমঙ্গল না হয় নির্ণয়॥
রামচক্ষু স্পন্দন-করে-পদ কম্পে ঘন।
অমঙ্গল দেখে ত্রাস কমললোচন॥
হেনকালে সম্মুখেতে দেখিলা লক্ষ্মণে।
দ্বিগুণ চিন্তিত রাম হইলেন মনে॥
কহ রে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ আমারে।
কি বুঝিয়া শূন্যঘরে রাখিয়া সীতারে।
জানি পুন আগমন কৈলে কি কারণ।
দেখে শুনে মন-প্রাণ হলো উচাটন॥
লক্ষ্মণ বলেন দাদা বলিয়ে এখন।
উচ্চৈঃস্বরে তুমি রব করিলে যখন।
শুনিয়া চিন্তিত হৈল জনকনন্দিনী।
আমারে আসিতে আজ্ঞা করিলেন আপনি॥
রাম বলেন শীঘ্র চল প্রাণের লক্ষ্মণ।
বুঝি কোন বিপদ ঘটিল এতক্ষণ॥
এত বলি দ্রুতগতি যান দুই জনে।
উপনীত হৈল গিয়া পঞ্চবটীর বনে॥

ইত্যাদি।

হস্তলিখিত পুঁথি (১২৩৭)

পড়িলেন বালি রাজা শ্রীরামের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকি তাহা তারা দেবী শুনে॥
বস্ত্র না সম্বরে তারা ধায় ঊর্দ্ধ কেশে।
অঙ্গদে লইয়া চলে স্বামীর উদ্দেশে॥
বানর সব লইয়া সাথার আগু আসে।
তারা দেবী বার্ত্তা পুছে করুণার ভাবে॥
রাজার পাত্র তোমরা সব রাজার সম্পত্তি।
হেন রাজা ফেলে পলায় থুয়্যা অখ্যাতি॥
বানর সব বলে মা শুন কাহিনী।
দুই ভাই সঙ্গে যখন হইল হানাহানি॥

বড় বড় গাছ ফেলে বড় ২ পাথর।
তারে তারে যুঝিতে সাজেছে রামের শর॥
রামরূপ যম আইল কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
অঙ্গদে লইয়া তুমি না হয় বাহিরে॥
চারি দ্বারা চতুর্দ্দিকে রাখহ প্রহরী।
অঙ্গদ রাজা করে পাল কিষ্কিন্ধ্যা পুরী॥
অন্য রাজা নহিবে অঙ্গদে করিব রাজা।
সবে মিলিয়া আমরা তোমার করিব পূজা॥
তারা বলে না চাই রাজ্য না চাই অঙ্গদ।
প্রাণনাথ গেল যদি কিসের সম্পদ॥
হিয়ে হানে চুল ছিড়ে ধেয়ে যায় রড়ে।
শোকেতে পাগলী অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে॥
গড়ের বাহির হয়ে চৌদিক নেহালে।
এক ভিতে আছেন রাম ধনুক ধরিয়া কোলে॥
ইত্যাদি।

বড় গাছ ফেলে বড় ২ পাথর।
তেয্যা যুঝিতে বেজেছে রামের শর॥
রামরূপী যম আইল কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
অঙ্গদকে লয়ে তুমি না হয় বাহিরে॥
চারি দ্বারে চতুর্দ্দিকে রাখহ সুন্দরী।
অঙ্গদ রাজা করে পাল কিষ্কিন্ধ্যাপুরী॥
তারা বলে না চাই রাজ্য না চাই অঙ্গদ।
প্রাণনাথ গেল যদি কিসের সম্পদ॥
হিয়া হানে চুল ছিড়ে ধেয়ে যায় রড়ে।
শোকেতে পাগল অঙ্গদ আছাড়িয়া পড়ে॥
রামের বামে লক্ষ্মণ হাতে গাণ্ডীবান।
হেট মাথায় বালি আছে করিয়া ধেয়ান॥
হেন বালি রামের বাণে লোটায় ধরণী।
অঙ্গদ পুত্র ফেলে বালি কোলে নিল তারামণি॥
ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

আমার মনের ভাব তোমাকে জানাইবার জন্য ভাষা, এবং এই উদ্দেশ্য যত সহজে যত অল্প শ্রমে ও যত সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, ততই ভাষার সার্থকতা। মানুষ একের মনোভাব ভাষার সাহায্যে অপরকে জানায়। এই জন্য মানুষের মধ্যে তড়িদ্-গতিতে জ্ঞানের প্রচার ও উন্নতি। ফলে জ্ঞানবিস্তার ও জ্ঞানোন্নতির এমন দ্বিতীয় সহায় আর নাই।

শব্দ লইয়া ভাষার শরীর ও ভাব লইয়া ভাষার জীবন, এ কথা বলিলে নিতান্ত ভুল হয় না। তবে ভাবের সহিত শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধটা বিধাতার বিধি-নির্দ্দিষ্ট কি না, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টায় সম্প্রতি কোন প্রয়োজন নাই, এবং সেই বিতণ্ডা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডপ্রবেশে লেখকের সম্প্রতি কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই। সর্ব্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলে, শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ মানুষেরই কল্পিত ও হাতগড়া, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শব্দ একটা সঙ্কেত মাত্র। পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া সঙ্কেতটা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক অর্থে প্রয়োগ করিলেই সংসারযাত্রা চলিয়া যায় ও ভাষার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

মানুষের মনে যে কিছু ভাবের উদয় হয় বা হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকের জন্য এক একটি পৃথক্ পৃথক্ সঙ্কেত থাকিলে বোধ করি, এক হিসাবে ভাষাকে সম্পূর্ণ ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মনের ভাবসংখ্যার সীমা নাই, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শব্দসঙ্কলনশক্তি বড় সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। শব্দ সঙ্কলনের শক্তি অসীম থাকিলেও মস্তিষ্কের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান দুষ্কর হইত। ফলে কয়েকটি মাত্র শব্দ বা সঙ্কেত লইয়া আমাদিগের অসংখ্য মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হয়। ভাষার এই প্রথম ও প্রধান অসম্পূর্ণতা। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতা পরিহারের উপায় দেখা যায় না।

তবে এই দোষ কথঞ্চিৎ পরিহারের জন্য নানাবিধ কৌশল ব্যবহৃত হয়। পাঁচটা ভাব একজাতীয় হইলে আমরা একটা শব্দকেই বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গাদি যোগে নানা উপায়ে গড়িয়া পিটিয়া নানাবিধ আকারে প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু এ সকল কৌশলেও কুলায় না। ভাবের সংখ্যা এতই অধিক, ও শব্দের সংখ্যা এতই কম।

অগত্যা বাধ্য হইয়া একটা শব্দ কখন কখন পাঁচটা অর্থে ব্যবহার করিতে হয়। অগত্যা বটে, তথাপি ইহা ভাষার নির্ধনতাসূচক। আবার একটা অর্থে কখন পাঁচটা শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা অবশ্য নির্ধনের ধনপ্রদর্শনের আড়ম্বর। এই আড়ম্বর না থাকিলে ভাষার বাহ্যসৌষ্ঠব, আকার, বসন, ভূষণ প্রভৃতির একটু হানি হইত, কিন্তু তাহার অস্থি মজ্জা মাংসপেশী সবল ও সমর্থ থাকিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সংসারে নির্ধনেও ধনের বড়াই করিতে যায়; ভাষাও অনেকস্থলে আসল জায়গায় ভাবপ্রকাশে অসমর্থ হইয়াও অনাবশ্যক স্থলে বাগাড়ম্বর বাচালতা প্রকাশ করিতে ছাড়ে না।

তবে জ্ঞানরাজ্যে ভূমিকর্ষণ করিতে গিয়া সেখানে কৃষিযন্ত্রের পারিপাট্য ও সৌষ্ঠব অপেক্ষা উহার কার্য্যকারিতার উপর অধিক পরিমাণে দৃষ্টি রাখিতে হয়। মৃত্তিকা সেখানে বড়ই দৃঢ়, এবং সেখানে এমন যন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে সেই শক্ত মাটি আঘাত মাত্র বিচূর্ণিত হয়। কবিতা ও বক্তৃতা হইতে একটু দূরে থাকিয়া যখন শুদ্ধ নিরেট জ্ঞানের বিস্তার ও বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করিতে হয়, তখন ভাষার সম্পূর্ণতার দিকেই বেশী দৃষ্টি রাখিতে হইবে; ভাষার অযথা সমৃদ্ধি প্রদর্শনের আবশ্যকতা থাকিবে না; অর্থাৎ ভাষার যাহা উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য যত পূর্ণভাবে সাধিত হয়, তাহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তোমার প্রতিবাসীকে যদি ঠকাইবার অভিপ্রায় না থাকে, যদি তাহাকে প্রকৃত সরল ভাবে কোন নূতন লব্ধ জ্ঞানের অধিকারী করিবার বাসনা থাকে, তবে হেঁয়ালির ছন্দে কথা কহিও না। দ্ব্যর্থ শ্লেষ ত্যাগ করিয়া স্পষ্ট ভাবে পরিষ্কার ভাষায় কথা কহিও।

জ্ঞানের ভাষা বা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি উচ্চারণ করিবে, তাহার যেন একটি নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, হেঁয়ালিবিহীন অর্থ থাকে। একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র। এই মূল সূত্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভাষা প্রণয়ন করিলে ভাষার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তাহার সাহায্যে জ্ঞানের বিস্তার— তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে। কোন গোলযোগ বা আপদ উপস্থিত হইবে না।

সে কালের লেখকদের মধ্যে,—বিশেষতঃ কবিগণের মধ্যে অনেকের দুই অর্থবিশিষ্ট বা বহু অর্থবিশিষ্ট বাক্য রচনা করিয়া ক্ষমতা জাহির করিবার বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা যায়। ইহাতে লেখকের পরাক্রমপ্রকাশ এবং পাঠকের নিগ্রহ ভিন্ন অন্য ফল বড় দেখা যায় না। রাঘবপাণ্ডবীয় লেখকে আমরা কুস্তিগির মল্লযুদ্ধব্যবসায়ী পালোয়ান মাত্র দেখিতে পাই, কিন্তু সে বীরত্বে জগৎ সংসারের বড় কিছু আসে যায় না।

সর্ব্বদা লেখকের দোষ দেওয়া যায় না। অনেক সময় পাঠকের হস্তে লেখককে নিপীড়িত হইতে হয়। ভাগবত-ব্যাখ্যাতা কোন শ্লোকের বত্রিশ রকম ব্যাখ্যা দিয়া বাহবা

লইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী আস্ফালন সহকারে বারার রকম ব্যাখ্যা দিয়া বাহবার উপর বাহবা লইলেন, এরূপও দেখা গিয়াছে।

জ্ঞানচর্চ্চার এরূপ বাহাদুরীর বিশেষ আবশ্যকতাও নাই, বিশেষ অবকাশও নাই। রবরের স্থিতিস্থাপকতা ও মধুখের নমনীয়তা অনেক সময়ে কাজে লাগে বটে, কিন্তু ইস্পাতের দার্ঢ্য উভয়ের অপেক্ষা মূল্যবান।

জ্ঞানচর্চ্চার সময় দার্ঢ্য ও কাঠিন্যে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া সরসতা ও কোমলতা যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এরূপ কেহ যেন না বুঝেন। সরসতা ও কোমলতা যদি উন্নত মনুষ্যত্বের ব্যঞ্জক হয়, তবে তাহা উন্নত ভাষারও লক্ষণ। ভাষাকে কেবল যন্ত্র বা হাতিয়ার হিসাবে ধরিলেও, যদি হাতিয়ারের কার্য্যকারিতা বজায় রাখিয়া তাহাতে একটু পালিশ, একটু চাকচিক্য, একটু কারুকার্য্য দিতে পারা যায়, তাহা মন্দই বা কি? শুধু তাহাই নহে, ভাষার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, কোমলতা ও সরসতা সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সহায়। অল্প সময়ে অধিক কাজ করিতে হইবে, মনুষ্যজীবনের সফলতার এইটি মূল মন্ত্র। শারীরিক ও মানসিক শ্রমসংক্ষেপ জীবনযাত্রার আবশ্যক, জীবনের সার্থকতার অনুকূল। সুতরাং ভাষা কোমল, প্রাঞ্জল, সরল হইলে উহার সার্থকতা বৃদ্ধি পায়; জ্ঞানবিস্তারের আনুকূল্য ঘটে। প্রথম শিক্ষার্থীর সমীপে পুনঃপুনঃ "দ্ব্যম্লজানারিত অঙ্গারক" শব্দ প্রয়োগ করিলে শিক্ষানুরাগী উত্তম বালকেরও রসায়নবিদ্যার প্রতি প্রণয় না জন্মিতে পারে।

জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতন ভাবে গঠিত হয়। নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়, নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হয়। এবং উল্লিখিত কয়েকটি সূত্র মনে রাখিয়া ভাষাপ্রণয়নে প্রবৃত্ত না হইলে উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, তত্ত্বপ্রচার ও সত্যপ্রচার যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদিগকে বিষয়ের গৌরববোধে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জাতির সহিত অকস্মাৎ আমাদের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির বহুশ্রমাহৃত বহুযত্নলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে অকস্মাৎ প্রসারিত হইয়াছে। পার্থিব অন্য ঐশ্বর্য্যের সহিত জ্ঞানৈশ্বর্য্যের সনাতন বিভেদ আছে। পার্থিব ইতর ঐশ্বর্য্যে যেরূপ ব্যক্তিগত অধিকার আছে, জ্ঞানৈশ্বর্য্যে সেরূপ ব্যক্তিগত অধিকার নাই। আমরা ইচ্ছা করিলে, আমরা যত্ন করিলে, অপরের সঞ্চিত এই অতুল [illegible] সম্পত্তিরাশি আমাদের করিয়া লইতে পারি। ইহাতে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত বা জাতিগত বিরোধ বা বৈরিতা নাই। এক্ষণে যদি আমরা অলস হইয়া এই ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হই, তাহাতে যে ক্ষতি, যে লজ্জা, যে পাপ, আমাদিগকে তাহার [illegible] হইতে হইবে। রত্নাকরের পাপের কেহ ফলভাগী হইতে চাব নাই, আমাদেরও এই মহাপাতকের ফলভাগী হইতে অপরে আসিবে না। বাঙ্গালী যদি আপনার [illegible]

ত্বের গৌরব করিতে চায়, বাঙ্গালী জাতি যদি আপনার জাতীয়ত্বের স্পর্দ্ধা করিতে সাহস করে, তবে আমাদের মনশ্চক্ষুতে দীপ্তিমান্, উজ্জ্বল প্রভায় প্রভাসিত সেই প্রাচীন পুরাকালে আর্য্যভূমে শিষ্য যেরূপ বিনয়ের সহিত অবনতশিরে গুরুসমীপে উপস্থিত হইত, সেইরূপ বিনয়ের সহিত আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থিরূপে পাশ্চাত্য জাতিগণের উদ্ঘাটিত বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারস্থ হইতে হইবে।

কিন্তু এই জ্ঞানার্জ্জনের পথে বিদেশীয় বিজাতীয় ভাষা প্রধান অন্তরায়স্বরূপ অবিস্থিত রহিয়াছে। ফরাসী হয় ত আশা করেন, তাঁহার ভাষা কালে বিশ্বজগৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইবে; ইংরাজ হয়ত আশা করেন, তাঁহার ভাষা বিশ্বভাষা হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু সম্প্রতি সে আশা সুদূরপরাহত। শুনা যায় অনেকে সার্ব্বভৌমিক ভাষা সৃষ্টির জন্য প্রয়াস করিতেছেন; কিন্তু এখনও পৃথিবীর অদৃষ্টে সে দিন আসিতে বিলম্ব আছে। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গেলে বিজাতীয় অনাত্মীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ না করিলে চলিবে না।

পাশ্চাত্য জাতির উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বিজাতীয় ভাষা কখন আমাদের আপনার ভাষা হইবে না; কখন আমরা হৃদয়ের ভাব, অন্তরের কথা ঐ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি আমাদের স্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞানসম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের চিরপরিচিতা, আত্মীয়া, মাতৃভাষাকে এইরূপে গঠিত, মার্জ্জিত, পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সেই মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তারকার্য্যের ও জ্ঞানপ্রচারকার্য্যের উপযোগিনী হয়। এই প্রাচীন বঙ্গভাষারই অঙ্গে নূতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া, নূতন অস্থি, নূতন মজ্জা সংগঠিত করিয়া তাহাকে পুষ্ট, বলিষ্ঠ, সমর্থ, বিকশিত, পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য্যসম্পাদনই এখন কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনের অন্যতম কার্য্য। যাঁহারা এই কার্য্যসম্পাদনে ব্রতী হইবেন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্মরণীয় হইবে, সুদূর ভবিষ্যৎ তাঁহাদের কৃতিত্বকর্ত্তৃক নিয়মিত হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থের প্রণয়ন কিছুদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। ভরসা করা যায়, এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে। গ্রন্থকারগণ ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালায় অনুবাদ ও প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের অনুবাদে যতদূর সাবধান হওয়া আবশ্যক, সকলে ততদূর সাবধান হয়েন না। গ্রন্থকারগণের দোষ দেওয়াও বোধ করি সর্ব্বত্র সমীচীন নহে; কার্য্যটি প্রকৃত পক্ষে বড়ই দুরূহ। কিন্তু যখন বঙ্গভাষার উন্নতি, পুষ্টি, শ্রীবৃদ্ধি, বঙ্গে বিজ্ঞানের বিস্তার ও প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের ভবিষ্যৎ, এই কার্য্যের সুচারুসম্পাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন বিষয়ের গৌরব বিবেচনায় গ্রন্থকারগণের সাবধান হওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সমক্ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাষানির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পরিষদও বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গভাষার গতিপথনির্দ্দেশে উদ্যোগী হইয়া ঐ কার্য্যের ভারগ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং এই সময়ে এই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা উত্থাপন করা অসাময়িক ও অসঙ্গত না হইতে পারে।

বিজ্ঞানের ভাষার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতির সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারাই এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিতে পারেন। বিজ্ঞানের ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে কয়েকটি কারণে স্বতন্ত্র। উপরে সেই সেই কারণের উল্লেখ করিয়াছি। উভয়ত্রই ভাষার উদ্দেশ্য এক হইলেও, একত্র শোতার দিকে, অন্যত্র সামর্থ্যের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। বিজ্ঞানের ভাষা সমর্থ ভাষা, বলিষ্ঠ ভাষা না হইলে, বিজ্ঞান স্বয়ং পুষ্টিলাভ করে না; অঙ্গে বল পায় না; বিজ্ঞানের পরিণতি ও বিকাশ ঘটে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের উন্নতি যেমন প্রতিভাদ্বারা সাধিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের ভাষাসংগঠনেও সেইরূপ সময়ে সময়ে অসাধারণ প্রতিভা প্রয়োজিত হইয়াছে। দুই একটি উদাহরণ দিয়া এই বিষয় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতবিদ্যা। গণিতবিদ্যার ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কতকগুলি চিহ্ন ও সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া গণিতবিৎ মনের কথা ব্যক্ত করেন। পাটীগণিতে দশমিক লিপি ও বীজগণিতে বর্ত্তমান বর্ণসঙ্কেতলিপি যতদিন প্রচলিত না হইয়াছিল, ততদিন ঐ দুই শাস্ত্রের বিকাশ হয় নাই। ভারতবর্ষ ঐ উভয়বিধ লিপিরই আকরস্থান। ইউরোপে নিউটন ও লাইব্‌নিট্‌জ্ একই সময়ে Differential Calculus নামক প্রচণ্ড শক্তিশালী গণিতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। কিন্তু নিউটনের আবিষ্কৃত লিপি লাইব্‌নিট্‌জের উদ্ভাবিত লিপিপ্রণালীর নিকট দাঁড়াইতে পারে নাই। সম্প্রতি বিশেষ কারণে স্থলবিশেষে নিউটনের প্রথা অবলম্বিত হইতেছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার অভূতপূর্ব্ব উন্নতির সহিত পদার্থবিদ্যার জন্য স্বতন্ত্র ভাষা সঙ্কলনের প্রয়োজন হইয়াছে। উপযুক্ত সমর্থ ভাষা সঙ্কলনের জন্য প্রতিভান্বিত মনস্বী পুরুষগণ আপনাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। ক্লসিয়স্, র‍্যাঙ্কিন্, কেল্‌বিন্ প্রভৃতি মহারথ এই নিমিত্ত যথাকালে আসরে নামিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাঁদের মত প্রতিভান্বিত ব্যক্তির সমবেত চেষ্টার ফলে আজ পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্যায় এই প্রবলা প্রখরা তীব্রশক্তিমতী ভাষার প্রচলন দেখিতে পাই।

মহামতি লাবোয়াশিয়ার রসায়নবিদ্যা ও রসায়নের ভাষা উভয়েরই জন্মদাতা। এই সুকৌশলময় ভাষার অস্তিত্ব না থাকিলে, রসায়নবিদ্যার আজ কি অবস্থা ঘটিত তাহা ভাবিয়াও পাওয়া যায় না।

রসায়নবিদ্যা যেমন লাবোয়াশিয়ারের নিকট ঋণী, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্বিদ্যা সেইরূপ লিনিয়সের নিকট ঋণবদ্ধ। লিনিয়স প্রণীত সুন্দর নামকরণ-প্রণালী না থাকিলে, বোধ হয়, জীববিজ্ঞান এরূপ দ্রুত গতিতে উন্নতিলাভ করিতে পারিত না।

ভাষার সংগঠন যে সে লোকের কাজ নহে, তাহা উল্লিখিত উদাহরণ দৃষ্টে বুঝা যাইবে। যাহা প্রতিভার সাধ্য, তাহা প্রতিভার জন্যই রাখা উচিত, এবং প্রতিভা-কর্ত্তৃক যথাকালে সম্পাদিত হইবে; এই কথায় পরিষদঙ্গীকৃত কার্য্যের প্রতি আপত্তি হইতে পারে।

কিন্তু এ আপত্তির খণ্ডন আছে। আমাদের কাজ দুরূহ বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কাজের তুলনায় তাহার দুরূহতা উপেক্ষণীয়। তাঁহারা দুর্গের প্রাকার ভেদ করিয়াছেন; আমাদিগকে জড়তা পরিহার করিয়া সেই মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিতে হইবে মাত্র। উদ্ভাবন ও অনুবাদ এক নহে, সুতরাং পাশ্চাত্যদেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যাহা উদ্ভাবিত করিয়াছেন, আমরা আমাদের ক্ষীণশক্তি লইয়াও তাহার অনুবাদে সাহসী হইতে পারি।

পরিষদ ভাষাসঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পরিষদ যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের লেখকগণের হাত পা বাঁধিয়া দেন, তবে পরিষদের এই চেষ্টায় ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের ভাগ বেশী দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে পাঁচজন একত্র হইয়া অন্যের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারে না। কেবল অন্যকে পথ দেখাইতে পারে মাত্র। এবং পরিষদও সেই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন সন্দেহ নাই।

পরিষদের কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র মধ্যে অনেক কাজ করিবার আছে। এবং পরিষদ যদি সাবধান হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার যথার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। 'সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা, কথাটি বড়ই প্রকৃত। এবং British Association ও International Congress of Electricians প্রভৃতি সমিতির সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ভাষার কতদূর পুষ্টি ও সামর্থ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে, পাঁচজনের সমবেত চেষ্টা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ইংরাজি হইতে অনুবাদের সময় যে যে বিষয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার দুই একটির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ইংরাজি শব্দের অনুবাদ বা রূপান্তর না করিয়া অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায় কি না, এ কথা প্রথম বিবেচ্য। সর্ব্বত্র এই ব্যাপার সাধ্য হইলে, অবশ্য পরিভাষা প্রণয়নে চিন্তা করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু সর্ব্বত্র ইহা সাধ্য নহে,—কর্ত্তব্যও নহে। ইংরাজিতে অবশ্য এমন শব্দ অনেক আছে, যাহা অবিকল গ্রহণ করিলে কালে বাঙ্গালার

সহিত মিশিয়া যাইতে পারে, এবং আপাততঃ একটু অসুবিধা ঘটিলেও কালে তাহা মাতৃভাষার সহিত অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ার সম্ভব। কিন্তু এ কথা সর্ব্বত্র খাটে না।

ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রায় সর্ব্বত্রই বিজাতীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের চেষ্টা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা লাটিন, গ্রীক, ফরাসী হইতে দুই হাতে ঋণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধন করিয়াছে। এমন ভাষা নাই, যাহার শব্দসম্পত্তি এক্ষণে ইংরাজি কর্ত্তৃক অপহৃত ও স্বীকৃত হয় নাই। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষাতে আরবী পারসী ও ইংরাজি শব্দ অজস্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল বিদেশীয় এখন নিতান্ত স্বদেশীয়ের ন্যায় আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই; ত্যাগ করিলে ভাষারই অঙ্গহানি ও শ্রীহানি হইবে মাত্র। যখন যে জাতির সহিত ঐতিহাসিক অথবা রাজনৈতিক কারণে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনই সেই জাতির ভাষার নিকট ঋণ গ্রহণ না করিলে চলে না। বঙ্গভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলে, বোধ হয় ফরাসী, পোর্টুগীজ প্রভৃতি ভাষার নিকটেও যথেষ্ট ঋণ গ্রহণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রচলিত ভাষার পুষ্টির জন্য এইরূপ ঋণ গ্রহণ আবশ্যক; বৈজ্ঞানিক ভাষার পুষ্টির জন্য উহা অবশ্যম্ভাবী। এই ঋণ গ্রহণে কাতর হইলে চলিবে না; এখানে অযথা আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে গেলে নিজেরই ক্ষতি।

ইংরাজি শিল্প ও ইংরাজি বিজ্ঞানের বিস্তারের সহিত অনেক ইংরাজি শব্দ আমাদের দেশে লোকমুখে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টেবিল্, চেয়ার, বাক্স, তোরঙ্গ, বোতল, বিস্কুট্ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর নামের মত, কোর্ট, আপীল্, জজ্ পুলিস্ প্রভৃতি বিলাত হইতে আমদানি পদার্থের মত, রেল্ওয়ে, টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন, মিনিট, সেকেণ্ড, ডিগ্রি প্রভৃতি ইংরাজি শব্দ এখন আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের সবগুলি এখনও আমাদের মাতৃভাষার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় নাই; কিন্তু ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতার সহিত কালে মিশিয়া যাইবে। ইহাদের প্রবেশ-পথের অবরোধ করিয়া, ইহাদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া, তত্তৎস্থানে খাঁটি দেশী শব্দ সঙ্কলনের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত নহে।

রসায়ন, জীববিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে এইরূপ ইংরাজি শব্দ আমাদিগকে অকাতরে অবিকলভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার অন্য উপায় নাই। রসায়নশাস্ত্রোক্ত আটষট্টিটা মূল পদার্থের জন্য আটষট্টিটা খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ সঙ্কলনের প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কিন্তু এমন স্থলেও কথা উঠিতে পারে; Uranium ও Tungsten না হয়, ইংরাজি হইতে অবিকল গ্রহণ করা গেল; Oxygen, Hydrogen, Chlorine প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী পদার্থেরও কি খাঁটি বাঙ্গালা নাম থাকিবে না? অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম

দেওয়া চলে না; সুবিধা বিবেচনায় চারিদিক্‌ বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্‌ ভাবে বিচার করিতে হইবে।

বোধ করি কোন ভাষাতে এমন কোন শব্দ প্রচলিত নাই, আমাদের অতলস্পর্শ সংস্কৃত শব্দসমুদ্র মন্থন করিলে যাহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ না মিলিতে পারে। তথাপি বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পণ ধরিয়া বসার কোন প্রয়োজন দেখি না।

সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে চাহিলেই এ সম্বন্ধে সঙ্গত উত্তর মিলিতে পারে। মহৈশ্বর্য্যশালিনী আর্য্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্য্যদেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্‌মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল বৈদেশিকের সহিত প্রাচীন হিন্দুর আদান প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক ভাষা ঋণস্বীকারে কাতর হয় নাই।

প্রাচীনকালে হিন্দুর সহিত গ্রীকের জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে আদান প্রদান চলিয়াছিল। তাই সংস্কৃত জ্যোতিষে খাঁটি গ্রীকশব্দ বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহাদের নিকট এই সংবাদ নূতন, তাঁহাদের অবগতির ও কৌতূহল তৃপ্তির জন্য নীচে এইরূপ শব্দের একটি তালিকা দিলাম।

দ্বাদশ রাশির নাম।

সংস্কৃত নাম।	গ্রীক হইতে গৃহীত সংস্কৃত নাম। (বরাহমিহির কৃত বৃহজ্জাতক)	গ্রীক।
মেষ	ক্রিয়	Krios
বৃষ	তাবুরি	Tauros
মিথুন	জিতুম	Didumos
কর্কট	——	Karkinos
সিংহ	লেয়	Leon
কন্যা	পার্থোন	Parthenos
তুলা	জুক	Jugon
বৃশ্চিক	কৌর্প	Skorpios
ধনুঃ	তৌক্ষিক	Toxikos
মকর	আকোকের	Akokeros
কুম্ভ	হৃদ্রোগ	Hudrokoos
মীন	ইত্থস্‌	Ikthos

সংস্কৃত	গ্রীক
হেলি	Helios
হিম	Hermes.
আর	Ares
জ্যো	Zeus
কোণ	Kronos
আস্ফুজিৎ	Aphrodite
হোরা	Hora
কেন্দ্র	Kentron
দ্রেক্কাণ	Dekanos
লিপ্তা	Lepta
অনফা	Anaphe
সুনফা	Sunaphe
দুরুধরা	Doruphoria
আপোক্লিম	Apoklima
পণফর	Epanaphora
জামিত্র	Diametros

ইত্যাদি।

সুতরাং যখন আমাদের অনন্তবিভবশালী পূর্ব্বপুরুষেরা পরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তখন দরিদ্র, হীনজীবী, পরান্নভোজী, পরাশ্রিত আমাদের পক্ষে সেইরূপ ঋণ গ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল অহম্মুখতাই প্রকাশ পাইবে।

তবে সর্ব্বত্র ঋণ গ্রহণে প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রত্নগর্ভা। আমরা ঐ অনন্ত আকর হইতে যথেচ্ছ পরিমাণে চিরদিন ধরিয়া রত্ন সংগ্রহ করিলেও এই ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়। ইংরাজি বিজ্ঞানে লাটিন, বিশেষতঃ গ্রীক ভাষা হইতে প্রচুর পরিমাণে শব্দ সঙ্কলন করা হয়। ইংরাজির সহিত গ্রীকের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ তদপেক্ষা প্রভূতভাবে ঘনিষ্ঠ; অথচ সমৃদ্ধিতে সংস্কৃত ভাষা গ্রীক হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।

সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তভাবে দ্বিধাপরিশূন্য হইয়া সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের ভাষা পুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু এইখানে আর একটি কথা আছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পাশে খাঁটি প্রচলিত বাঙ্গালা কখন কখন আসিয়া দাঁড়ায়। সেই খাঁটি চলিত বাঙ্গালার দাবী কতক পরিমাণে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। চলিত ইংরাজি হইতে কতকগুলি শব্দ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দগুলি যেমন সুন্দর, তেমনি

মধুর। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নিয়ে দিলাম—mass, force, stress, strain, step, spin, twist, shear, torque, whirl, squirt, pressure, tension, flux, power, work. বিজ্ঞানে এই শব্দগুলি প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় উহাদের যে অর্থ, বিজ্ঞানের ভাষায় ঠিক সেই অর্থ নহে। এইরূপে চলিত বাঙ্গালা হইতে কতকগুলি শব্দ বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহণ করা চলিতে পারে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটী নাম নিয়ে দিলাম। পাঠকেরা ইহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করিবেন।

mass	...	জিনিষ
lens	...	পরকলা
prism	...	কলম
wind	...	হাওয়া
work	..	কাজ
tension	...	টান
spectrum	...	ছটা

বিশুদ্ধ সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতমূলক নহে বলিয়া, বোধ করি, কেহ ইহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন না।

নূতন শব্দ সঙ্কলনের সময় ইংরাজিতে আজকাল সুবিধার ও উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। ব্যাকরণের দিকে ও ব্যুৎপত্তির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে গেলে কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে অভিধান ছাড়া শব্দ সৃষ্ট হয়, অথবা আভিধানিক শব্দকে সুবিধা ক্রমে কাটিয়া ছাঁটিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ভাষা মূলে সঙ্কেতমাত্র ইহা মনে রাখিলে এই বিষয়ে আপত্তির কোন কারণ থাকে না।

বলবিজ্ঞান ও তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা প্রস্তুত করিবার জন্য বিলাতি ব্রিটিস এসোসিয়েসন যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট দেখিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। রিপোর্টে ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির ও বিশুদ্ধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হয় নাই। সমিতির রিপোর্ট অনুসারে কতকগুলি অভিধান ছাড়া ও ব্যাকরণদুষ্ট (dyne, erg প্রভৃতি) নূতন সৃষ্ট শব্দ বিজ্ঞানের পরিভাষায় স্থান পাইয়াছে। এবং ইউরোপের সর্ব্বত্রই সকল জাতির মধ্যেই ঐ সকল শব্দ সমাদৃত ও গৃহীত হইয়াছে।

প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকের নামানুসারে তাঁহাদের নাম কাটিয়া ছাঁটিয়া কতকগুলি নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। উদাহরণ:—

Ohm	হইতে	**ohm**
Volta	...	**volt**
Ampere	...	**ampere**
Faraday	...	**farad**
Watt	...	**watt**

	*Joule	হইতে	joule
	Henry	...	henri
	Coulomb	...	coulomb
পুনশ্চ	second এবং ohm	সন্ধি করিয়া	sec-ohm
	ampere এবং meter	সন্ধি করিয়া	am-meter *
এবং	ohm	উলটাইয়া	mho

পুনশ্চ—

centimetre	=	hundredth of a metre.
kilogramme	=	a hundred grammes.
megohm	=	a million ohms.
microfarad	=	millionth part of a farad.
milli-ampere	=	thousandth part of an ampere.
gramme-nine	=	10^9 grammes.
ninth gramme	=	$\frac{1}{10^9}$ of a gramme.

সুবিধা, সরলতা, শ্রুতিসুখতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ব্যাকরণ বা ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ করিয়া একটু সাহসের সহিত চলিতে হইবে, মূল কথটা এই।

প্রাচীন কালে সংস্কৃত সাহিত্যে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এই সাহসিকতার দৃষ্টান্ত পদে পদে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, গোলমিতি (Spherical Trigonometry) জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের রচয়িতৃগণ কিরূপ সাহসের সহিত, নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতেন, পুরাতন শব্দকে নূতন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিতেন, চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রচলিত অভিধানের পাতা খুঁজিয়া শব্দ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে বিজ্ঞানের গতি কচ্ছপের গতির ন্যায় মন্থর হইত, সন্দেহ নাই। ঐ সকল শাস্ত্রে যে সকল শব্দ যে যে অর্থে প্রচলিত আছে, আমরা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তাহা এখন গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালায় যাঁহারা বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ বর্ত্তমান থাকিতে তাহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া নূতন শব্দ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে কতকগুলি প্রাচীন পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল।

অক্ষান্তর	=	latitude (terrestrial)
লম্বান্তর	=	co-latitude.

* অবশ্য এইরূপ সন্ধির নিয়ম কোন ব্যাকরণে [illegible] না।

দেশান্তর = longitude.
ধ্রুবক = longitude (celestial).
বিক্ষেপ = latitude (celestial).
ক্ষিতিজ = horizon.
প্রতিবৃত্ত = eccentric circle.
মন্দফল = equation of the centre.
উচ্চরেখা = line of apsides.
মন্দোচ্চ = apogee.
রবিমধ্য = mean sun.
চন্দ্রমধ্য = mean moon.
ভুজজ্যা = sine.
কোটিজ্যা = cosine.
ক্রমজ্যা = right sine.
উৎক্রমজ্যা = versed sine.
পরিধি = circumference (of a great circle).
স্ফুটপরিধি = rectified circumference (of a small circle.)
কক্ষা = orbit.
পাত = node.
স্ফুট, স্পষ্ট = corrected, recified, true.
ক্রান্তি = declination.
দৃক্‌সূত্র = line of vision.
লম্বন = parallax.
অধিমাস = intercalary month.
সূচী = cone, conical umbra.
স্বয়ংবহ যন্ত্র = self-revolving, automatic instrument.
শৃঙ্গ = cusp
চক্র = circle.
চাপ = semicircle.
তুরীয় = quadrant.
পট্টিকা = index arm.

ইত্যাদি।

সুন্দর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ বর্ত্তমান থাকিতেও কোন কোন স্থলে বাঙ্গালার নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। এখনও সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীনকে গ্রহণের সময় যায় নাই।

ইংরাজিতে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে, সেগুলি ভ্রান্তিজনক অর্থ সূচনা করে। অথচ সে গুলি বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত থাকায় এক্ষণে ভাষার সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহাদের চিরনির্ব্বাসনবিধান দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সেই সকল শব্দ এতই ভ্রমপূর্ণ ভাব আনিয়া ফেলে যে নূতন শিক্ষার্থীর বিষম অসুবিধা হয়। এখন শিক্ষার্থীর জন্য যাহারা গ্রন্থ লেখেন, তাঁহাদিগকে সেই শব্দ গুলিকে লইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। স্বতন্ত্র করিয়া টিপ্পনী করিয়া বুঝাইতে হয় যে, এই এই শব্দে যেন এই এই অর্থ বুঝিও না। বাঙ্গালায় সেই সেই শব্দের ঠিক্ শব্দগত অনুবাদ করিলে, আমাদেরও সেই বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং নূতন অনুবাদের সময় এই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যেই এইরূপ অনেক গুলি শব্দ বাঙ্গালা বিজ্ঞানগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদকগণ ভবিষ্যৎ বিপদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। নিম্নে এ বিষয়ের কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

ইংরাজি Oxygen শব্দের যৌগিক ধাতুগত অর্থ অম্লোৎপাদক। উহার বাঙ্গালায় অম্লজান বা অম্লজনক এইরূপ একটা শব্দ গৃহীত হইয়াছে। Oxygen শব্দের যখন সৃষ্টি হয়, তখন পণ্ডিতদিগের ধারণা ছিল, অম্ল পদার্থ মাত্রেই ঐ বায়ু বর্ত্তমান, অর্থাৎ ঐ বায়ুর বিদ্যমানতাই পদার্থের অম্লতার কারণ। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে, এমন তীব্র অম্ল পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহাতে Oxygen একবারেই নাই; এমন কি, পদার্থের অম্লতার অপর কারণ বর্ত্তমান আছে। পদার্থ বিশেষের অস্তিত্ব অম্লতার কারণ নহে। এই কারণে এক্ষণে Oxygen শব্দকে যৌগিক শব্দ রূপে গ্রহণ না করিয়া রূঢ় ভাবে গ্রহণ করিতে হয়। পঙ্কজ যেমন পঙ্কজাত পদার্থ মাত্রকে না বুঝাইয়া কেবল পদ্মকেই বুঝায়, সেইরূপ Oxygen অম্লজনক পদার্থ না বুঝাইয়া এমন কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থকে বুঝায়, যাহার সহিত অম্লতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিতেও পারে। Oxygen এর বাঙ্গালায় অম্লজান শব্দ বজায় রাখিলে এমন যে বিশেষ ক্ষতি আছে, তাহা নহে। বরং যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন আর উহাকে ত্যাগ না করাই ভাল। তবে অনুবাদের প্রথম প্রচলনের সময়ে এই আপত্তি টুকুর উপর দৃষ্টি রাখিলে ভাল হইত।

ইংরাজি পদার্থবিদ্যায় এমন আরও কতকগুলি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিষনয়নে দেখেন। এই শব্দগুলির অস্তিত্বে তাঁহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এগুলি ভাষা হইতে কোনরূপে উঠাইয়া দিতে পারিলে তাঁহাদের শান্তিলাভ হয়। উদাহরণস্থলে specific heat, latent heat, centrifugal force প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্য ক্রমে বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকারগণ উহাদের স্থলে আপেক্ষিক তাপ, গূঢ় তাপ, কেন্দ্রাপসরণ অথবা কেন্দ্রবিমুখ বল প্রভৃতি শব্দ চালাইয়াছেন।

আমার বিবেচনায় উহাদের প্রতি নির্দ্দয় চিরনির্ব্বাসনদণ্ড প্রয়োগের সময় এখনও অতীত হয় নাই। ইংরাজিতে heat ও temperature দুইটি শব্দ বর্ত্তমান আছে। প্রচলিত ভাষায় উভয়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রচলিত ভাষায় এই নির্দ্দেশ না থাকায় শিক্ষার্থী সহজে উভয়ের পার্থক্য ধারণা করিতে পারে না। অধ্যাপক বিশেষ আয়াসে উভয়ের পার্থক্য বুঝাইতে বাধ্য হয়েন। বাঙ্গালায় heat অর্থে তাপ ও temperature অর্থে উষ্ণতা প্রচলিত হইয়াছে। Heat মাপিবার যন্ত্রের ইংরাজি নাম calorimeter; temperature মাপিবার যন্ত্রের নাম thermometer. কিন্তু বাঙ্গালায় thermometer অর্থে তাপমান শব্দ চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; calorimeterএর বাঙ্গালা কি হইবে? *

আর একটী মাত্র উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইংরাজি পদার্থ-বিদ্যার পরিভাষায় এখনও যে ব্যবস্থা ও নিয়মের অভাব আছে, তাহা দূর করিবার জন্য প্রধান প্রধান পণ্ডিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় বিভক্তি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট অর্থে পুরাতন শব্দ ও নূতন সৃষ্ট শব্দের পরিবর্ত্তন সাধনের নিমিত্ত সাধারণ নিয়ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালায় পরিভাষা প্রণয়নের সময় আমাদের সেই সেই চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রসায়নশাস্ত্রে ইংরাজিতে যে সুসঙ্গত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়ত পরিভাষা প্রবর্ত্তিত আছে, অন্য কোন শাস্ত্রে তাহার তুলনা নাই। বাস্তবিকই রাসায়নিক পরিভাষার সেই শৃঙ্খলা দেখিলে অন্তঃকরণ মোহিত না হইয়া যায় না। পদার্থবিদ্যাতেও সেইরূপ শৃঙ্খলাবিশিষ্ট পরিভাষা প্রচলন করিবার চেষ্টা হইতেছে। মহামতি অলিবার হেবিসাইডের কল্যাণে পদার্থবিদ্যায় এক তাড়িতবিজ্ঞানে, কিয়ৎ পরিমাণ সফলতাও পাওয়া গিয়াছে।

তৎপ্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া আইরিস অধ্যাপক ফিট্‌জ্‌ গেরাল্‌ড্‌ যে নূতন পরিভাষা প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিম্নের উদাহরণ দেখিলে পাঠক কতক বুঝিতে পারিবেন। অধ্যাপক মহাশয়ের প্রস্তাবিত শব্দের পার্শ্বে, বন্ধনীর মধ্যে, এখন যাহা প্রচলিত আছে সেই শব্দগুলি দিলাম। পাঠক উভয়ের তুলনা করিবেন। যেরূপ বিবেচনা হয়, এই প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবারই সম্ভাবনা। বঙ্গভাষায় যাঁহারা নূতন ভাবে পরিভাষা প্রণীত করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন এই দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন এই প্রার্থনা।

হেবিসাইড্‌ প্রদর্শিত রীতি।—

Conduction=*phenomenon* of conduction of electricity.

অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনা বিশেষ, তাড়িত-পরিচালন ব্যাপার।

---

* সম্প্রতি দুই এক জন বন্ধুবর্গ Thermometerএর অন্য নাম দিয়া প্রচার পাইয়াছেন।

Conductance = *amount* of electricity conducted
অর্থাৎ পরিচালিত তাড়িতের পরিমাণ।
Conduct*ivity* = *coefficient* of conduction
অর্থাৎ পদার্থ বিশেষের পরিচালন শক্তি।

এই রীতি অনুসারে Fitzgeraldএর প্রস্তাবিত পরিভাষা।

Phenomenon.	*Amount.*	*Coefficient.*
Diffusion	diffusance	diffusivity
Expansion	expansance (= total increase in volume)	expansivity
Gravitation	gravitance	gravitivity.
Inertia	inertance (= mass)	inertivity. (= density)
Rotation	rotatance (= moment of momentum)	rotativity (= moment of inertia)

এমন কি,

Heat	heatance (= amount of heat)	heativity (= specific heat)

ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, heatance, heativity প্রভৃতি শব্দ শুনিলে শাব্দিক ও বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ সভয়ে কর্ণ আচ্ছাদন করিবেন। কিন্তু Fitz-Gerald সাহেবের সহিত বলেন,— "Most of the words appear at first as if they would prove most awkward in practice, but remembering similar fears (which subsequently proved groundless) in similar matters, one is afraid to say they are due to more than unfamiliarity."

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, হিন্দুর পরিশুদ্ধ জাতীয় ভাবের বিষয় যদি একবার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট বোধ হইবে, হিন্দু পূর্ব্বে কখনও জাতীয়ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু যখন পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে—পুণ্যসলিলা সরস্বতীর পুলিন দেশে লোকসমাজের হিতার্থে পরাশক্তির ধ্যান করিতেন, তখন তিনি জাতীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা জাতীয় সমাজ-বিরুদ্ধ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। হিন্দু যখন শাস্ত্রানুশীলনে অপূর্ব্ব জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দিতেন, তখন তিনি বিজাতীয় ভাবে পরিচালিত হইয়া, হিন্দুত্বের অবমাননা করেন নাই। হিন্দু যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শাসনদণ্ডের পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তখনও তিনি হিন্দুত্বের সেই বিশুদ্ধ পথ, লোকপালনী শক্তির সেই পবিত্র ভাব, সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সেই সদুপদেশ বাক্য হইতে অণুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। হিন্দুর জাতীয়-বন্ধন এইরূপ সুদৃঢ় ও সুব্যবস্থিত ছিল। এই জাতীয় বন্ধন দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে নাই। দৃশদ্বতীর তীরে পৃথ্বীরাজের অধঃপতনের সহিত হিন্দু নিয়তির নিকটে মস্তক অবনত করে। হিন্দুসমাজে মুসলমানের রীতি নীতি প্রবিষ্ট হয়। হিন্দু মুসলমানের ভাষা শিক্ষা করে, মুসলমানের গ্রন্থপাঠে আমোদিত হয়, মুসলমানের পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারের অনুকরণে যত্নশীল হইয়া উঠে, শেষে মুসলমানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করে। মুসলমানের পর আর একটি পরাক্রান্ত জাতির সহিত হিন্দুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই জাতি যেরূপ শক্তিশালী, সেইরূপ সাহসসম্পন্ন, যেরূপ জাতীয়-জীবনে সঞ্জীবিত, সেইরূপ সভ্যতাভিমানী, যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ গভীর শাস্ত্রজ্ঞানে গৌরবান্বিত। মুসলমান হিন্দুর বসতিস্থলে যে ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, এই জাতি তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দিয়া হিন্দুকে চমকিত করিয়া তুলে। হিন্দু আবার মুসলমানের পরিবর্ত্তে এই জাতির পক্ষপাতী হয়, এবং এই জাতির সাহিত্য ও ইতিহাসাদি পাঠ করিয়া এই জাতির অনুকরণে ব্যগ্র হইয়া, আত্মবিস্মৃত হইতে থাকে। এইরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে হিন্দুর হিন্দুত্ব বিচলিত হয়। কিন্তু হিন্দু জ্ঞানগৌরবে বা বুদ্ধি-বৈভবে পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। যখন অপরাপর জাতি ধীরে ধীরে সভ্যতা-সোপানে অধিরূঢ় হইতেছিল, তখন হিন্দু সভ্যতার পূর্ণবিকাশে চির মহিমান্বিত হইয়াছিলেন। গ্রীস যে সময়ে বাল্য-লীলা-তরঙ্গের আমোদ লাভ করিতেছিল, রোম যে সময়ে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীসের মুখপ্রেক্ষী ছিল, জর্ম্মণি যখন আরণ্য মৃগকুলের বিহার-ক্ষেত্ররূপে পরিচিত হইতেছিল, এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যখন জীবমূর্ত্তি নরবানরদিগের

ভয়াবহ কার্য্যে প্রতি মুহূর্ত্তে শৃঙ্খলশূন্য হইয়া পড়িতেছিল, তখন হিন্দুর কল্পিতক্ষেত্রে মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুমের বিকাশ হইয়াছিল, দর্শনের দুরবগাহ তত্ত্বের মীমাংসা হইতেছিল, বেদান্তে বেদমহিমার পরিণতি ঘটিয়াছিল, এবং অকলঙ্ক সভ্যতা-লোকে সমগ্র হিন্দুসমাজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রোমের বীরপুরুষ যখন বিশাল বারিধির ক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র ব্রিটেনের উপকূলে পদার্পণ করেন, তখন তিনি ব্রিটনদিগের উলঙ্গ দেহ, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, অরণ্য-পরিবৃত বা পল্বল-পঙ্কময় আবাস-ভূমি দেখিয়া, আপনাদের সুরম্যপ্রাসাদময়ী রাজধানী এবং আপনাদের অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পত্তি ও সভ্যতাসৌভাগ্যের জন্য আপনারাই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। রোমীয়দিগের বহু পূর্ব্বে সভ্যতাসম্পন্ন, সুশিক্ষিত গ্রীকেরা যখন পঞ্চনদের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমাগত হয়েন, তখন তাঁহারা হিন্দুর অপূর্ব্ব তেজস্বিতাসহকৃত আলোক-সামান্য শাস্ত্রজ্ঞান, বাসগৃহের পারিপাট্য, সুনীতি ও সভ্যতার উৎকর্ষ দেখিয়া, বিস্ময়সহকারে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা যাঁহাদের সমক্ষে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের দেশ গ্রীস অপেক্ষাও সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন, এবং তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে গ্রীকদিগেরও শিক্ষাগুরু। তাঁহাদের প্রকৃত বীরোচিত অসামান্য তেজস্বিতা আছে, তাঁহাদের অনন্ত রত্নের আকর অপূর্ব্ব মহাকাব্য আছে, তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমার নিদর্শনসূচক ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের অকলঙ্ক ও অপার্থিবভাবে চির-বিশুদ্ধ সভ্যতা আছে। তাঁহাদের বীরপুরুষদিগের বীরত্বকীর্ত্তির সমক্ষে লিওনিদস্ বা মিল্‌তাইদিসের উদ্দীপনাময়ী কার্য্যপরম্পরাও হীনভাব পরিগ্রহ করিতে পারে, আর তাঁহাদের শান্তরসাস্পদ তপোবনের সামান্যপর্ণকুটীরবাসী বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষদিগের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের সমক্ষে সক্রেতিস্ বা পিথাগোরেস্ও অবনতমস্তক হইতে পারেন। হিন্দুর এই মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এক জনপদের পর আর এক জনপদের আবির্ভাব হইয়াছে; এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় ঘটিয়াছে, এক স্থানের পর আর এক স্থানে পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে, হিন্দুর এই বিশাল কীর্ত্তি-স্তম্ভ বিচলিত হয় নাই। অতীতদর্শী ঐতিহাসিক প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে হিন্দুর এই অতীত গৌরবের কথা ঘোষণা করিতেছেন। আর যাহারা অসভ্য ও অনক্ষর বলিয়া পরিচিত ছিল, তাঁহারা এখন সভ্যতায় শ্রীসম্পন্ন ও জ্ঞান-গৌরবে মহিমান্বিত হইয়া, হিন্দুর জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিতেছেন, এবং সেই বিশ্বহিতৈষী মহান্ বংশের ঈদৃশ শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, কখনও বা অহঙ্কারের অভাবনীয় শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।

যাঁহারা সমবেদনাপর, উদারতা যাঁহাদিগকে অপরের প্রতি প্রীতিপ্রকাশে উত্তেজিত করিতেছে, তাঁহারা হিন্দুর এই দুর্গতিতে অবশ্য দুঃখিত হইবেন। হিন্দু এখন পূর্ব্বতন গৌরবে বিসর্জ্জন দিয়া, অপরের মোহমন্ত্রগুণে করধৃত ক্রীড়াপুত্তলের ন্যায় নর্ত্তিত হইতেছে, এবং সর্ব্বাংশে আত্মবিস্মৃত হইয়া, আপনারাই আপনাদিগকে হেয় করিয়া

তুলিতেছে। এই শোচনীয় সময়ে আমাদের দেশে একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, একটি মহাপুরুষ পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইয়াও সেই দুর্দমনীয় শিক্ষা-স্রোতের মধ্যে স্বদেশীয়দিগকে পূর্ব্বতন মহত্বের কথা বুঝাইবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভূদেব যখন কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পাশ্চাত্যভাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার তাঁহার পুরোভাগে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিকটে পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞ হইযাছিলেন। কিন্তু এইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে নাই। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে ভাসমান হইয়া, পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যখন কোন একটি অভিনব বিষয়ের চিত্তবিমোহন ভাব সম্মুখে উপস্থিত হয়,তখন সেই বিষয়ের সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা জন্মে। দেশের নিয়ন্তা বা তদনুরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যখন সেই বিষয়ের পক্ষপাতী হয়েন, তখন হৃদয়াবেগের সংবরণ করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যিনি পিতৃ-পুরুষাগত প্রাচীন বৈভবের প্রতি দৃক্‌পাত না করেন, তাঁহার নিকটে এই অভিনব বিষয়ই জীবন-সর্ব্বস্বের মধ্যে পরিগণিত হয়। আর যাঁহার পুরাতন বৈভব নাই, তিনি আপনা-দের সকল বিষয়েই বিসর্জ্জন দিয়া, অভিনব বিষয়ের সহিতই একীভূত হইয়া পড়েন। রাজপুতনার কোন কোন রাজ্যাধিপতি যখন মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েন, তখন তাঁহারা প্রাচীন আভিজাত্যের দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। আপনাদের জ্ঞান-গরিমা, আপনাদের বংশোচিত পবিত্রতা, আপনাদের আভিজাত্যসম্পত্তিতে চির-শোভময়ী অপূর্ব্ব সভ্যতা, সমস্ত বিষয়ই ভুলিয়া, তাঁহারা মোগলের চিত্তবিমোহিনী সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়েন, এবং মোগলের সহিত একীভূত হইয়া, আপনারাই আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন। বীরপ্রবর সেকন্দর শাহ যখন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রাচ্যদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন সেই সকল জনপদের অধিবাসিগণ প্রীতির সহিত গ্রীসের সভ্যতা ও রীতি নীতির পক্ষপাতী হয়; যেহেতু তাহাদের সভ্যতা বা রীতি নীতি, গ্রীসের সভ্যতা বা রীতি নীতি অপেক্ষা উন্নত ছিল না। রোম যখন গলের উপর জ্ঞানালোক বিস্তার করে, তখন গলের অধিবাসীরা উহার উজ্জ্বলভাবে বিমুগ্ধ হয়; যেহেতু গলের জ্ঞান-গৌরব বা বুদ্ধিবৈভব কিছুই ছিল না। আমাদের দেশে প্রথম যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন যাঁহারা সেই শিক্ষালাভ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম পিতৃপুরুষাগত বৈভবের অধিকারী হয়েন নাই। স্বদেশের অতুলনীয় সাহিত্য তাঁহাদের আয়ত্ত হয় নাই, স্বদেশের শাস্ত্র-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাশি তাঁহাদের সমক্ষে প্রভাজাল বিস্তার করে নাই, স্বদেশের চির-মহিমান্বিত সভ্যতার ইতিহাস তাঁহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। এই সময়ে যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপ তাঁহা-

দের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল, শেক্সপিয়র যখন তাঁহাদের হৃদয়ে অচিন্ত্যপূর্ব্ব [illegible] হিত করিলেন, মিল্টন যখন তাঁহাদিগকে কল্পনার উচ্চতর প্রান্তে তুলিয়া দিলেন, বেকন যখন তাঁহাদের হৃদয় চিন্তাপ্রবাহে আলোড়িত করিয়া তুলিলেন, গিবন যখন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তাঁহাদের মানস-পটে অতীত ঘটনার বিচিত্র চিত্রজাল অঙ্কিত করিলেন, তখন তাঁহারা সর্ব্বাংশে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। দুর্দ্দমনীয় অভিনব ভাবপ্রবাহের অভিঘাতে প্রথমে তাঁহাদের কেহ কেহ উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সময়ে ভূদেব অচলশ্রেষ্ঠের ন্যায় অবিচলিত ছিলেন। তিনি ধীরভাবে পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভ করিতে লাগিলেন। অভিজ্ঞতাসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের প্রবর্ত্তিত পথই তাঁহার অবলম্বনীয় হইল। যে দিন তিনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, সেই দিন ভূগোলের অধ্যাপক তাঁহাকে কহেন, "ভূদেব! এখন তোমাকে ভূগোল পড়িতে হইবে। পৃথিবী গোলাকার ও সচলা, কিন্তু বোধ হয়, তোমার পিতা এ কথা স্বীকার করিবেন না।" ভূদেব কোন কথা কহিলেন না। নীরবে অধ্যাপকের উপদেশ শুনিলেন। বাড়ীতে যাইয়াই তিনি পিতাকে অধ্যাপকের কথা জানাইলেন। তাঁহার পিতা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"কেন? পৃথিবীর আকার গোল। আমাদের শাস্ত্রেও এ কথা আছে। গোলাধ্যায়ের অমুক স্থান দেখ। ভূদেব তাড়াতাড়ি পুঁথি খুলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থান বাহির করিয়া, দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—"করতলকলিতামলকবৎ গোলম্।" * ভূদেবের আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। সুকুমারমতি বালক পিতৃমুখে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণসূচক উপদেশ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি পরদিন অধ্যাপকের সমক্ষে নম্রভাবে অথচ তেজস্বিতাসহকারে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ নির্দ্দেশ করিলেন। ভূদেব বাল্যকালেই শাস্ত্রের মর্য্যাদারক্ষায় এইরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। যে মহারথ অতঃপর সম্মুখসংগ্রামে হিন্দুত্বের প্রাধান্য-স্থাপনে অগ্রণীর হইয়াছিলেন, বাল্যকালেই এই রূপে তাঁহার হৃদয়ের প্রতিস্তরে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। এই মহাশক্তিতেই তিনি অজেয় হইয়া বিশ্ব-বিজয়িনী কীর্ত্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ইংরেজীতে সুপণ্ডিত হইয়াও ব্রাহ্মণত্বের নিরতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য, ইংরেজী দর্শন, ইংরেজী ইতিহাস, তাঁহাকে ইংরেজী ভাবে পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সাহিত্য তাঁহাকে জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নরাশির সৌন্দর্য্য-পরিগ্রহে সামর্থ্য দিয়াছিল; তিনি ইংরেজী দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্র তাঁহাকে জাতীয় দর্শন-শাস্ত্রের বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তির পরিজ্ঞানে অধিকারী করিয়াছিল; তিনি

* শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তচরিতে ভূদেব বাবুর পত্র।

ইংরেজী ইতিহাসপাঠে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেই ইতিহাস তাঁহাকে জাতীয় ইতিহাসের মহত্ত্বরক্ষায় নিয়োজিত রাখিয়াছিল। তিনি বিদেশীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহিত স্বদেশীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের তুলনা করিয়া, অধঃপতিত আত্মজাতিকে জাতীয়ভাবে শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষিতা, তাঁহার স্বজাতি-প্রিয়তা, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এইরূপ বলবতী ছিল। তিনি প্রথমে সংস্কৃত শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু কোনও সংস্কৃত শ্লোক বা সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনও সূত্র তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হয় নাই। তিনি শেষে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজীতে তাঁহার অসামান্য অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু অভিজ্ঞতা-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, তিনি সংস্কৃত বা বাঙ্গালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। প্রথমে যে বিষয়ের সাধনায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয় নাই, শেষে সেই বিষয়ই তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে। তিনি সেই বিষয়েই অসাধারণ দূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়া, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিস্মিত করিয়া তুলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সমক্ষে তাঁহার ইংরেজী-শিক্ষাভিমান সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাঁহার জাতীয় ভাব-প্রবাহের প্রখর বেগে বিজাতীয় ভাবের সঙ্কীর্ণ পঙ্কিল-প্রবাহ একবারে শক্তিশূন্য হইয়াছিল। যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, লোক-সমাজে আপনাদিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন, সভাস্থলে ইংরেজী ভাষায় জলদগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিয়া, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের লোকশিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতির রহস্যভেদ করিয়া থাকেন, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাবর্দ্ধিত সমস্ত বিষয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া আপনাদের অপূর্ব্ব জ্ঞান-সম্পদের জন্য আপনারাই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন, ভূদেব তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষিত হয়েন নাই। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ই পাশ্চাত্যভাবে দর্শন করেন। কিন্তু ভূদেব স্বদেশের কোন বিষয়ে—স্বকীয় সমাজের কোন স্তরে পাশ্চাত্যভাবের রেখাপাত করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই। তিনি যেরূপ ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন; যেরূপ ইংরেজ সমাজের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন, সেইরূপ স্বদেশীয় সমাজেরও অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংরেজের জাতীয় প্রকৃতির সহিত আপনাদের জাতীয় প্রকৃতি মিলাইয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজের নিকটে যাহা কিছু শিখিলে আপনাদের জাতীয় সমাজের সঞ্জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে, তিনি স্বদেশীয়দিগকে তাহাই শিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সকল বিষয়েই ইংরেজসমাজের অনুকরণে তাঁহার যার পর নাই বিরাগ ছিল। তিনি আপনাদের জাতীয় সমাজের স্থিতিসাধন জন্য ইংরেজের নিকটে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েন নাই, উহার শক্তিসঞ্চারের জন্যও সর্ব্বাংশে ইংরেজের মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকেন নাই। এ বিষয়ে আপনাদের অনন্তরত্নের আকার শাস্ত্রই তাঁহার অবলম্বনীয় ছিল। হিন্দুর অকলঙ্ক জাতীয় ভাব, হিন্দুর অপূর্ব্ব জাতীয় গৌরব, সংক্ষেপে হিন্দুর অপাপবিদ্ধ হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য তিনি হিন্দুশাস্ত্রেরই উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে ভূদেব সমালোচক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং ধর্মতত্ত্ববিৎ। তিনি সুকুমারমতি শিক্ষার্থিদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তদীয় লিপিচাতুর্য্য ও বর্ণনা-বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যসংসারে ভূদেব ইহা অপেক্ষাও অধিকতর কর্ম্মপটুতা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভবভূতির উত্তরচরিতের সমালোচনায় তাঁহার ভাবুকতার একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তরচরিত সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের একটি অপূর্ব্ব রত্ন। ভূদেব এই অপূর্ব্ব রত্নের উজ্জ্বলভাব পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। বহুদিনের পর রামচন্দ্র যখন শূদ্রমুনির উদ্দেশে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হয়েন; গোদাবরীতটের অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বত, বৃক্ষশ্রেণী, অরণ্যচর মৃগকুল যখন তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়, তখন তাঁহার সীতা-নির্ব্বাসন শোক নবীভূত হইয়া উঠে। তিনি একসময়ে সীতার সহিত এই পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতেন; এই বৃক্ষশ্রেণীর সুস্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া অরণ্যবাসের কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন, এই মৃগকুলের প্রীতিময় প্রশান্তভাবে পরিতৃপ্ত হইতেন। এখন সেই সকলই রহিয়াছে, কেবল সেই অরণ্যবাসসহচরী সীতা নাই। দুঃসহ শোকে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কবির অপূর্ব্বকৌশলে এই স্থলে ছায়াময়ী সীতা আবির্ভূতা হইলেন। ছায়াময়ীর স্পর্শে রামচন্দ্রের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। রামচন্দ্র সেই স্পর্শসুখের অনুভব করিতে করিতে সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন :—

"প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদিপ্রসিক্তঃ॥"

রামচন্দ্র সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। সীতা ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিতা হইয়াছেন। কবির এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিতত্ত্ব ভূদেবের প্রতিভায় বিশ্লেষিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের শোকের গাঢ়তা বুঝিতে হইলে এই ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।—যে শোক মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসারিত করিয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হৃদয়ের প্রতিগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তাহার নিদারুণ জ্বালাময় ভাব এই ছায়াময়ীর প্রতিস্পর্শে পরিস্ফুট হইতেছে। ভূদেব কবিরচক্ষে এই অলোকসামান্য কবিত্ব দেখিয়াছেন, এবং কবির ভাবে উহার বিশ্লেষ করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরচরিতের সমালোচনা সাহিত্য-সংসারে অতুল্য ও অমূল্য। গিবনের পূর্ব্বে বা পরে রোম সাম্রাজ্যের কথা অনেকেই শুনিয়াছিলেন, উহার অধঃপতনের বিষয়ও অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু গিবনের মানসপটে রোম যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, অপরের

রাজপুটে সে ভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। যে জগজ্জয়িনী নগরী এক সময়ে তিবরের তীরে দণ্ডায়মানা হইয়া, আপনার সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিচয় দিয়াছিল এবং আপনার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যগৌরবে বিশ্বসংসারকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল; গিবন তাহার অতুল্য সমৃদ্ধি, তাহার অসামান্য প্রাধান্য, শেষে তাহার অভাবনীয় অধঃপতনের বিষয় প্রকৃত সাধকের ভাবে, প্রকৃত কবির ভাবে দেখিয়াছিলেন। হিউ এন্‌ৎসেঙ্গ যখন স্বদেশের জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণদিগের পদতলে বসিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন বারাণসী ও শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু ও বুদ্ধগয়া তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে অতীত গৌরবের উদ্দীপক হইয়াছিল। তুমি হিন্দু; তুমি স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়া থাক, তুমি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, গুজরাট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছ, সমগ্র ভারতের মানচিত্রখানি যেন তোমার নখদর্পণে রহিয়াছে, ভারতের কোথায় কোন্ নগর, কোথায় কোন্ পর্ব্বত, কোথায় কোন্ নদী ইত্যাদি রহিয়াছে, তুমি মানচিত্র দেখিবামাত্র, তৎসমুদয় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পার। কিন্তু ভারতের অতীত গৌরবের নিদর্শনক্ষেত্রগুলিতে তোমার স্বদেশপ্রেম পরিস্ফুট হয় নাই, তোমার আত্মাভিমান উদ্দীপিত হয় নাই, তোমার স্বজাতিপ্রীতি তোমাকে কোন মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে নাই। যে সিন্ধুসরস্বতীর মনোহর পুলিনে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ত্রিকালদর্শী তপস্বিগণ বিশ্বপালনী শক্তির উদ্বোধন করিতেন, সেই সিন্ধু সরস্বতীর কথায় তোমার হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের মহান্ ভাব অঙ্কিত হয় নাই। ভারতে সেই কুরুক্ষেত্র নৈমিষারণ্য রহিয়াছে, সেই হরিদ্বার জ্বালামুখী লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীকে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে, সেই কনখল-কুমারিকা আর্য্যধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিতেছে, কিন্তু এগুলি তুমি ভাবুকের চক্ষে—কবির চক্ষে দেখ নাই। হিন্দুশাস্ত্রের মূলতত্ত্বের অনুধ্যানে তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই। ভূদেব প্রকৃত কবির ন্যায় ভারতের তীর্থস্থানগুলির বিষয় ভাবিয়াছেন, এবং প্রকৃত কবির ন্যায় রূপকের ভাবে প্রতি-তীর্থস্থানে হিন্দুধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা তদীয় "পুষ্পাঞ্জলি"তে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি পিতৃমুখে হিন্দুশাস্ত্রের কথা শুনিয়াছিলেন; শেষে হিন্দুশাস্ত্র-সম্বন্ধে আপনার চিন্তাপ্রসূত বিষয়গুলি পিতৃপদেই পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি" চিরকাল বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি অনেক সারগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণেরা পরশুরাম-তীর্থে সমবেত হইয়াছেন। একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মহারাষ্ট্রীয় গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গ্রামবাসিগণ শীতাতপে ক্লিষ্ট, বিষাদে অবসন্ন ও ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছে। কেহ কর্ম্ম করিতে অক্ষম, কেহ পথ চলিতে অসমর্থ, কেহ বা নৈরাশ্যে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে একজন আগন্তুকের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিপাত হইল। আগন্তুক অশ্বারোহী ও ত্রিপুণ্ড্রধারী। তাঁহার করতলে একখানি পুস্তক রহিয়াছে। আগন্তুক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে

অবতীর্ণ হইলেন, নিকটবর্ত্তী শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তক খুলিলেন; কিয়ৎক্ষণকাল পুস্তক পাঠ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রোতৃবর্গকে কহিতে লাগিলেন :—

"আমরা সহ্যপর্ব্বতনিবাসী। * * * আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক। সহ্য আমাদিগের বাসস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্ব। সহ্য, তপস্যা এবং যোগাভ্যাস তিনিই এক পদার্থ। তিনেই ক্লেশ স্বীকার করা বুঝায়। আমরা ক্লেশস্বীকারে ভীত হইতে পারি না। সহ্যবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না, তপশ্চারী হইয়া বিলাসকামী হইব না; যোগাবলম্বী হইয়া যোগভ্রষ্ট হইব না।

"কষ্টস্বীকার সর্ব্বধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির-তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।" এইরূপ গম্ভীর ভাষায় এইরূপ গভীর শাস্ত্রীয় উপদেশ পুষ্পাঞ্জলির অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

মিল্টন যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলণ্ড আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম এক দিনে পর্য্যবসিত হয় নাই; এক স্থানে এই সংগ্রামস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে নাই, এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজজাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্য প্রদেশ সুদৃশ্য নগরাবলীতে শোভিত হইতে থাকে। অন্য দিকে গ্রীস দুই হাজার বৎসরের অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়া উঠে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সময়ে ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বহ্নিস্তূপের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে *। ভূদেবের সময়ে হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিল্টনের সময়ের বিপ্লবের ন্যায় সর্ব্বত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; প্রজালোকের সমক্ষে প্রজালোকের বিচারে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদ ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই। কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড না ঘটিলেও, এই বিপ্লবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলার আবির্ভাব হয়। নবীনভাবের বাহ্যবিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলতা কিয়দংশে বিচলিত হইতে থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভূদেব যখন সংসারে প্রবেশ করেন, তখন বঙ্গসমাজে ইংরেজীভাবের প্রচার ও ইংরেজী শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলণ্ডের [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য সমাজের আপাতরম্য দৃশ্য বঙ্গের ইংরেজী শিক্ষিত যুব[illegible]

* মিল্টনের সম্বন্ধে লর্ড মেকলের প্রবন্ধ।

কের জয়রবকলকে মুখরিত হইতেছিল। এই দৃশ্যের সম্মোহনভাবে অনেক যুবক আত্মহারা হইতেছিলেন। এই পরিবর্ত্তনের যুগে—স্থিতিশীলতার সহিত পরিবর্ত্তনশীলতার, ধর্ম্মসঙ্গত ভাবের সহিত স্বেচ্ছাচারের, শৃঙ্খলার সহিত উচ্ছৃঙ্খলার ঘোরতর সংগ্রামস্থলে ভূদেব জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনে সমুখিত হইলেন। চারি দিকে বিরুদ্ধবাদিগণ কোলাহল করিতেছিলেন; তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, বিরুদ্ধমতের প্রবাহে সম্মুখে নানা অন্তরায় ঘটিতেছিল, তাহাতে দৃক্‌পাত নাই, ভূদেব অটলভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন; অটলভাবে পূর্ব্বতনপথভ্রষ্ট স্বজাতিকে সংযত ভাবের অবলম্বন জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। সুদক্ষ সারথিগণ যেরূপ অপথে ধাবিত অশ্বদিগকে সংযতভাবে রাখিয়া সুপথে পরিচালিত করে, ভূদেবও সেইরূপ পাশ্চাত্যভাববিমুগ্ধ পরিবর্ত্তন প্রয়াসী স্বদেশীয়দিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার এইরূপ ধীরভাবে সমাজের স্থিতি-সাধন চেষ্টার ফল তদীয় "পারিবারিক প্রবন্ধ" ও "সামাজিক প্রবন্ধ"।

পারীনগরীর রাজকীয় পুস্তকালয়ে একখানি হস্তলিখিত উপকথাগ্রন্থ আছে। পুঁথিখানি আরবী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের নাম মহম্মদ কাজবিনী। এই উপকথায় খিদির নামক এক ব্যক্তি এইরূপে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন :—

"একদা আমি একটি অতি প্রাচীন ও বহুজনপূর্ণ নগরে উপস্থিত হইয়া এক জন নগরবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই নগর কত কাল হইল স্থাপিত হইয়াছে? নগরবাসী কহিল, এই নগর কত কালের তাহা আমরা জানি না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও এ বিষয় কিছুই জানিতেন না।" ইহার পাঁচ শত বৎসর পরে আমি সেই স্থানে উপনীত হইলাম। কিন্তু নগরের কোন চিহ্নই আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। একজন কৃষক সেই স্থানে তৃণলতা সংগ্রহ করিতেছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেই জনবহুল নগর কত কাল হইল বিধ্বস্ত হইয়াছে?" কৃষক উত্তর করিল, "এই স্থান পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনই রহিয়াছে।" আমি কহিলাম, "এই স্থানে কি একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না?" কৃষক কহিল, "কখনও না। আমরা যতকাল দেখিতেছি, কোন নগর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে শুনি নাই।" আর পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল; আমি পুনর্ব্বার সেই স্থানে সমাগত হইলাম; দেখিলাম, সেই বৃক্ষলতাপূর্ণ কঠিন ভূভাগ সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্র তীরে একদল ধীবর ছিল; আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পূর্ব্বতন ভূখণ্ড কত কাল হইল, জলময় হইয়াছে? "তাহারা আমার কথায় একান্ত বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, আপনার মত লোকের এরূপ জিজ্ঞাসা করা কি উচিত? এই স্থান চিরকাল এইরূপই রহিয়াছে।" আমি আবার পাঁচ শত বৎসর পরে সেই স্থানে যাইয়া দেখি, সমুদ্র অন্তর্হিত হইয়াছে। নিকটে একটি লোক দণ্ডায়মান ছিল, আমি তাহাকে সমুদ্রের কথা জিজ্ঞাসা

করিলাম। সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। আর পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল, আমি অবশেষে দেখিলাম, সেই স্থানে একটি সুদৃশ্য নগর শোভা পাইতেছে।" *

খিদিজের পরিদৃষ্ট পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল ভূখণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার তুলনা হইতে পারে। ভারতে এক অধিপতির পর আর এক অধিপতি আধিপত্য করিয়াছেন; এক শাসনপ্রণালীর পর আর এক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক রীতিনীতির পর আর এক রীতিনীতি সমাজের প্রতিস্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও চিরকাল একভাবে থাকে নাই। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে যিনি একটি মহাজাতিকে পূর্ব্বতন মহত্ব, পূর্ব্বতন অভিমান, পূর্ব্বতন আধ্যাত্মিক ভাবের কথা স্মরণ করাইয়া সৎপথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ। ভূদেব এই মহাপুরুষোচিত কার্য্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতের থর্ম্মাপলী—সেই পুণ্যপুঞ্জময় গিরিসঙ্কট হলদীঘাটে যখন রাজপুত বীরগণ শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল, তখন প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন, এই ভাবে দেহবিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু যখন হিন্দুত্বের প্রতি অনাদর দেখাইয়াছে, যাহারা এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর উপদেষ্টা ছিল, তাহারা যখন পরানুকরণপ্রয়াসী হইয়াছে এবং আপনাদের চিরগৌরবময় ইতিহাস ভুলিয়া, আত্মমহত্বে বিসর্জ্জন দিয়াছে, তখন ভূদেব গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, হিন্দুত্বে বিসর্জ্জন দিও না। হিন্দু হিন্দুত্বের বলেই বরণীয় ছিল। এখনও হিন্দু হিন্দুত্বের জন্যই পূজিত হইতেছে। তিনি পারিবারিক প্রবন্ধে ও সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দুত্বের কথা বুঝাইয়াছেন। কি বিবাহপদ্ধতি, কি গৃহিণীধর্ম্ম, কি স্ত্রী-শিক্ষা, কি কুটুম্বতা, হিন্দু পরিবারের প্রায় সকল কথাই পারিবারিক প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জাতীয়ভাবের স্থাপন ও পরিবর্দ্ধন, এই প্রসঙ্গে ইউরোপের সমাজ-তত্ত্বের বিবরণ, ইংরেজের ভারতবর্ষে আগমনের ফল ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা সামাজিক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভূদেব বলিয়াছেন, "যুক্তি ও শাস্ত্রের মতে সমাজ, শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ, প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ অতি গৌরবের বিষয়। ইহার প্রাচীনত্ব অসীম, ইহার বন্ধন-প্রণালী অনন্যসাধারণ, ইহার আদর্শ অতি পবিত্র এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, আসীরীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজ সকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে? কিন্তু হিন্দু-সমাজ এখনও অটুট ও অটল। হিন্দু শান্তিপ্রবণ। হিন্দুসমাজবন্ধনের মূলে শান্তি নিহিত রহিয়াছে।

* Calcutta Review, Vol. XLVII, p. 138-139.

হিন্দুর শান্তিপ্রবণতা প্রযুক্তই অত্যল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, এবং হিন্দুর শান্তি-প্রবণতা জন্যই, এক এক জন ইংরেজ ফ্রান্স বা বেলজিয়ম, প্রুশিয়া বা গ্রেটব্রিটেন অপেক্ষাও জনবহুল এক একটি ভারতীয় প্রদেশ নির্ব্বিবাদে শাসন করিতেছেন। হিন্দু বারংবার অপরের অধীন হইয়াছে; এজন্য হিন্দু-সমাজ কখনও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পৃথিবীর শান্তিপ্রবণ কোন্ উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ সমাজ অপরের অধীন না হইয়াছে? ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে, স্পার্টাবাসিগণ এথিনীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিল, গ্রীকেরা মাকিদনীয়দিগের অধীন হইয়াছিল। তাতারীয়েরা চীনবাসিদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, বর্ব্বরদিগের আক্রমণে, রোমক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল *। কিন্তু এইরূপ পরাজয়েও এথেন্স জ্ঞানগৌরবে স্পার্টা অপেক্ষা হীন বলিয়া পরিগণিত হয় নাই; গ্রীস সভ্যতায় মাকিদনের সমক্ষে মস্তক অবনত করে নাই; বিদ্যাবুদ্ধিতে তাতার চীনের সহিত এক শ্রেণীতে দাঁড়াইতে পারে নাই, বা সুসভ্য রোমীয়গণও অসভ্য বর্ব্বরদিগের নিম্নে স্থান পায় নাই।

ভূদেব দেখাইয়াছেন, "জাতীয়ভাবসাধন জন্য হিন্দু-সমাজকে আত্মপ্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরেজের অধীনতাতেই সম্ভব; অতএব ইংরেজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি ও রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ইংরেজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরেজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্য্য-কুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব এবং সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরেজ আত্মসর্ব্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরেজের নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না † ।" ইংরেজ এখন অনেক বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছেন। ইংরেজের আদেশে আকাশ-বিহারিণী সৌদামিনী নানা স্থানে সংবাদ লইয়া যাইতেছে; ইংরেজের ক্ষমতায় সেই চঞ্চল সৌদামিনীই আবার স্থিরভাবে শুভ্র প্রভাজাল বিস্তার করিতেছে। ইংরেজের কৌশলে মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতেছে। যুদ্ধসময়ে ইংরেজের যুদ্ধোপকরণের অসীম প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় ইংরেজের আপনার নহে। ইংরেজ টেলিগ্রাফ্ জর্ম্মণি হইতে, বৈদ্যুতিক আলোক আমেরিকা হইতে, যুদ্ধোপকরণ ফ্রান্স হইতে এবং মুদ্রাযন্ত্র হলন্দ হইতে পাইয়াছেন ‡। হিন্দুও এইরূপে অপরাপর জাতির স্থানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিখিতে পারে। এরূপ হইলে অযথাভক্তি আর হিন্দুকে সর্ব্বদা ইংরেজের অনুকরণে ব্যাপৃত রাখিতে পারে না। পক্ষান্তরে জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনেক বিষয়কে হিন্দু আপনার বলিয়া

---

* সামাজিক প্রবন্ধ—৩৭ পৃষ্ঠা।
† সামাজিক প্রবন্ধ—১৫ পৃষ্ঠা।
‡ ঐ ঐ ১৯ পৃষ্ঠা।

গৌরব করিতে পারে। যে দশগুণোত্তর সংখ্যাপ্রণালীর উপর গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হিন্দুর উদ্ভাবিত; যে প্রভাববতী চিকিৎসাবিদ্যা এক সময়ে সুদূরবর্ত্তী জনপদের পণ্ডিতদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত, যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "সর্ব্বভূতময়ো হি সঃ" প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বাক্য সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহারের মহামন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বপ্রথম হিন্দুর মুখ হইতে উচ্চারিত। এইরূপে হিন্দু অনেক বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীর উপদেষ্টা। ভূদেব হিন্দুকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবার জন্য হিন্দুর মহত্বের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধ্যাপক সীলি এক স্থলে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"অতি প্রাচীন কালে ভারতে জ্ঞানালোক প্রসারিত হইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন সভ্যতা ছিল, অনন্তরত্নের আকর অনুপম প্রাচীন মহাকাব্য ছিল, জ্ঞান-গরিমার ভিত্তিস্বরূপ দর্শনশাস্ত্রাদি ছিল। ঐ জ্ঞানালোকই এক সময়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া প্রতীচ্য ভূখণ্ডের একাংশ আলোকিত করিয়াছিল। ইংরেজ ভারতে যে আলোক সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা উজ্জ্বল হইলেও হিন্দুর অধিকতর হৃদয়াকর্ষক ও অধিকতর কৃতজ্ঞতার উদ্দীপক হয় নাই। ঐ আলোক অন্ধকারময় স্থানে যেরূপ উজ্জ্বল হইত, ভারতে সেরূপ হয় নাই। সুতরাং ইংরেজের আনীত আলোক তমোনাশক উজ্জ্বল আলোক নহে। * * * আমরা হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন নহি; আমাদের হৃদয় হিন্দুর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত বা অধিকতর উন্নত নহে। আমরা অজ্ঞাত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব ধারণা সম্মুখে রাখিয়া, অসভ্যদিগকে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট করিতে পারি, হিন্দুকে সেরূপ পারি না। হিন্দু তাঁহার কাব্য লইয়া আমাদের মহত্তমভাবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। এমন কি, তাঁহার নিকটে অভিনব বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, এরূপ বিষয় আমাদের বিজ্ঞানেও অল্প আছে।" এক জন উদার-প্রকৃতি ইংরেজ এইরূপে হিন্দুর গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। ভূদেব প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির উন্নতিসাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। এইজন্য ভূদেব ধীরে ধীরে সেই মহিমান্বিত মহাজাতির অবলম্বনীয় কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইতে পারেন, তাঁহার কোন কোন সিদ্ধান্ত কাহারও নিকটে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কেহ কেহ তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির অনুমোদন না করিতে পারেন, কিন্তু তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, লিপিক্ষমতা, বিচারপটুতা সর্ব্বোপরি তাঁহার হৃদয়ের সাধুতার বোধ হয়, কেহই অনাদর করিবেন না। জ্ঞান-গভীরতায়—স্বজাতিহিতৈষিতায় তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি জাতীয় সমাজের উপকারের জন্য পাশ্চাত্যসমাজের দোষ প্রদর্শন করিলেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অপ্রিয় হয়েন

* Seeley, Expansion of England, p. 244.

নাই। পাশ্চাত্য সমাজভুক্ত দূরদর্শী প্রধান রাজপুরুষও তাঁহার অভিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন"। †

ভূদেব সামাজিক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রণালী ভাষা প্রভৃতি ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে, তৎসম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। ভাষার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"পিতৃমাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর রক্ষণের ব্যাঘাত হয় এবং মাতার অভাবে তাহার পোষণের ত্রুটি হয়। এই জন্য সাধারণতঃ তাদৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশা ন্যূন হইয়া থাকে। মনুষ্য শিশুর পক্ষে পিতা মাতাও যাহা, মনুষ্য সমাজের পক্ষে ধর্ম্ম এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম্ম সমাজের পিতা, ধর্ম্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয়। ধন বল, দলবন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বল, সকল গিয়াও সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল লোকের ধর্ম্ম এবং ভাষা গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বলা যায় না।

"দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি দেশে সেই সকল দেশের আদিম নিবাসী ইণ্ডিয়ান্ লোকেরা বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্ম খৃষ্টান, এবং ভাষা স্পেনীয় অথবা পোর্টুগীজ্ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মও নাই, পূর্ব্ব ভাষাও নাই। ঐ সকল লোকের আত্মসমাজ সর্ব্বতোভাবেই বিলুপ্ত।

"মার্কিণেরা স্বদেশ হইতে নিগ্রোজাতীয় কতকগুলি লোককে লইয়া গিয়া আফ্রিকা খণ্ডের লাইবিরিয়ানামক প্রদেশে বাস করাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাইবিরিয়াতে আপনাদের অনুরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত করাইয়াছেন। মার্কিনদিগের বড়ই আশা ছিল যে, ঐ সকল লোক আফ্রিকার মধ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে এবং ঐ খণ্ডের অপরাপর নিগ্রো জাতীয়দিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিবে। কিন্তু সে আশা বিফলা হইয়াছে। নিগ্রো জাতীয় ঐ লোক গুলি লাইবিরিয়ায় আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং ভাষা হারাইয়াছিল। তাহারা আর

---

† "Babu Bhudeb Mukerjee's "Samajikprabandha" compares the Hindu social system with that of the west, and teaches that the Hindus have very little to learn in this respect from foreigners. * * * No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the lifelong study and observation of a Brahman of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share."—Annual Address delivered to the Asiatic Society of Bengal by the Hon. Sir Charles Alfred Elliott, K. C. S. I.

অপর নিগ্রোদিগের সহিত মিলিতে পারে না এবং অপর নিগ্রো জাতীয়েরাও আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। প্রত্যুত তাহাদিগের প্রতি নিরতিশয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষ করে। আজি কালি সভ্যতা বা উন্নতির উপাদান বলিয়া যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা সমুদায়ই লাইবিরিয়াতে একত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম আছে, কোর্ট আছে, গির্জ্জা ঘর আছে, বৈদেশিক রাজদূতদিগের অবস্থিতি আছে, বাণিজ্যিক সন্ধিপত্রাদি আছে, আর স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অনুকরণ আছে; নাই লাইবিরিয়ার জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় ভাষা; বলও নাই, বুদ্ধিও নাই, স্বচ্ছন্দতাও নাই, মৌলিকতাও নাই, এবং যদি মার্কিণ এবং ইউরোপীয়দিগের বিশেষ আনুকূল্য না থাকিত, তবে এক দিনে সমীপবর্ত্তী বান্ধব নিগ্রোজাতিদিগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মার্কিণপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যটী নিঃশেষিত হইয়া যাইত। ফলতঃ অন্য জাতিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভাষাদি পাইলে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

"রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত গ্রীস ভিন্ন অপর কোন প্রদেশেই তৎপ্রদেশীয় ভাষায় শিক্ষা সম্পাদন হইবার নিয়ম ছিল না। প্রদেশীয় আদালতগুলিতেও রোমীয়দিগের নিজ লাটিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক জনগণের সামাজিক রীতিও রোমীয় অনুকরণে সংঘটিত হইয়াছিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়িল, তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, প্রদেশবাসিগণ আত্মরক্ষাতেই একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। একমাত্র গ্রীক বা পূর্ব্ব সাম্রাজ্যই বর্ব্বরবিপ্লব হইতে সমধিক কাল সংরক্ষিত হইয়াছিল।

"ভারতবর্ষ পাঁচ শত বৎসরেরও অধিককাল মুসলমানদিগের একান্ত আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় ধর্ম্মের এবং ভাষার এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই। মুসলমানেরা বহুকাল যাবৎ ভারতবাসী হিন্দুদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন আবার হিন্দুদিগেরই পুনরুজ্জীবন হইতে লাগিল। হিন্দুরা এতদূর সতেজ হইয়াছিল যে, প্রকৃত কথায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই সাম্রাজ্যশক্তি ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে বলিতে হয়; ইংরাজ নামে মাত্র মুসলমানের হাত হইতে ভারতসাম্রাজ্য পাইয়াছেন, বস্তুতঃ হিন্দুর স্থানেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

"ভারতবর্ষের ভাষাদি যেমন মুসলমানের আমলে বজায় ছিল, ইংরাজের আমলে সেইরূপ বজায় থাকিবে কিংবা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে, না, রোমসাম্রাজ্যের প্রদেশ গুলিতে যেরূপ হইয়াছিল, আমাদিগের সামাজিক রীতি, এবং ভাষাদিও সেইরূপ বিলুপ্ত ভাব প্রাপ্ত হইবে?

"বিচার্য্য বিষয়টীকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখিতে হইবে (১) ভারতবাসীর ভাষা থাকিবে, কি যাইবে; এবং (২) যদি থাকে, তবে কেমন ভাবে থাকিবে।

"ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশেই অনেকানেক জাতি এবং জাতীয় ভাষা হইয়াছে এবং গিয়াছে। এমন কোন স্থান নাই, যেখানে পূর্ব্ব হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন একটী জাতি বাস করিয়া আছে, অথবা চির-কালাবধি একই ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই মনে কর, এখন এখানে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে—ইহার পূর্ব্বে কোন প্রকার প্রাকৃত ভাষার চলন ছিল, তাহারও পূর্ব্বে কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা চলিত, এবং হয় ত তাহারও পূর্ব্বে ইহার স্থানে স্থানে কোনরূপ পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনুমান এই পর্য্যন্ত যায়। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে যে, দেশটী একবারে মনুষ্যশূন্য ছিল, এরূপ মনে করা যায় না। হয়ত, কোলেরীয়দিগেরও পূর্ব্বে এমন কোন জাতি ছিল, যাহার সামান্ত অবশেষ মাত্র এখনও মৌরভঞ্জের গভীরতম বনপ্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে—উহারা কোন প্রকার অস্ত্রাদির ব্যবহার জানে না এবং বস্ত্র পরিধানও করে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। কোথাও কোন প্রদেশের প্রকৃত আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্চয় করিয়া বাহির করিতে পারা যায় না, এবং তাহাদের কোন ভাষা বা কেমন ভাষা ছিল, তাহা নির্ণীত হয় না।

"এই সকল উদাহরণের দ্বারা জানা যায় যে, জাতির বিধ্বংসে জাতির ভাষাও বিনষ্ট হয়। কিন্তু অনেকানেক স্থল আছে, যথায় জাতির বিধ্বংস না হইয়াও জাতীয় ভাষার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষা বৃহত্তর ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এখনও শত বর্ষের বড় অধিক হয় নাই, ইংলণ্ডের অন্তর্গত কর্ণওয়াল প্রদেশে কর্ণিস্ নামক ভাষার প্রচলন ছিল। উহা আর স্বতন্ত্র ভাষারূপে বিদ্যমান নাই—ইংরাজীতে মিলাইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের পেগু প্রদেশে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক পেগুবী ভাষা প্রচলৎ ছিল। ব্রহ্মদেশীয়েরা পেগু বিজয় করিয়া ঐ ভাষাটীকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া সফলপ্রযত্ন হইয়াছিল—পেগুবী ভাষাটী ব্রহ্ম ভাষার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। রুসিয়াধিকৃত পোলণ্ডের মধ্যেও রুসীয়দিগের যত্নে পোলদিগের ভাষা অন্ত-র্হিত হইয়া যাইতেছে; এবং রুসীয় ভাষার চলন হইতেছে।

* * * * *

"এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষপ্রচলিত ভাষা সমস্তের প্রতি উল্লিখিত লক্ষণগুলি বা তাহাদিগের কোনটী সংলগ্ন হয় কি না।

"পূর্ব্বেই দেখাগিয়াছে যে,ভারতবাসী একেবারে নির্ব্বংশ এবং বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যে সকল জাতি পৃথিবী হইতে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা একান্ত বর্ব্বর, স্বল্পসংখ্যক এবং কতিপয় গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র ছিল—জাতিপদবাচ্য ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদিগের ভাষাগুলিও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন এবং সুপরিস্ফুট হয় নাই। কোন ভাষার পূর্ণতা তদ্ভাষী জনগণের সংখ্যা এবং বিস্তৃতির

অনুক্রমেই জন্মে। বর্ব্বরদিগের সংখ্যাও কম, সুতরাং তাহাদের ভাষা ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ণ এবং অসম্বদ্ধ থাকে। তেমন ভাষাগুলি সহজেই বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির সেরূপ অবস্থা নয়। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৬টী ভাষার নাম পাওয়া যায়, এবং তাহাদিগের অধিকাংশই অধিকসংখ্যক লোকের ব্যবহৃত নয়, এবং পূর্ণাবয়বও নয়, এবং দৃঢ়সম্বদ্ধও নয়। এক কোটির অধিক লোকে যে কয়েকটী ভাষায় কথোপকথন এবং পুস্তকাদি রচনা করে, তাহা প্রধানতঃ ছয়টী; আর্য্যাবর্ত্তে, (১) পঞ্জাবী-সিন্ধু, (২) হিন্দি-হিন্দুস্থানী এবং (৩) বাঙ্গালা-আসামী-উড়িয়া; দাক্ষিণাত্যে, (৪) মহারাষ্ট্রীয়কানারী, (৫) তেলেগু, (৬) তামিল-মালায়ালম। এই ছয়টীর মধ্যে একটী অর্থাৎ হিন্দি-হিন্দুস্থানী ১০.৫ কোটি লোকের ভাষা—সুতরাং পৃথিবীর যত লোকে ইংরাজী কহে, তাহার সমপরিমাণ লোকে হিন্দি-হিন্দুস্থানীও কহে। পঞ্জাবী-সিন্ধুভাষী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৯৫ লক্ষ। অতএব ইউরোপের স্পেনীয় ভাষার সমান। বাঙ্গালা-উড়িয়া-আসামী ৫ কোটি লোকের ভাষা, অর্থাৎ সমস্ত জর্ম্মণভাষী লোকের তুল্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষীর সংখ্যা ২ কোটি, প্রায় ইটালীয়ভাষীর সমান। তেলেগুভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ এবং তামিল-মালায়ামভাষীর সংখ্যাও ১ কোটি ৭০ লক্ষ, অর্থাৎ তুর্কভাষী সমস্ত লোক অপেক্ষাও কিছু অধিক। এই ছয়টী ভাষার মধ্যে একটীও অসম্পূর্ণ বা অসম্বদ্ধ নয়। সকলগুলিতেই উৎকৃষ্ট পদ্য এবং গদ্যগ্রন্থ আছে। এরূপ পূর্ণাবয়ব ভাষা সকল মারা পড়িতে পারে না। জেতৃদিগের নিরতিশয় পীড়নে বিজিত জাতির ভাষা লুপ্ত হয়, অথবা ক্ষুদ্র ভাষা বৃহত্তরের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, কিন্তু এই দুই সূত্রের মধ্যে কোনটীই ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রতি খাটে না। ইংরাজরাজত্বে ভারতবর্ষীয় বহুপ্রচলিত-ভাষার লোপ সম্বন্ধে কোন শঙ্কা হইতে পারে না। ইংরাজ পীড়ন করেন না এবং প্রজার ভাষা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কোন ইচ্ছাই করেন না।" * * *

"যেমন রোমীয়দিগের সময়ে লাটিন ভাষা রোম সাম্রাজ্যে চলিয়াছিল এবং গ্রীক ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, ইংরাজী ভাষাও ভারতবর্ষের সেইরূপ প্রভুত্ব করিবে কি না, ইহাই শেষ বিচার্য্য। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কখন তেমন হইয়া উঠে, তাহা ইংরাজের দোষে হইবে না, ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয়দিগের দোষেই হইবে। ইংরাজেরা এদেশে যতটা ইংরাজী চালাইতে চাহেন, ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় লোকেরা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন।"

যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তৎপর, পক্ষান্তরে যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন, তাঁহারা উভয়েই যেন অভিনিবেশসহকারে উদ্ধৃত কথাগুলির পর্য্যালোচনা করেন। আমাদের জাতীয়সাহিত্য অতি প্রাচীন। প্রাচীনত্বের সীমা নির্দ্দেশ করিলে উহা ইংরেজীর অপেক্ষা আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না।

বাঙ্গালায় যখন সর্ব্বপ্রথম গদ্য লিখিত হয়, তখন ইংরেজী গদ্যের অবস্থা উন্নত ছিল না। বরং প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য প্রাচীন ইংরেজী গদ্য অপেক্ষা অধিকতর সুব্যবস্থিত ও ক্রমোৎকর্ষের পরিচায়ক ছিল। এখন শব্দসম্পত্তিতে, ভাববৈভবে ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থের আধিক্যে ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইংরেজ যে পথে পদার্পণ করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সেই পথের অনুসরণ করিলে, বাঙ্গালীও বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। পরাধীনতায় সাহিত্যের ক্রমোন্নতির পথ যে, অবরুদ্ধ হয় না, তাহা উদ্ধৃত উক্তিতেই পরিস্ফুট হইতেছে। বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট কবিতাকুসুম পরাধীনতার সময়েই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পরাধীনতার কালেই বাঙ্গালা গদ্য পরিমার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় হিন্দুসমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই; সুতরাং পরাধীনতাপ্রযুক্ত হিন্দুর সাহিত্যও কখনও বিলুপ্ত হইবে না। ইংরেজ যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এখন জাতীয়-সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় সমাজের উদ্যম, উৎসাহ ও একাগ্রতার উপর নির্ভর করিতেছে।

ভূদেব কেবল গ্রন্থ লিখিয়া দিনপাত করেন নাই। কেবল গ্রন্থ দ্বারা অস্মদ্দেশে সচ্ছলরূপে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। গ্রন্থকারদিগকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ের অবলম্বন করিতে হয়। তৃতীয় উইলিয়ম ও আনের সময়ে ইংলণ্ডে গ্রন্থকারদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে খ্যাতনামা গ্রন্থকারদিগের অবস্থা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় নাই। জনসন্ যখন ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন, তখন গ্রন্থকারদিগের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় ছিল, কনগ্রিব্ ও আডিসনের ন্যায় বিখ্যাত লেখকগণও কেবল আপনাদের লেখনীর সাহায্যে সংসারযাত্রানির্ব্বাহে সমর্থ হয়েন নাই। ভূদেব আত্ম-পোষণ ও পরিবার-প্রতিপালনের জন্য কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল আত্ম-পোষণ ও পরিবার প্রতিপালনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি হিন্দুর পুণ্য-ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন, শেষে হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষায় উপায় করিয়া পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর ক্রোড়ে চির-নিদ্রিত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণরক্ষা না হইলে এবং ব্রাহ্মণ সংস্কৃতানুশীলনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী না হইলে হিন্দু-সমাজের মঙ্গল হইবে না। যে ব্রাহ্মণের অলোকসামান্য প্রতিভায় এক সময়ে ভারতে অপূর্ব্ব সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, জ্ঞান গৌরবের নিদর্শনস্থল ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছিল, কল্পনার লীলাকাননস্বরূপ অমৃতময় কাব্যাদি প্রচারিত হইয়াছিল; সংক্ষেপে যে ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজের পরিচালক ও হিন্দুসমাজের গৌরবস্থল ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণের এখন কি দশা হইয়াছে? ব্রাহ্মণ এখন অন্নের দায়ে বিব্রত, পরিবারপালনে উদ্‌ভ্রান্ত, ঘোরতর দারিদ্র্য মর্ম্মাহত। অতুলনীয় সভ্যতার প্রবর্ত্তক, অনন্তশক্তিশালী সমাজের পরিচালকের সন্তান এখন নিদারুণ জঠরযন্ত্রণায় অপরের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। দারিদ্র্যের অভি-

যাতে তাঁহাদের শাস্ত্রচিন্তা, শাস্ত্রানুশীলনপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অনেকে এখন চিরন্তন প্রথায় বিসর্জ্জন দিয়া, সংস্কৃতের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, অর্থকরী বিদ্যার আরাধনায় মনোনিবেশ করিতেছেন। অনেকে অমৃতময়ী ভাষার দুর্দ্দশা ও অবমাননা দেখিয়া নির্জ্জনে নিরন্তর নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছেন। সংস্কৃতশিক্ষা যেন এখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পক্ষে মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; এই মহাপাপের জন্যই যেন তাঁহারা এইরূপ শাস্তিভোগ করিতেছেন *। সমাজের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর সম্ভবে না—ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর হয় না। পৃথিবীতে সংস্কৃত ভাষার তুল্য ভাষা নাই। এই অতুল্য ভাষার আলোচনার কি এই পরিণাম? ভূদেব এই পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তিনি চির দিন হিন্দুর হিন্দুত্বরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, শেষে হিন্দুত্বের জন্যই এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির জন্য, অধিকন্তু জাতীয় সমাজের পরিচালক ব্রাহ্মণের নিমিত্ত একজন গ্রন্থকার ও রাজকর্ম্মচারীর এরূপ দান তুলনারহিত। ভূদেব কেবল উপদেশ দিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই, সেই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবারও উপায় করিয়া দিয়াছেন। হিন্দু-সমাজের পরিচালনে তিনি অসীমশক্তিসম্পন্ন বীর পুরুষ; হিন্দু সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার এইরূপ স্বার্থত্যাগ অনন্ত গৌরবে পরিপূর্ণ; হিন্দু সমাজের ইতিহাসে তাঁহার এই মহীয়সী কীর্ত্তি চির মহিমান্বিত। যতকাল হিন্দুসমাজ অটলভাবে থাকিবে, ততকাল এই দূরদর্শী মহাপুরুষের অভিজ্ঞতা ও দানশীলতা স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুকে জাতীয় সমাজের হিতকর কার্য্যসাধনে উপদেশ দিবে।

---

* আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দুরবস্থার জন্য একবার এইরূপ আক্ষেপপ্রকাশ করিয়াছিলেন।—"সে কাল আর এ কাল," ৬৮ পৃষ্ঠা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কোন কোন সুবিজ্ঞ সমালোচক "পরিষদ-পত্রিকা" এই নামের সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাঙ্গালায় সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা হইতে পারে কি না, তদ্বিষয় বিবেচ্য। বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, বাঙ্গালা কেবল সংস্কৃত ভাষার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয় নাই। উহা অনেক স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদেশ মানিয়াছে, স্থলবিশেষে ঐ আদেশেরও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকারণরূপ শৃঙ্খলে ভাষার এই উদ্দাম গতি কঠোর রূপে নিরুদ্ধ করা বোধ হয়, সঙ্গত নয়। একটি উন্নতিশীল ভাষাকে কয়েকটি অতি প্রাচীন সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য উভয়েরই হানি হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য বাঙ্গালায় অনেক সংস্কৃতমূলক শব্দ অসংস্কৃতভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ভাষার উন্নতি বই অবনতির সম্ভাবনা নাই। সকল স্থলেই ভাষার একটি ধারাবাহিক ক্রম নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। এক ভাষার এক স্থলে "সভাসৎসমূহ" বা "বিদ্বৎসমূহের" পরিবর্ত্তে "সভাসদসমূহ" বা "বিদ্বানসমূহ" লিখিয়া, অন্য স্থলে "পরিষৎসমূহ" লিখিবার কারণ দেখা যায় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া, "পরিষদ-পত্রিকা" নাম রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। সময়ান্তরে পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। পরিষদেও এ বিষয়ে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের প্রস্তাব হইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধনে তৎপর, তাঁহারাও এ বিষয়ে উদাসীন নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের অনেকে বাঙ্গালাপ্রবর্ত্তনের বিরোধী। শিক্ষাপরিচরসম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, মহাশয়, বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা কি উর্দ্দু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তিত হইলে মুসলমানদিগের উপকার আছে কি না, এ বিষয়ে কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কয়েকজন পত্রের উত্তর দিয়াছেন। একখানি পত্র আশ্বিন মাসের শিক্ষাপরিচরে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র মুর্শিদাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত মুন্সী তাজিমুদ্দীন সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন। পত্রের একাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে:—"উর্দ্দুকে বঙ্গবাসী

মুসলমানগণের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ভদ্রগৃহে উর্দ্দু ব্যবহার অদ্যাপি বিদ্যমান, কিন্তু এমন পরিবার কুত্রাপি নাই, যে পরিবারে বাঙ্গালা ভাষা আদৌ ব্যবহৃত হয় না, বা বাঙ্গালা বুঝেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন একান্ত কামনীয়। * * বাঙ্গালায় উর্দ্দু অর্থকরী ভাষা নহে, কেবল ধর্ম্মগ্রন্থে বুৎপত্তি লাভের জন্যই উর্দ্দু শিক্ষার প্রয়োজন। উর্দ্দুতে ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদ এত প্রচুর হইয়াছে যে, আরবী শিক্ষা না করিয়া কেবল উর্দ্দু শিক্ষা করিলেও চলে। * * মুসলমান ভদ্রসমাজ আরবী পারসীর যে সকল অনুবাদ মুসলমানী বাঙ্গালায় প্রকাশ করিয়া হিন্দু ভদ্রসমাজের অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া সে গুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলে সকলেই আদরের সহিত পাঠ করিবেন। * মুসলমান-ভ্রাতৃগণ বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া, আরবী, পারসী ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সাহিত্য ইতিহাসাদি গ্রন্থপুঞ্জ বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলে হিন্দু ভদ্রসমাজ কেন, সাধারণ বাঙ্গালী অবশ্যই তাহা পাঠ্য হইবে। এই উপায়ে * * হিন্দু মুসলমানের যে একতা সূত্র ছিন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজে পুনঃস্থাপিত হইয়া, উভয়েরই মঙ্গলের নিদান হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে বঙ্গভাষার বহুল প্রচার না হইলে তাহা অসম্ভব।"

***　　***　　***

আর দুই জন সম্ভ্রান্ত মুসলমানও লিখিয়াছেন :—"বাঙ্গালার মুসলমান জাতির ভাষা সম্বন্ধে যতদূর পরিজ্ঞাত আছি, তাহাতে মুসলমানবর্গের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভিন্ন কিছুই বলিতে পারি না। * * আমার (আমাদের ?) মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তিত হইলে মুসলমানদিগের পক্ষেও বিশেষ সুবিধাই হইবে।" অন্য একজন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত মুসলমান উর্দ্দুর সমর্থন করিয়াছেন। পত্রলেখক মহাশয় শিক্ষাবিভাগের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তিনি বলেন, বঙ্গদেশে দুই শ্রেণীর মুসলমানের বাস। এক শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষেরা ভিন্ন দেশ হইতে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; অন্য শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙ্গালায় থাকিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। উপনিবিষ্ট মুসলমানদিগের সন্তানগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ভাষারই আলোচনা করে এবং ঐ ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহে। দীক্ষিত মুসলমানের সন্তানেরা তাহাদের প্রতিবাসী হিন্দুদিগের ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। উর্দ্দু বঙ্গবাসী অধিকাংশ মুসলমানের মাতৃভাষা না হইলেও উহা তাহাদের জাতীয় ভাষা। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা উর্দ্দুতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। যাহারা উর্দ্দু জানেন না, মুসলমানসমাজে তাঁহাদের প্রায় সম্মান রক্ষা পায় না। মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ জাতি; ধর্ম্মের জন্য উৎসাহ ও একাগ্রতা আজও যেন তাহার চিরদিনই জীবন্তভাবে রহিয়াছে। মুসলমানের ধর্ম্মসংক্রান্ত [illegible]

ভাষায় লিখিত। উর্দ্দুতে উহার কিয়দংশের অনুবাদ হইয়াছে; বাঙ্গালায় উহার অনুবাদ হয় নাই। যে সকল মুসলমান আপনাদের সন্তানদিগকে আরবী শিখাইতে পারেন না, তাঁহারা উর্দ্দু শিখাইয়া থাকেন।

*** *** ***

বাঙ্গালার পাঠ্য-গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ হিন্দুর লিখিত। হিন্দু তাঁহাদের জাতীয়ভাব, আচারব্যবহার, রীতিনীতি এবং পৌরাণিক কথা ও ধর্ম্মানুশাসনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মুসলমানের রীতি নীতি ও ধর্ম্মানুশাসন হিন্দুর লিখিত পাঠ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সীতার বনবাসাদির ন্যায় গ্রন্থ হিন্দুসন্তানের পাঠ্য হইতে পারে, কিন্তু উহার পাঠে মুসলমানসন্তানের তাদৃশ উপকার নাই। এজন্য বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুর আলোচনা করাও মুসলমানের কর্ত্তব্য। আপনাদের জাতীয়ভাবের সহিত সামঞ্জস্য থাকাতে মুসলমান সন্তানেরা বাঙ্গালা অপেক্ষা উর্দ্দুই সহজে শিখিতে পারে। তবে উর্দ্দু এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উন্নত ভাষার মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। এখনও এফ্. এ. পরীক্ষার পাঠ্যের মধ্যে উহার স্থান পাওয়ার সময় হয় নাই। যদি বাঙ্গালা এফ্. এ. পরীক্ষায় প্রচলিত হয়, তাহা হইলে মুসলমান গ্রন্থকারগণ আপনাদের জাতীয় ভাষা উর্দ্দুরও উন্নতিসাধনে মনোযোগী হইতে পারেন।

*** *** ***

পত্রলেখক মহাশয়ের যে সকল যুক্তি পূর্ব্বে উক্ত হইল, তৎসমুদয় শ্রীযুত মুন্সী তাসিমুদ্দীন সরকার মহাশয়ের যুক্তিতে খণ্ডিত হইতেছে। সরকার মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মুসলমানসমাজ যদি পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় আপনাদের ধর্ম্মমূলক বিষয় লিখিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা কেবল মুসলমানের কেন, হিন্দুরও পাঠ্য হইতে পারে। যে ভাবে সীতার বনবাস প্রণীত হইয়াছে, সেইভাবে মুসলমান ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীরগণের আখ্যানাদি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালায় প্রণীত হইলে উহা পাঠ্য না হইবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমানের লিখিত "বিষাদসিন্ধু" প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক হিন্দু উহা আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের রচনা নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে সম্ভ্রান্ত মুসলমানসমাজ বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন। শ্রীযুত মীর মসারবক্স্ হোসেন প্রভৃতি যে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান যে, তাহা দেখাইতে পারেন না, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যদি মুসলমান

ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশে আর একটি ভিন্ন-দেশীয় ভাষাকে স্থান দিতে হয় না।

* * *

১৮ই আশ্বিনের বঙ্গবাসী সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, বিশ্বকোষসঙ্কলনকার শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ২।৩ শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত একখানি গদ্য গ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের নাম নরোত্তম দাস। গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় উপদেশ লিখিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীতে উক্ত গ্রন্থের এই স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে :—"তাহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িত। বাহ্যজ্ঞান রহিত। তেঁহ নিত্য চৈতন্য। তাঁহাকে জানিবে কেমনে। তেঁহ আপনাকে আপনি জানে। যে জন চেতন, সেই চৈতন্য। অতএব স্বরূপ এক বস্তু হয়। * * * তেঁহ প্রথম পুরুষ। তাঁর নাসাগ্রে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি।" প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য রচনা কিরূপ ছিল, তাহা উদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে জানা যাইবে। আশা করি, গ্রন্থকারের জীবনী ও তৎসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ সহ পুঁথিখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

চতুর্থ অধিবেশন।

১১ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট)।

উপস্থিত সভ্য :—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই,

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।
মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু।
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস।
মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে।
শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত।
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি সকলের সম্মতি অনুসারে পরিগৃহীত হইল।

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।
২। মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ।
৩। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র।
৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।
৬। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী।
৭। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়।
৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
৯। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ।
১০। শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ সেন।

রংপুরের ব্রাহ্মক বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্র পঠিত হইল। পত্রখানি

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

কলিকাতা

১লা ভাদ্র, ১৩০১ সাল।

শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

বহুবর্ষ অতীত হইল, মৃত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহু পরিশ্রমে এবং অনুসন্ধানে রাম-নিধি গুপ্ত, ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, হরুঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি কবিদিগের জীবনী সংগ্রহ করিয়া মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত করেন। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রচারিত করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কেবল মাত্র কবি ভারতচন্দ্রের জীবনী ব্যতীত অন্যগুলি গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয় নাই। যদিও ভারতচন্দ্র ব্যতীত উপরোক্ত অন্যান্য কবিগণ কেবলমাত্র সংগীতরচক ছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের জীবনী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সংসারে গ্রন্থাকারে রচিত হওয়া প্রার্থনীয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উত্তরাধি-কারিগণ সেই জীবনীগুলি এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ যদি তাঁহাদিগকে এবিষয়ে উৎসাহ এবং সাহায্য দান করেন, তাহা হইলে সহজেই আশু সেই জীবনীগুলি প্রচারিত হইতে পারে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক, পরিষদের আগামী অধিবেশনে এই পত্রখানির মর্ম্ম ব্যক্ত করেন, ইহাই অনুরোধ।

একান্ত বশংবদ

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অনেক আলোচনার পর স্থিরীকৃত হইল যে, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রাম বসু, প্রভৃতি প্রাচীন কবির জীবনী যাঁহারা প্রকাশিত করিতেছেন, সাহিত্য-পরিষদ অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের পুস্তক প্রকাশিত হইলে এবং উপযুক্ত বোধ করিলে সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত গ্রন্থ ক্রয় বা অন্য কোন রূপে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যও করিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এবং [illegible] শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। প্রস্তাব দুইটি এই:—

বহু-মানাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদ সভাপতি
মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতিতে এবং বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতায় উৎসাহিত হইয়া, আমি পরিষদে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। আশা করি, এবিষয়ে কর্ত্তব্যনির্ণয় জন্য পরিষদ সবিশেষ মনোযোগী হইবেন।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রায় সকল বিষয়ই ইংরেজীতে ধার্য্য আছে। কেবল সাহিত্যে দ্বিতীয় ভাষা স্থলে পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছামত সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ইত্যাদিতে পরীক্ষা দিয়া থাকে। তাহারা গণিত ভূগোল ইতিহাসাদি ইংরাজীতেই শিক্ষা করিয়া থাকে; বিদেশীয় ভাষায় সমগ্র বিষয় শিক্ষা করা ও পরীক্ষা দেওয়া শিক্ষার্থীদিগের নিরতিশয় দুরূহ হইয়া উঠে। ছাত্রগণ তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করে। তিন বৎসরেও ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, তাহাদের সম্যক্ আয়ত্ত হয় না। এইরূপে অন্যান্য বিষয়ের অনুশীলনেও বিস্তর অসুবিধা ঘটে। এজন্য আমার প্রস্তাব এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত সাহিত্য ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে এখন যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই থাকুক; কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল গণিতাদির পরীক্ষা বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতেও হউক। অর্থাৎ প্রবেশিকাপরীক্ষার্থিগণ ভূগোল ইতিহাসাদি আপনাদের দেশীয় ভাষায় শিখিয়া, পরীক্ষা দিতে পারে, তদ্বিষয়ে নিয়ম হউক।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবশ্যক হইলে পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের আগামী অধিবেশনে সভ্য মহোদয়গণের বিবেচনার্থ আমার এই পত্রখানি উপস্থিত করিলে বাধিত হইব।

১লা ভাদ্র
১৩০১ সাল।

বশংবদ
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদসভাপতি
মহোদয়েষু।

সবিনয় নিবেদন,

এখন বাঙ্গালাভাষার ক্রমে উন্নতি হইতেছে, অনেক ভাল গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গালাসাহিত্য ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদও বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি সাধনজন্য

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল ও কলেজে যাহাতে বাঙ্গালার আলোচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু করা এখন আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাঙ্গালার আলোচনাসম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। আমিও কলেজে বাঙ্গালার আলোচনা বিষয়ে একটি প্রস্তাবের উত্থাপনে সাহসী হইতেছি।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষার পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক—অথবা উক্ত পরীক্ষায় অন্ততঃ এক বেলা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক হইতে প্রশ্ন হউক, আর এক বেলা বাঙ্গালা রচনা ও অনুবাদের নিয়ম হউক।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় পাস্‌কোর্সে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালাভাষার পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত হউক।

অনরকোর্সে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সহিত বাঙ্গালা রচনার নিয়ম হউক।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদ হইতে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবশ্যক হইলে, পরিষদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন পত্র প্রেরিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে ও প্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন। যে কোন বিষয়ের সহিত বাঙ্গালাভাষার উন্নতির সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বোধ হয়, পরিষদে উপেক্ষিত হইবে না।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্র খানি সভ্যমহোদয়গণের বিবেচনার্থ পরিষদের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। ইতি

২রা ভাদ্র
১৩০১ সাল। বশংবদ
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

অনেক বিচার ও আলোচনা হইতে লাগিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন:—"প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহিত্য ভিন্ন অপরাপর বিষয় বাঙ্গালায় হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়, এবং তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে পুস্তকেরও কোন অভাব হইবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার বহুদূর প্রসারিত, এবং তন্নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় ছাত্র, পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ভিন্ন প্রদেশীয় ছাত্রদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালার মত উন্নত ও পরিপুষ্ট না হওয়ায়, এই বিষয়ের আপত্তি হইতে পারে ও হইতেছে। Faculty of Arts এর গত অধিবেশনে কোন কোন মুসলমান সভ্য এই সূত্রে উর্দ্দু লইয়া আপত্তির কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন"। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বলিলেন—"বাঙ্গালার মুসলমানদিগের ভাষা যখন বাঙ্গালাই হইয়া পড়িতেছে, তখন মুসলমানদিগের এইরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।" শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—"মফঃস্বলে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন অধিক-

ভাগ প্রচলিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ মুসলমান ছাত্রেরা অনেকেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে,—এমন কি আজ কাল মুসলমান ছাত্রদিগের অনেকে সংস্কৃত শিক্ষাতেও কৃতকার্য্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।" শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু উভয়ে বলিলেন—"আপাততঃ প্রবেশিকা পর্য্যন্ত না করিয়া চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক।" তাহার পর প্রস্তাবকারক শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৯২ সালের পরীক্ষার্থীদিগের তালিকা উপস্থিত করিয়া বিবিধ যুক্তি ও প্রমাণের সহিত প্রস্তাবিত বিষয়টি পরিস্কৃতরূপে প্রতিপাদিত করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু, মহাশয়দিগকে অনুরোধ করা হউক যে তাঁহারা এই বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটী নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত করুন—করিলে পরিষদ তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করিবেন। পরিষদ তাঁহাদিগের প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে তাহা মুদ্রিত করিয়া সাধারণ অধিবেশনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার এক এক খণ্ড সভ্যদিগের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন।

৪। পরিষদের পুস্তকালয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাব উপস্থিত হইলে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, পরিষদের আর্থিক অবস্থা এরূপ নয় যে, আপাততঃ পুস্তক ক্রয় করিয়া পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। তবে পরিষদের সভ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা গ্রন্থকার আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নিজ গ্রন্থ প্রদান করিলে তদ্দ্বারা পুস্তকালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে ক্রমে ক্রমে পুস্তক ক্রয়ও করা যাইতে পারে।

৫। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্র লিখিত প্রস্তাবানুসারে স্থিরীকৃত হইল যে, পরিষদের পত্রিকায় লঙ্ (Long) সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা প্রত্যেক পুস্তকের পার্শ্বে তৎসংক্রান্ত মতামতের সহিত ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

৬। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত পুস্তকাবলী, ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তৎপ্রণীত কঙ্কাবতী নামক উপন্যাস, পরিষদকে প্রদান করায় তাঁহাদিগের দুইজনকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
সভাপতি।
৮ই আশ্বিন।

পঞ্চম অধিবেশন।

৮ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর)

উপস্থিত সভ্য :—

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস।
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী।
শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার।
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস।
শ্রীযুক্ত গোঁসাইদাস গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত।
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায়।
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অসুস্থতা বশতঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারায়, উপস্থিত সভ্যবৃন্দের সম্মতি অনুসারে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে সম্পাদক পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইল :—

১। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ।
২। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র।
৩। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
৪। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত।
৬। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সেন।
৭। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস।
৮। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন।
৯। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন।
১০। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১১। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।
১২। শ্রীযুক্ত মনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায়।
১৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
১৫। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ সিংহ।
১৬। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৭। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৮। শ্রীযুক্ত রামলাল মুখোপাধ্যায়।
১৯। শ্রীযুক্ত সত্যতারণ মুখোপাধ্যায়।
২০। শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার বসু।
২১। শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায়।
২২। শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী সিংহ।
২৩। শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায়।
২৪। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন।

২। তাহার পর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রস্তাব কএকটি পঠিত হইল। প্রস্তাব কয়েকটি এই :—

ওঁ

বৈদ্যনাথ,
দেওঘর,
১৭ ভাদ্র; ব্রাহ্ম সংবৎ ৬৫, বাঙ্গালা ১৩০১।

পরম প্রণয়াস্পদ মিত্রবরেষু—

পরিষদ আমার প্রস্তাব সকল (বোধ হয় সকল প্রস্তাবই) গ্রহণ করিয়াছেন অবগত হইয়া অতীব আহ্লাদিত হইলাম। আর কতকগুলি প্রস্তাব করিতেছি, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী অধিবেশনে পরিষদ সমীপে দর্পেশ করিবেন।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সংবাদপত্রেরা যে সকল বাঙ্গালে প্রয়োগ করিবেন, তাহা পরিষদ এই পত্রিকায় ধরিয়া দিবেন, এবং বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা-লেখকগণ বাঙ্গালা শব্দের পরিবর্ত্তে যে সকল ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাহাও ধরিয়া দিবেন। বাঙ্গালা পড়িয়া যাইতেছি—মধ্যে মধ্যে একটি একটি ইংরাজী শব্দ ইংরাজী অক্ষরে—ইহা ভয়ানক। যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করিলে নয়, তাহার সম্ভবপর বাঙ্গালা অনুবাদ প্রথম দিয়া, তৎপরে বন্ধনীর ভিতর ইংরাজী শব্দ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই দুই বিষয়ে, অর্থাৎ বাঙ্গালে প্রয়োগ এবং ইংরাজী প্রয়োগ বিষয়ে পরিষদের একেবারে নির্দ্দয় হওয়া কর্ত্তব্য। ইঙ্গরাজী গ্রন্থকর্ত্তা সাদি (Southey) বলিয়াছেন—"He who uses a Latin or French word where a pure Anglo Saxon word would serve as well, should be hung, drawn, and quartered for high treason against his mother tongue." "বক্তৃতা দান" ইত্যাদি বাঙ্গালা অক্ষরে লুকায়িত ইংরেজী প্রয়োগের উপরেও পরিষদ খড়্গহস্ত হইবেন। "বক্তৃতা দান" কি রে বাপু?

ভাবী ব্যাকরণ ও ভাবী অভিধানের কোন কোন ক্ষুদ্র অংশ যিনি যাহা লিখিতে

পছন্দ করেন, তাহা লিখিবেন। সে সকল পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ইহা, যাঁহারা অভিধান ও ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহকারী হইবে। এমন কি, যদি একটি বিশেষ বাঙ্গালা শব্দ লইয়া New English Dictionary যাহা এক্ষণে "উক্ষতরণ" নগরে মুদ্রিত হইতেছে, তাহার প্রণালী অনুসারে কেহ লিখেন, তাহাও আদরে প্রকাশিত হইবে। পরিষদ, মধ্যে মধ্যে যে সকল বাঙ্গালা শব্দ বিদেশীয় অর্থাৎ পারস্য, আরব্য,ইংরাজী পোর্টগিজ্ (যথা "বম্বেটে" শব্দ পোর্টগিজ্ bombardier হইতে) প্রভৃতি ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফর্দ্দ পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন। ইহাও ভাবী অভিধানের সহকারী হইবে।

প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনের পর পরিষদ আপনাকে একটি বিশ্রাম ও আমোদ সভাতে (ক্লবে) পরিণত করিবেন। বলা বাহুল্য পান তামাক চলিবে। বন্ধুভাবে অবন্ধভাবে সকলে কথোপকথন করিবেন। কিন্তু যিনি বাঙ্গালা কহিতে কহিতে, বাঙ্গালা ভাষায় যাহার অর্থ হইতে পারে তাহার স্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাঁহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইবে। যাঁহার ইচ্ছা হয় এই ক্লবের কার্য্যে যোগ দিবেন; যাঁহার ইচ্ছা হইবে না তিনি যোগ দিবেন না। পরিষদ রীতিমত মাসিক অধিবেশনের পর (আপনাকে কয়েকটি কথোপকথনমণ্ডলীতে) Conversational groups বিভক্ত করিবেন। প্রত্যেক মণ্ডলী আট জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। প্রত্যেক বারে দুই মণ্ডলী মাত্র গঠিত হইবে। ইহার বেশী হওয়া বোধ হয় সুবিধা হইবে না। প্রত্যেক মণ্ডলীর এক এক জন সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। মণ্ডলীর সকলে পরস্পর ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। মণ্ডলীর সম্পাদক জরিমানার কাগজ লইয়া বসিবেন, এবং ত্রুটি সকল লিখিতে থাকিবেন। জরিমানার কাগজের ফারম্ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ফারম্

নাম	ত্রুটি	ত্রুটির সমষ্টি
অমুক	১+১+১+১	
অমুক	১+১+১+১+১	
অমুক	১+১+১+১	
মণ্ডলী সম্পাদক	১+১+১+১	

পরিষদকে জিজ্ঞাস্য—অমুক ইংরাজী শব্দের ঠিক বাঙ্গালা প্রতি শব্দ কি?
যেমন ত্রুটি হইতে থাকিবে, সম্পাদক অমনি ১, ১, ১, ফেলিয়া যাইবেন।

সম্পাদক নিজের ত্রুটিও অঙ্কিত করিবেন। সম্পাদক জরিমানার কাগজ মণ্ডলীভঙ্গের পর পরিষদের সম্পাদককে দিয়া যাইবেন। জরিমানার পয়সা, মণ্ডলীর সভ্যগণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে সঙ্গে লইয়া আসিয়া পরিষদের সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন। তাহা Benevolent Societyতে প্রদত্ত হইবে। পরিষদের সম্পাদক আগামী মাসিক অধিবেশনে পরিষদকে জরিমানার কাগজে উল্লিখিত ইংরাজী শব্দের

বাঙ্গালা উপযুক্ত প্রতিশব্দ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাতে বহুপকারী তর্ক উত্থিত হইবে। শেষ অবধারণ, পরিষদের সম্পাদক একটি পুস্তকে লিখিয়া রাখিবেন। অবধারিত শব্দগুলি পরিষদের পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা প্রভূত আমোদ, ভাষার প্রভূত উপকার, ও সঙ্গে সঙ্গে দীনের হিতসাধন হইবে। একবার যাহা-দিগকে লইয়া দুইটী মণ্ডলী গঠিত হইবে দ্বিতীয়বার তাহাদিগকে লইয়া গঠিত হইবে না। অন্য লোককে লওয়া হইবে। যে ইংরাজী শব্দ কোন মতে ব্যবহার না করিলে চলে না, তাহা সহসা ব্যবহৃত হইবে, যেমন "ক্লব" শব্দ।

গত কল্য Long's Descriptive Catalogue of Bengali Books রেজেষ্টারি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। তাহা পরিষদকে উপহার দিয়াছি। অমূল্য পুস্তক সম্পূর্ণরূপে দুষ্প্রাপ্য। একেবারে ছাড়িতে অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু ঐ কষ্ট পরিষদের জন্য সহ্য করিলাম। যাঁহাদের পুস্তকের প্রতি আশা আছে, অনেক দিন ব্যবহৃত পুরাতন বন্ধুসম পুস্তক একেবারে ছাড়িতে কত কষ্ট হয়, তাঁহারা জানেন। বর্ত্তমান স্থলে প্রফুল্লচিত্তে উহা পরিষদকে উপহার দিলাম। প্রার্থনা যে পরিষদ কাহাকেও এ পুস্তক হাওলাত না দেন। যাঁহার আবশ্যক হয়, পরিষদের কার্য্যালয়ে আসিয়া পাঠ করিবেন। ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ। বাঙ্গালীর কি রোগ তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আমার এ বিষয়ে নিজের কষ্টপ্রদায়ী অভিজ্ঞতা আছে। এইটি "ইংরেজী-গন্ধবিশিষ্ট" প্রয়োগ হইল। ক্ষমা করিবেন। ইতি

স্নেহশীল

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পাঠান্তর অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে সকলের সম্মতি অনুসারে মীমাংসিত হইল যে, (১) সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থ সকল মনোযোগ সহকারে পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের রচনা মধ্যে যে সকল প্রাদেশিকত্ব দোষ দৃষ্টি করিবেন, তৎসমুদায় যত্নের সহিত সংগৃহীত করিয়া পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবেন। পরিষদ সেই সকলের আলোচনা পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রস্তাবিত অভিধানের কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, কি না, তাহার চেষ্টায় রত হইবেন। (২) পরিষদের সভ্যগণ প্রত্যেকে কথোপকথন ও আলাপাদির সময় ইংরাজী শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তবে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার জনিত অপরাধের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অর্থদণ্ডের দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে। (৩) প্রতি মাসিক অধিবেশনের পর কথোপকথন-মণ্ডলী গঠিত হইলে, এবং মণ্ডলী সাহিত্যসংক্রান্ত আলাপাদিতে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দ্বারা সভ্য সমূহকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে; কারণ অধিবেশনের কার্য্যে অনূন দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপৃত থাকিয়া তাহার পর পুনরায় মণ্ডলীর

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাহা সকলের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইতে পারে। এই কারণ প্রতিমাসে মণ্ডলী সংগঠনের চেষ্টা না করিয়া সময়ে সময়ে করিবার নিমিত্ত পরিষদ যত্নপর হইবেন। (৪) তৎপরে স্থিরীকৃত হইল, লং সাহেবের বহুমূল্য পুস্তক-তালিকা (catalogue) পরিষদকে প্রদান করার নিমিত্ত বসু মহোদয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

২। তদনন্তর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সুদীর্ঘ পত্র পঠিত হইল। পত্র খানি এইঃ—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মহোদয়গণ সমীপেষু।

সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং——

পরিষদের কার্য্যসমূহ বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিয়া আমার মনে অনেকগুলি আশঙ্কা সমুদিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার বাসনা হইল না। কথা এত অধিক যে, মাদৃশ জনের পক্ষে, নিরক্ষর প্রকৃতিবর্গ এবং কোমলমতি ভারতরমণীগণের ন্যায় হইয়া, মৌনব্রত স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ বোধ হইল। কিন্তু যাঁহারা আমাকে পরিষদের সভ্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার পেটের কথা এক কালীন চাপিয়া রাখিলে পাশ্চাত্য প্রণালী মতে সমিতির কার্য্য চলিবে না। অতএব কেবল পাশ্চাত্য-শিক্ষার অনুরোধে কয়েকটী practical questionএর অবতারণা করিলাম। বাস্তবিক প্রশ্ন একটি। কিন্তু সংখ্যাতে অনেক হইয়াছে। ফলতঃ প্রশ্নগুলির মধ্যে একটী পর্য্যায় আমি মনে মনে লক্ষ্য করিয়াছি। আমার অনেক কথাগুলি এক সূত্রে গাঁথা। অপর-স্থলে স্থলে সম্ভবতঃ অনেক ফাঁকও থাকিল। আমি সাধারণ বিধান হইতে বিশেষের অবতারণা না করিয়া Special হইতে General এবং সন্নিহিত কথা হইতে দূরবর্ত্তী কথার প্রসঙ্গ করিলাম।

১। বঙ্গ ভাষাতে শব্দগুলির লিঙ্গ বিচার কোন্ কোন্ স্থলে রক্ষা না করিলে নয়? ইহার বিষয়ে সাধারণ বিধান করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া একটা তালিকা করা সাধ্যায়ত্ত কি না?

২। ইংরাজী ভাষার মধ্যে যে শব্দগুলি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রসংশ্রবে, ফরাসি জর্ম্মণি, ইটালীয়, নব্যগ্রীক, এবং রুসিয় ভাষার সহিত কার্য্যতঃ অভিন্ন, তাহার একটা ফর্দ্দ করা সম্ভবপর কি না?

এস্থলে আমার মনের কথা এই যে, যাঁহারা এতাদৃশ শব্দগুলির বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনা করিতে সাহস করেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে উল্লিখিত তালিকা বিশেষ কার্য্যকর হইতে পারে।

৩। মনে করুন যেন বঙ্গ ভাষাতে তিন প্রকার Style আছে। (ক) যে প্রণালীতে মুখে মুখে কথাবার্ত্তা হয়। (খ) যে প্রণালীতে চিঠি এবং বিষয় কর্ম্মের লেখালিখি হয়। (গ) গ্রন্থ আদি রচনার প্রণালী। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, যে বক্তৃতা করিবার সময়ে, কিম্বা যাঁহাদিগের নিকটে সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাঁহাদিগের সহিত সতর্কতা কিম্বা গাম্ভীর্য্য সহকারে কথা কহিতে হইলে, কিরূপ Styleকে প্রশস্ত গণ্য করা যাইবে? গ্রন্থ রচনার স্থলে, মুখে কথা কহিবার প্রণালীকে প্রধান করে রক্ষা করিতে হইবে, না তাহার বিপরীত বিধান স্বীকার করিয়া, এক দিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ পূর্ব্বক রচনার পারিপাট্য করা ভাল কিনা, এবং পক্ষান্তরে মুখের কথাবার্ত্তায় Style পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কি না? যদি কেহ মনে করেন যে এরূপ প্রশ্ন করাতে আমি সংস্কৃত ভাষাবৎসলতার প্রতি কটাক্ষ করিতেছি, তজ্জন্য আমার বলা আবশ্যক যে এ বিষয়ে আমার মনে সত্য সত্যই একটা খটকা আছে। আমার একজন অতি বিশিষ্ট মাননীয় বন্ধু আদালতে কার্য্য করিতেন, এবং আদালতে বসিয়া যে কোন কথা বলিতেন, তাহাতে Written Style অবলম্বন করিবার জন্যে অনেক চেষ্টা করিতেন। সুতরাং আমার প্রশ্ন দুদিকেই বর্ত্তে।

৪। উর্দ্দু ভাষাতে লিঙ্গ বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়া সমাজের অপকার হইয়াছে কি না? হিন্দি বাঙ্গালা এবং উড়িয়া ভাষার তুলনা হইতে কি উপদেশ লাভ হয়?

৫। কলিকাতাতে রাঢ় এবং বঙ্গ উভয় প্রদেশস্থ লোকের সমাগম আছে। এবং কলিকাতার লোকের বুলি একান্ত রাঢ় প্রদেশানুযায়ী বলা যায় না। তথাচ পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে চিঠি পত্র এবং মুখের কথাতে যে লিঙ্গভেদ, এবং অন্য ব্যাকরণশাস্ত্রোক্ত শুদ্ধাশুদ্ধি লক্ষিত হয়, কলিকাতাতে তাহা কেন পছন্দ হয় না? কয়েক দিবস পূর্ব্বে আমার কোন কুটুম্ব আমাকে একখানি পোষ্ট কার্ডে লিখিয়াছিলেন, 'শ্রীমতী অমুক পীড়িতা' ইহাতে আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। বোধ হয় ইত্যাকার তরল প্রকৃতি বিষয়ে আমি একাকী অপরাধী নহি।

৬। হিন্দী ভাষা উর্দ্দু আকারে সংগঠিত হইবার প্রতি, মুসলমান সৈনিকদিগের ভারতবৎসলতা কি এক মাত্র কারণ, না উর্দ্দু ভাষা দ্বারা, হিন্দী এবং পারস্য ভাষার মধ্যে, মুসলমান রাজকর্ত্তৃক একটী মঙ্গলময় গ্রন্থি স্থাপন হইয়াছিল।

৭। মুসলমান আধিপত্যের সময়ে রাজার অনুগ্রহে ইত্যাকার যে সকল মঙ্গল সাধন হইয়াছিল, তাহার সুখস্বপ্নে আচ্ছন্ন হইয়া, ইংরাজ রাজার সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করা ভুল কি না? ইতি

নিবেদক

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

প্রণাম্য নিবেদন,

আগামী রবিবার অপরাহ্ণে পরিষদের অধিবেশন হইবে। কিন্তু ঘটনাবশতঃ সে দিন আমার পরিষদে যাইবার যো নাই। সুতরাং পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আমার উত্থাপিত প্রশ্নগুলি আলোচনা করিবার কল্পনা দেখিয়া বুঝিলাম পত্র লেখা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

আমি যখন প্রশ্নগুলি লিখিয়াছিলাম, তাহার পরে কাগজখানি নকল করিয়া পাঠাইবারও সাবকাশ পাই নাই। আমি অনেক কথা সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম। আমি কথাবার্ত্তাতে মনের কথা ব্যক্ত করিতে এবং মহাশয়দিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিলাম না; ইহাতে নিতান্ত কুণ্ঠিত থাকিলাম। সম্ভবতঃ মহাশয়দিগের মুখে দুই একটি কথা শুনিলে আমিও আমার কথা কতক পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রশ্নগুলি পাঠাইবার পরে একটী বিষয়ে আমার আত্মীয়বর্গের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি; এবং মহাশয়েরা আগামী রবিবার দিনে যদি সেই কথাটীর আলোচনা করেন, তবে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব।

আমি মহাশয়দিগের নিকটে এই মাত্র নিবেদন করি যে; মহাশয়েরা সমবেত পদে বলিয়া দিন যে, বাঙ্গালা ভাষাতে বিশেষণ পদ প্রয়োগ স্থলে লিঙ্গ বিচার না করিলে ব্যাকরণ দোষ জন্য দূষিত করা কর্ত্তব্য নহে।

বাস্তবিক প্রস্তাবিত বিষয়ে এখন কোন নিয়ম নাই। কিন্তু লেখকেরা স্ব স্ব সংস্কার অনুসারে রচনা করিয়া থাকেন। এই সংস্কার বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইবে। অনেকে বলেন যে কেবল দোকানীরাই রামায়ণ মহাভারত সুর করিয়া পাঠ করে। কিন্তু সুর একটা না একটা সকলেই অবলম্বন করেন। আমার অনুমান এই যে সুরের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক স্থলে লিঙ্গ বিচার করিতে হয়। পক্ষান্তরে ৺ বঙ্কিম বাবুর সহিত কথাস্থলে শুনিয়াছি, তিনি গদ্য রচনার rhythm স্বীকার করিতেন না। বঙ্কিম বাবুর প্রতিবাদ করা আমার বাসনা ও ক্ষমতা কিছুর সহিতই সঙ্গত নহে; কিন্তু লোকে যে কথা কহে তাহাতেও একটু বিনয়ের কি শোকের কি বীভৎসের উদয় হইলে ক্রমশঃ এক একটা সুর বা rhythm ধরা যায়। প্রমাণ স্থলে বলিতে পারি যে দুজন ব্যক্তির কথোপকথন দূরে হইতে শুনিলে যদিও বাক্যগ্রহ না হয়, অথচ কেবল কথার সুর শুনিয়া বুঝিতে পারা যায় যে একজন বিনীতভাবে কি বিদ্রূপ করিয়া কথা কহিতেছেন। পুরাকালে যখন গ্রন্থরচনাতে অল্প লোকেরই অধিকার ছিল, তখন

রচনার পারিপাট্য বিষয়ে অনেক বিচার হইত। এখন মনের কথা কি উপায়ে বোধ আনা ব্যক্ত হইবে, সেই ভাবনাই বলবৎ। এই জন্তেই গদ্য রচনাতে কথাবার্ত্তার প্রণালী প্রবিষ্ট হইতেছে; এই জন্তেই পদ্য পাঠ বিষয়ে সুর দমন করা প্রয়োজন এবং এইজন্তে, ইহাও ভয়ে ভয়ে বলিতে চাহি যে, বাঙ্গালাতে সংস্কৃত ভাষার rhythm প্রবিষ্ট করিবার কল্পনা প্রশস্ত নহে।

আমি এত দূরবর্ত্তী কথার অবতারণা করিতে সাহস করি না। তর্ক উঠিলে আমি এই উৎকট বাঙ্গানুবাদ হইতে নিতান্তই সরিয়া দাঁড়াইব। বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে সংস্কৃত ভাষার পিতৃত্ব কি পৈতামহত্ব বিষয়ে একবারও আপত্তি করিব না। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করিবার প্রস্তাব হইলে আমি অনুমোদন করিতে পারিব না।

অতএব বিশেষণ পদের লিঙ্গ বিচার সম্বন্ধে যাহাতে মহাশয়েরা স্পষ্টাক্ষরে একটা মত প্রকাশ করেন, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। এ বিষয়ে তর্ক করা আমার অভিলষিত নহে। মহাশয়েরা যদি বলেন যে, লিঙ্গ বিচার করিতেই হইবে, তবে আমি সরিয়া দাঁড়াইব। যদি একবারে হস্তক্ষেপ না করেন তবে দুঃখিত হইব। আর যদি বলেন যে 'হাঁ, লিঙ্গ বিচার পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, তাহা হইলে আমি ক্রমশঃ আরও দুই একটি উৎকট কথার অবতারণা করিব।

এ স্থলে আমার মনোগত কথা গোপন করিলে পাশ্চাত্য প্রণালী মতে পরিষদের নিকট অপরাধী হইতাম না। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী। অতএব বিশেষণ পদের লিঙ্গ বিচার নিষেধের সঙ্গে আমার যে আর একটি কথা আছে, তাহাও বলি। এ কথা অপ্রাসঙ্গিক। অতএব সংস্কৃত-বৎসল মহোদয়েরা কর্ণপাত না করিলেই আমি বাধিত হইব। আমি বলি যে বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে ঈ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, ঙ, ঞ, ণ, অন্তস্থ য এবং ব এগুলি দূরীকৃত করিলেও মঙ্গল হইবে। 'ক্ষ' যুক্ত—অক্ষর বলিয়া এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম না। আর যদি কেহ এমন উপায় দর্শাইতে পারেন যে, তদ্দ্বারা স্বরবর্ণের দ্বিবিধ আকৃতি যথা ই, ি, পরিহার করা যাইতে পারে, তবে আমি তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে সম্মত। Destruction সহজ। Construction দুরূহ। অতএব উপস্থিত ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে জঙ্গল পরিষ্কার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা যদি এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ না করি, তবে নিশ্চয়ই উক্ত পুরুষগণের নিকটে নিন্দনীয় হইব।

আমার আর একটি নিবেদন আছে। মহাশয়েরা সম্ভবতঃ তাহা শুনিবেন না। কিন্তু আমার বুদ্ধি সাধ্য অনুসারে চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইব। আমি মহাশয়দিগের নিকটে যোড় হাত করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করি, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনার্থে, University বা Senate এর বাহির হইবেন না। [illegible] মহোদয়দিগের করতলগত তাঁহারাই কর্ত্তা থাকুন। University আমাদিগের পক্ষে 'পর'। পরের ভিক্ষা কখনই করিতে নাই

যম জীর্ণ হইয়াছে। অতএব যদি মাতৃভাষার সকল সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তবে শত্রুর দ্বারে ভিক্ষা পরিত্যাগ করুন। বিশ্ববিদ্যালয় নামক যে কারখানাটি আছে তাহার পরীক্ষাব্যাপারে বাঙ্গালা পুস্তকের নাম থাকিল, কি না থাকিল, তদ্বিষয়ে মহাশয়দিগের দৃক্‌পাত না করিলেই ভাল হয়। আমি এ বিষয়ের আলোচনা করিতেও অবমানিত বোধ করি। কিন্তু মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যে (১) বাঙ্গালা ভাষার মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে Universityর কর্তৃপক্ষদিগের কোন বেদনা আছে কি না; (২) আপনারা মুক্তকণ্ঠে সরলভাবে তাঁহাদিগের নিকট সকল প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিতে সক্ষম কি না। যেখানে Canvass করিয়া Vote সংগ্রহের চেষ্টা ব্যতীত কোনও বিষয় হইতে পারে না, এবং যে স্থলে Canvass করা বাঙ্গালীর পক্ষে অস্বাস্থ্যচিত, সে ক্ষেত্রে প্রবেশ করা মহাশয়দিগের অভিলষিত কি না। আমি Canvassing বিষয়ক প্রথার উপরে কোনও কটাক্ষ করিতেছি না। পাশ্চাত্য রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং রাজধর্ম্ম বিষয়ক আপদ্ধর্ম্ম স্থলে Canvassing প্রথা স্বীকার্য্য হইতে পারে। কিন্তু অধ্যাপনার কার্য্য বিভিন্ন বিষয়। অধ্যাপনার পরিদর্শন উদ্দেশে যদি কোন পরীক্ষালয় স্থাপন করাও যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ স্থলে অত্যুচ্চ Moral Standard প্রতিপালন করা এবং তন্নিমিত্তে প্রশস্ত প্রথা পরিহার করা বিধেয়, এইমাত্র বিবেচনা করিয়াছি। এবং (৩) যে স্থলে গ্রন্থবিক্রয় এবং গ্রন্থ রচনাজনিত অর্থোপার্জ্জন করা এক প্রধান উদ্দেশ্য এবং যে স্থলে পরীক্ষা কার্য্য অপেক্ষা পরীক্ষকদিগের অর্থোপার্জ্জনই গুরুতর চিন্তাস্থল, সেখানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কোন সংশ্রব থাকা উচিত কি না।

আমি কলিকাতা Universityর প্রতি কটূক্তি করিবার পাত্র নহি এবং তাহাতেও আমার অভিরুচি নাই। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ যদি এই কথা বুঝিতে চেষ্টা না করেন তবে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অধুনাতন কোন সমালোচনাতেই যথোচিত ধৈর্য্য দেখা যায় না। লোক সকল নানা কারণে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছে। ইহা কালের স্বধর্ম্ম। ইহাতে কাহারও দোষ নহে। আমি Universityর কৈফিয়ত তলব করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল এই বলি যে উহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া আমাদিগের শৌচাচার সাধন করা শ্রেয়স্কর। University আমাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেমন শূদ্র যজমানও পতিত ব্রাহ্মণের যাজন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, আমরাও সেইরূপ উৎকট ভাব অবলম্বন না করিলে অবৈধ আচরণ হইবে।

আমাদিগের দ্বারা Universityর যে ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার জন্যে উহার কর্তৃপক্ষীয়েরা বিন্দুমাত্র ভাবনা করেন না। এরূপ ভাবনা আর ২৫।৫০ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগের মনে উদয় হইবারও আর সম্ভাবনা নাই। তবে কেন আমরা Universityর দ্বারস্থ হইয়া যাচ্ঞা করিব এবং কেনই বা তাহার অন্তর্বর্ত্তী হইয়া কোনরূপ [illegible]

লাভ করিব। Self-delusion is the worst of all delusions. University সম্বন্ধে পরিষদের এই মোহ বিমুক্ত হওয়া আমার বিবেচনাতে সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। ইতি

নেবুতলা মহাল রোড ১ নং বাটী
২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।

নিবেদক
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

পত্রোল্লিখিত প্রস্তাবগুলি লইয়া অনেক আন্দোলন ও আলোচনা হইল। অনেকে অনেক প্রকার মতামত প্রকাশিত করিলেন। শেষে স্থির করা হইল—প্রস্তাবগুলির যে যে অংশ পরিষদের অধিকার বহির্ভূত, সেই সেই অংশ ভিন্ন অন্যান্য বিষয় সমূহ বিবেচনার ভার একটি শাখা-সমিতির উপর সমর্পিত হউক। শাখা-সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত হইল।—

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
২। শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায়।
৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।
৬। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন।
৭। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।
৮। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
৯। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের পত্র দুইখানি পঠিত হইল। পত্র দুইখানি এই :—

বরাহ নগর।
৩০শে ভাদ্র।
১৩০১।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস ; সি, আই, ই,
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-সভাপতি
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

পরিষদ, উঁহার ৯১ (১) নিয়মানুসারে, সংপ্রতি কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছেন। তজ্জন্য নানা স্থান হইতে বহুবিধ পুরাতন হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইতেছে। এটী অতি মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিষদ কার্য্যক্ষেত্র আরও একটু প্রশস্ত করিতে পারেন। অর্থাৎ আমার অভিপ্রায় এই যে, এসিয়াটিক সোসাইটীর ন্যায় পরিষদও, বাঙ্গালা ভাষার যে [illegible] "[illegible] প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি" আছে, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সংপ্রচ

কারক নিযুক্ত করুন। তাহা হইলে কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে এবং অনেক "সারগর্ভ প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি"ও সংগ্রহ হইবে। এ প্রকার না করিলে যে সমস্ত প্রাচীন পুস্তক এখন পর্য্যন্তও আছে, তাহাও ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে। সংগ্রাহকেরা কোন পুস্তক সংগ্রহ করিলে পর, পরিষদ, উপযুক্ত লোকের উপর সেই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের উপযুক্ত কি না, তাহা বিবেচনা করিবার ভার দিবেন।

২। বঙ্গভাষার পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। তজ্জন্য সময়ে সময়ে প্রবন্ধ ও রচনা লিখিবার জন্য এবং বক্তৃতা দিবার জন্য নূতন লেখক এবং বক্তাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। তজ্জন্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-রচয়িতা এবং বক্তাদিগকে অর্থ কিংবা পদক পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে লোকের মনও এদিকে আকৃষ্ট হইবে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষারও পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে। বিশেষতঃ দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষার উচ্চ শ্রেণীর অতি অল্পই পুস্তক আছে। এই উপায়ে বঙ্গভাষার সে অভাবও অনেকটা দূরীকৃত হইবে ইতি—

বশংবদ

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

সবিনয় নিবেদন,

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিকুলের কীর্ত্তি রক্ষা করা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থলে অনেক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের অনেকের গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। অনেকের গ্রন্থ বিলোপোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এখনও অনুসন্ধান করিলে স্থানে স্থানে কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়। প্রাচীন কবিদিগের কবিত্বকীর্ত্তি এখন কেবল এই জীর্ণ পুঁথিতে আবদ্ধ আছে, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এই রূপ অনেক কবির গ্রন্থ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সম্প্রতি আমি প্রায় ১৭ খানি বিভিন্ন বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। এই সকল কবি পূর্ব্ববাঙ্গালায় অতি প্রাচীন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। যাঁহার নিকটে পুঁথিগুলি রহিয়াছে তিনি তৎসমুদয় প্রকাশের জন্য পরিষদে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন।

এই সকল পুঁথি সংগ্রহ করিলে ভাল হয়। পুঁথিগুলি আপাততঃ পরিষদের পুস্তকাগারে থাকিবে। এখন পরিষদ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণপ্রচারের আয়োজন হইতেছে। রামায়ণের সঙ্গে সঙ্গে, পরিষদের সুবিধানুসারে সমিতির বিবেচনা করিয়া এই সকল প্রাচীন পুঁথি প্রকাশের চেষ্টা করা যাইতে পারে। [illegible]

হইতে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ সকল যেমন খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়, দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য সকলও পরিষদ হইতে সেইরূপ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইবে। পরিষদের মত হইলে এইরূপ প্রাচীন পুঁথি সকল সংগৃহীত হইতে পারে।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রখানি পরিষদের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। ইতি

কলিকাতা,
৭ই আশ্বিন, ১৩০১

বশংবদ
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

পত্র পাঠান্তে সভ্যগণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—প্রস্তাব দুইটি দুইজন ভিন্ন ব্যক্তির হইলেও প্রস্তাব দুইটি কিন্তু বিষয়েতে একই। সুতরাং প্রস্তাব দুইটিকে একটি প্রস্তাব বলিয়াই গ্রহণ করা হইল। তৎপরে পরিষদের আয় ও আর্থিক অবস্থার কথা লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা হইল। অর্থাৎ পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা ও তাঁহার পাথেয়াদি ব্যয়ভার বহন করা আপাততঃ পরিষদের পক্ষে সম্ভব কি না,—ইহা লইয়াই বিস্তর আলোচনা হইল। অন্যতর প্রস্তাবকর্ত্তা রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—পরিষদ যদি প্রকৃত পক্ষে কাজ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে অর্থ সম্বন্ধে কোনরূপ অভাব ঘটিবে না বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ অনেকে অনেক প্রকার মতামত ব্যক্ত করিলে পর স্থিরীকৃত হইল যে,—এই বিষয়ের ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার উপর অর্পিত হউক। প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোক অন্ততঃ এক বৎসর কাল পরিশ্রম করিলে কি পরিমাণ ব্যয় হইতে পারে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। তার পর অর্থ সংগৃহীত হইলে পরিষদকে তাহা জানাইবেন। পরিষদ কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নিকট আশানুরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে পর, লোকনিয়োগাদি যাহা করিতে হয় তাহা করিতে যত্নপর হইবেন। তবে বিনা ব্যয়ে কাহার নিকট হইতে কোন পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে পরিষদের সভ্যগণ তাহা সংগৃহীত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আর বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বক্তা ও লেখকদিগকে পারিতোষিক প্রদান বিষয়ে পরিষদ ভবিষ্যতে বিবেচনা করিবেন।

৫। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে স্থিরীকৃত হইল যে, এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার নিমিত্ত পরিষদ বটব্যাল মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন, কিন্তু এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু করা পরিষদের শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত বলিয়া একান্ত দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন।

৬। তার "পর সিলং সাহিত্য-সভা"র পত্রখানি পঠিত হইল। পত্রখানি এই—

নং ১২০।

১৩০১ বঙ্গাব্দ

২রা আশ্বিন।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

আপনার ২৮শে আগষ্ট তারিখের অনুগ্রহ-লিপি এবং "সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা"র এক খণ্ড যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি। নগণ্য বঙ্গভাষার পরিচর্য্যা সাধনে ও উন্নতি কল্পে দেশের গণ্য মান্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন ইহা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির জীবন্ত পরিচয়, সন্দেহ নাই। নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও, এই সুদূর খাসিয়া শৈলে, আমরাও ঐ মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুকাল হইতে সচেষ্ট; আমাদিগের সাহিত্য-সভার লক্ষ্য ও বিগত ৪ বৎসরের কার্য্য-প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্ত বার্ষিক বিবরণী ও পুস্তক-তালিকা পাঠাইলাম, প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া সুখী করিবেন। অশক্ত হইলেও, উদ্দেশ্যের ঐকমত্য বুঝিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্রপ্রাণ সভাকে আপনাদিগের পরিষদের শাখা ও সহচর এবং উহার অন্যতম "বিশিষ্ট সভ্য" রূপে পরিগণিত করিলে আমরা কৃতার্থ বোধ করিব। এ সম্বন্ধে 'পরিষদে'র অভিপ্রায় অবিলম্বে জানাইয়া বাধিত করিবেন। বলা বাহুল্য, "শিলং সাহিত্য সভা," সাধ্যমত, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র সহায়তা সাধনে ও প্রসার বর্দ্ধনে পশ্চাৎ-পদ হইবে না।

বিনয়াবনত।

শ্রীহরিচরণ সেন।

সম্পাদক, শিলং সাহিত্য সভা

আসাম।

পত্রপাঠের পর স্থিরীকৃত হইল যে, এই বিষয় বিবেচনার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক।

তৎপরে সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদানের পর সভাভঙ্গ হইল।

সম্পাদক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

সভাপতি।

১৯শে কার্ত্তিক।

পরিষদের সভ্য।

১।	মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর,	কলিকাতা।
২।	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্; সি, আই, ই,	বর্দ্ধমান।
৩।	,, রজনীকান্ত গুপ্ত,	কলিকাতা।
৪।	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ; বি এল্	কলিকাতা।
৫।	,, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী,	,,
৬।	,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	,,
৭।	,, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী,	,,
৮।	,, শারদাপ্রসাদ দে,	,,
৯।	,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	,,
১০।	,, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ,	বেলডাঙ্গা—মুর্শিদাবাদ
১১।	,, মতিলাল হালদার, মুন্সেফ,	কলিকাতা।
১২।	,, জগচ্চন্দ্র সেন,	কুমিল্লা।
১৩।	মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১৪।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই,	,,
১৫।	,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—ব্যারিষ্টার,	,,
১৬।	পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,	,,
১৭।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	,,
১৮।	,, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	,,
১৯।	,, সুন্দরীমোহন দাস, এম, বি,	,,
২০।	,, মনোমোহন বসু,	,,
২১।	,, সাতকড়ি হালদার, মুন্সেফ,	,,
২২।	,, গোঁসাইদাস গুপ্ত,	,,
২৩।	,, নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ; সি, এস্,	,,
২৪।	,, দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়,	,,
২৫।	,, ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম, এ,	,,
২৬।	,, উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ; সি এস্,	বগুড়া।
২৭।	,, চারুচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা।
২৮।	,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,

২৯। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, বেলেতোর, বাঁকুড়া।
৩০। „ রাজেন্দ্রলাল সিংহ, কলিকাতা।
৩১। „ ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন, „
৩২। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, „
৩৩। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, „
৩৪। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ডেঃ মাজিষ্টেট, (বিশিষ্ট), রাণাঘাট।
৩৫। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৩৬। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, „
৩৭। „ শারদারঞ্জন রায় এম্, এ, „
৩৮। „ দীননাথ সেন, স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টর ঢাকা।
৩৯। „ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্, কলিকাতা।
৪০। „ অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক), „
৪১। „ রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর।
৪২। „ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৪৩। „ প্রমথনাথ বসু, বি, এস্, সি, কলিকাতা।
৪৪। Sir Monier Williams (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, বরাহনগর।
৪৬। Sir William Hunter (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৭। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, কলিকাতা।
৪৮। „ রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, এম্, এ, „
৪৯। „ অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ; বি, এল্, বাঁকুড়া।
৫০। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ; বি, এল্, (বিশিষ্ট), খিদিরপুর।
৫১। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, „
৫২। „ Mr. John Beames (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫৩। „ বীরেশ্বর পাঁড়ে, কলিকাতা।
৫৪। „ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল্, „
৫৫। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা।
৫৬। „ কৃষ্ণবিহারী সেন এম্, এ, কলিকাতা।
৫৭। „ চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ; বি, এল্ (বিশিষ্ট), „
৫৮। „ গোবিন্দলাল দত্ত, „
৫৯। „ নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্, এ, „
৬০। Sir George Birdwood (বিশিষ্ট), লণ্ডন।

৬১।	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (সাহিত্য-সম্পাদক)	কলিকাতা।
৬২।	,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, (শিক্ষাপরিচর-সম্পাদক)	উত্তরপাড়া।
৬৩।	,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট),	কলিকাতা।
৬৪।	,, মথুরানাথ সিংহ বি, এল্,	বাঁকীপুর।
৬৫।	,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ ; বি, এল্,	,,
৬৬।	শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস, ডেঃ মাজিষ্টেট,	কেন্দ্রাপাড়া।
৬৭।	,, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, ডেঃ মাজিষ্টেট,	রঙ্গপুর।
৬৮।	,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সবডেপুটি,	কলিকাতা।
৬৯।	,, শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি এল্,	,,
৭০।	,, ক্ষীরোদনাথ সিংহ এম্, এ, বি, এল্,	তমোলুক।
৭১।	,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ,	কলিকাতা।
৭২।	,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল,	,,
৭৩।	,, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,
৭৪।	,, বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ,	,,
৭৫।	,, বরদাকান্ত সেন গুপ্ত,	,,
৭৬।	,, কৈলাসচন্দ্র দাস এম, এ,	,,
৭৭।	,, চণ্ডীচরণ সেন, মুন্সেফ,	,,
৭৮।	,, সত্যেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,	,,
৭৯।	,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	হালিসহর।
৮০।	,, পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী,	কলিকাতা।
৮১।	,, শশীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,
৮২।	,, রজনীনাথ রায়, ডেপুটি কণ্ট্রোলার,	,,
৮৩।	,, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ট্রিবিউন সম্পাদক,	লাহোর।
৮৪।	,, চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, কমিশনরের পার্সনাল্ আসিষ্টাণ্ট	ভাগলপুর।
৮৫।	,, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর,	,,
৮৬।	,, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমিশনরের পার্সনাল্ আসিষ্টাণ্ট,	বর্দ্ধমান।
৮৭।	,, রামলাল মুখোপাধ্যায়, উকীল	,,
৮৮।	,, সত্যতারণ মুখোপাধ্যায়, ডেঃ কলেক্টর	,,
৮৯।	,, মন্মথকুমার বসু ,,	,,
৯০।	,, প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় ,,	,,
৯১।	,, বঙ্কুবিহারী সিংহ ,,	,,
৯২।	,, শ্যামাধব রায় ডেঃ মাজিষ্টেট	কলিকাতা।

৯৩।	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন,	ঢাকা।
৯৪।	„ দুর্গাদাস লাহিড়ী	কলিকাতা।
৯৫।	„ নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	কলিকাতা।
৯৬।	„ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত বি, এস, সি,	জব্বলপুর।
৯৭।	„ নন্দলাল বাগচি, ডেঃ মজিষ্ট্রেট	তমোলুক।
৯৮।	„ রমেশচন্দ্র দাস „	বরিশাল।
৯৯।	„ কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত „	„
১০০।	„ বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, মুন্সেফ	„
১০১।	„ অবিনাশচন্দ্র মিত্র „	সিউড়ি।
১০২।	„ গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেঃ মজিষ্ট্রেট	„
১০৩।	„ হরিনারায়ণ মিশ্র, উকীল	„
১০৪।	„ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডেঃ কলেক্টর	বহরমপুর।
১০৫।	„ লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস,	রাজসাহী।
১০৬।	„ চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার	কলিকাতা।
১০৭।	„ আশুতোষ চৌধুরী „	„
১০৮।	„ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, উকীল	„
১০৯।	„ শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডেঃ কলেক্টর	রাজসাহী।
১১০।	„ ব্রজলাল বাগচি, উকীল	„
১১১।	„ গুরুনাথ মুন্সী „	„
১১২।	„ শশধর রায় „	„
১১৩।	„ শরচ্চন্দ্র রায় „	„
১১৪।	„ ব্রজেন্দ্রনাথ দে, সি, এস্, বালেশ্বর।	বালেশ্বর।
১১৫।	„ বিহারীলাল গুপ্ত, সি, এস,	কলিকাতা।

পরিষদের কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, সি, আই, ই।

সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কার্য্য-সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।

পত্রিকা-সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।

Printed by B. N. Nandi at the Valmiki Press 100/1 Mechoobazar Road.

যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ৭ই মাঘের অধিবেশনে পরিষদের অন্যতম সদস্য টাকী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি কল্পে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার পরিষদের প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি উক্ত পুরস্কার, দাতার নামে অভিহিত করিয়া রচনা সম্বন্ধে দাতার নির্দ্দিষ্ট নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছেন।

১। অদ্বৈতবাদ এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায়, এই দুই বিষয়ে যে দুই ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাঁহারা ঐ পুরস্কার পাইবেন। পুরস্কারের পরিমাণ, অদ্বৈতবাদ বিষয়ক গ্রন্থে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা এবং ন্যায় বিষয়ক গ্রন্থে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা।

২। লেখকগণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আগামী ১৩০২ সালের ২৯শে মাঘের পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়ে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর কোন পাণ্ডুলিপি গৃহীত হইবে না।

৩। পরিষদের নির্ব্বাচিত পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া পুরস্কারের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্ধারিত করিবেন। পরিষদের তৎপরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহারা পুরস্কার পাইবেন। পরীক্ষকগণের বিবেচনায় লেখকগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি পুরস্কারের উপযুক্ত না হইলে পরিষদ পুরস্কার প্রদানে বাধ্য থাকিবেন না।

৪। পুরস্কৃত লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থ নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিবেন এবং আপন গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী থাকিবেন। মুদ্রিত গ্রন্থের ২৫ খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও ১০ খণ্ড শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বিনামূল্যে গ্রহণ করিবেন।

৫। গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে। গ্রন্থমধ্যে যে সকল সংস্কৃত বা ইংরাজি বাক্য গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহার অনুবাদ থাকিবে। বাঙ্গালায় এবিষয়ে কোন পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার না থাকিলে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত, প্রচলিত বা নূতন সঙ্কলিত পারিভাষিক শব্দের বর্ণমালানুসারে একটী তালিকা থাকিবে। নূতন সঙ্কলিত অথবা নূতন অর্থে ব্যবহৃত পুরাতন শব্দ গুলি বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য্য দিতে হইবে। পরিশিষ্টে ঐ সকল পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ দিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু এইরূপ প্রতিশব্দ না থাকিলেও যদি অন্যান্য অংশে প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে লেখকের পুরস্কার প্রাপ্তির বাধা থাকিবে না। বাঙ্গালা ভাষায় দুই খানি মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থের প্রচার পুরস্কারদাতার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে।

৬। অদ্বৈতবাদ বিষয়ক গ্রন্থে প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশে ও ভিন্ন দেশে যে সকল মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায় ঐতিহাসিক পদ্ধতিক্রমে বিস্তৃতভাবে

আলোচিত হইবে। বিভিন্ন মতের সমালোচনা, তুলনা বা সামঞ্জস্য প্রদর্শনের জন্য লেখকের যাহা বক্তব্য, তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বিবৃত হইবে।

৭। ন্যায় সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন দার্শনিক মতের আলোচনা, এবং মিথিলা নবদ্বীপ প্রভৃতি ন্যায়শিক্ষার স্থানে ন্যায়শাস্ত্রের কিরূপ আলোচনা, বিকাশ ও পরিণতি হইয়াছে, তাহার সবিস্তর বিবরণ থাকিবে।

৮। ফলতঃ, অদ্বৈতবাদ এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায়, উভয় গ্রন্থের লেখককেই মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ দুই বিষয়ে যতগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া বঙ্গভাষায় একখানি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে হইবে। এতদ্দেশে ও ভিন্ন দেশে অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক ও পোষকগণের মত গুলি বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া অদ্বৈত মত এবং উহার অবান্তর ভিন্ন ভিন্ন মত বুঝাইতে হইবে। ন্যায়সংক্রান্ত গ্রন্থে প্রাচীন কালের ন্যায়দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গেশ উপাধ্যায়, শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, গদাধর ভট্টাচার্য্য এবং জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের হস্তে ন্যায় শাস্ত্রের কি কি অবস্থা, কিরূপ পরিণতি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসারে তাহার সবিস্তর ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিতে হইবে।

৯। নিম্নলিখিত মহোদয়গণের প্রতি পরীক্ষাভার সমর্পিত হইয়াছে :—

অদ্বৈতবাদবিষয়ক গ্রন্থ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল্।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস্, সি।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ।

ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্।

১০। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে জানা যাইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কার্য্যালয়,
২।২ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১লা ফাল্গুন, ১৩০১ সাল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,
সম্পাদক।

৺
সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

১ম ভাগ; ৩য় সংখ্যা।] [মাঘ, সন ১৩০১।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

২য় সংখ্যক সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উল্লিখিত বিষয়ে একটী অতি সুন্দর ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার যুক্তি-যুক্ততা এবং তাহার সঙ্কলন-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আশা করি, সকলেই একমত হইবেন। ঐ বিষয়ে আমারও দুই একটি মত আছে। সেই সকল মত শিক্ষিতসমাজের গোচর করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। আমার বক্তব্য বিষয় প্রণালীগত নহে; উহা কার্য্যগত; কারণ [illegible] শব্দসঙ্কলনে ব্যাপৃত আছি। কিন্তু রামেন্দ্র বাবু [illegible] সহিত শব্দসঙ্কলনকারী ব্যক্তিবর্গের (অর্থাৎ ভবিষ্যতের লেখকগণের) স্বাধীনতায় যে একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। জনের স্বাধীনতার সমবায়ে একটি সমাজ গঠিত হয়; সেই সমাজে দশের স্বাধীনতার সংমিলন দ্বারা একটি সাধারণ কার্য্য-প্রণালী গঠিত হয়। পরিষদের ঐক্য সাহিত্যবিষয়ক ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমষ্টি বলিয়া মনে করা যায়। অদ্যকার পরিষদ ভবিষ্যতেও পরিষদ থাকিবে এবং অদ্যকার লেখকগণের ন্যায় ভবিষ্যতের লেখকগণও এই পরিষদের অঙ্গভুক্ত হইবেন।

আজ পরিষদে আলোচিত হইয়া যে পরিভাষা গৃহীত হইবে, তাহাই যে ভূতলে অমরত্ব লাভ করিবে, ইহা কেহই কামনা বা বাসনা করেন না। ভবিষ্যতের লেখকগণ ভবিষ্যতের পরিষদে তাঁহাদের ধ্যানধারণার উপযোগী পরিভাষা সঙ্কলন করিবেন, ইহা কল্পনা করা অতি স্বাভাবিক। ইয়ুরোপে যাবতীয় সমিতি ও পরিষদের কার্য্য এই প্রকারে চলিয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটীতে (Royal Society) নিউটন, ছটাব্যতিরেকে আলোক

বিস্ফারণ (refraction) সম্ভব নহে, এই কথা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গ্রাহ্য করাইয়াছিলেন বলিয়া কি বৈজ্ঞানিক সমাজের হাত পা বাঁধা ছিল ? আবার সেই সমিতি হইতেই ত ইংলণ্ডে ঠিক তাহার বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইল। আলোচনা দ্বারা যেমন সত্যের উদ্ভাবন হয়, তেমন আলোচনা দ্বারা শব্দের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়, এই হেতু কোন স্থানে কোন নূতন লেখক কর্ত্তৃক নূতন পরিভাষা ব্যবহৃত হইলে পরিষদে তাহার আলোচনা হইবে ;—ইহাই পরিষদের কার্য্য এবং এই হেতু পরিষদের জন্ম হইয়াছে, মনে করি। আমাদের দেশে সম্মিলিত কার্য্য এবং কোন বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনার একান্ত অভাব বলিয়াই আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ ও ভাষা অপুষ্ট রহিয়াছে। আলোচনাতে ভাবের সৃষ্টি ও ভাবের উদ্বেলতা হেতু উহার প্রকাশের চেষ্টাতে ভাষার পুষ্টি সাধিত হয়। পরিষদ ভাষাসঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার পূর্ব্বসোপান স্বরূপ ভাবের আলোচনার দ্বার উদ্ঘাটন করিলেই পরিষদের চেষ্টা পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে আমি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা এই ;—আমি যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তখন গণিতের বিজাতীয় সংজ্ঞাসমূহ আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক করিত, তাহা আমি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। এইরূপে আমি বাঙ্গালায় গণিতের বহুসংখ্যক বিজাতীয় সংজ্ঞার অনুবাদ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা যখন যে বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারা তখন সেই বিষয়ে অনেক পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিতে সমর্থ হয়েন। এই হেতু আমি মনে করি যে, ভাষা সম্পন্ন করিতে হইলে ভাবের আলোচনাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়।

রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে আরও একটী কথা আছে. তিনি তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেন নাই। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'আমাদের অনন্তবিভবশালী পূর্ব্বপুরুষেরা পরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।' লোকে আপনাদের অভাব অপেক্ষা অভাব পূরণের ক্ষমতা ন্যূন এবং সেই অভাবপূরণ অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ করিলেই, ঋণ করিয়া থাকে। যাঁহার অনন্ত বিভব রহিয়াছে, তিনি কেন ঋণ করিতে যাইবেন, তাহার কারণ সুস্পষ্ট বোধগম্য হয় না। যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে, পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলেও ইহা লক্ষিত হইতেছে যে, ঋণ করিয়াও তাঁহারা ঋণের দায়ে সর্ব্বস্ব খোয়ান নাই ; কারণ তাঁহাদের ভাষা অনন্তবিভবশালী। কিন্তু আমাদের ক্ষীণপ্রাণ, অপূর্ণ ভাষা, কোন প্রকারে নিজের দিন নির্ব্বাহ করিয়া চলিতেছে ; তাহাতে ঋণগ্রস্ত হইলে ঋণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইবার কথা। একান্ত দিন নির্ব্বাহ না হইলে দায়ে পড়িয়া ভিক্ষা করা তত দোষের হইবে না। কিন্তু আমাদের ভাষা একান্ত মরু নহে ; সংস্কৃতের সুশীতল নির্ঝরিণী নিরত উহার উর্ব্বরতাসাধনে তৎপর রহিয়াছে। এরূপ স্থলে কর্ষণ দ্বারা যে পরিমাণে ফসল জন্মান যায়, তাহাতেই যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। হেঁয়ালি ছাড়িয়া বলিতে গেলে আমার মত এই যে. যে পর্য্যন্ত নিজের ভাষাতে সহজ শব্দ সঙ্কলন করা যাইতে পারে সে পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষাতে শব্দসঙ্কলন প্রয়োজনীয় বোধ হয় না।

তার পর রামেন্দ্র বাবু খাঁটি বাঙ্গালার দাবী রক্ষা করিতে গিয়া আরও একটু গোল বাধাইয়াছেন। ইংরাজিতে কয়েকটী সুন্দর ও মধুর চলিত শব্দ বৈজ্ঞানিক ভাষায় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রতিশব্দ বাঙ্গালা চলিত ভাষা হইতে গ্রহণ করা তত সহজ হইতেছে না। (এ স্থলে রামেন্দ্র বাবুর উপরোধ সত্ত্বেও একটু তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।) Mass অর্থে "জিনিষ" অতি সুন্দর ও সহজ বটে, কিন্তু body অর্থে কি বুঝাইবে? বিজ্ঞানে mass বলিতে quantity of matter in a body বুঝায়। আমি এই অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত mass অর্থে 'বস্তুমান' শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছি *। সেইরূপ density অর্থে কেহ কেহ 'ঘনত্ব' বা 'ঘনতা' নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু গণিতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ এই তিনের গুণফলকে 'ঘনফল' বলা যায়। এই হেতু পার্থক্যনির্দ্দেশার্থ আমি density অর্থে 'গাঢ়তা' নির্দ্দেশ করিয়াছি †। অপরাপর জাতি হইতে আমাদের শব্দসঙ্কলন বিষয়ে একটি অতি বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে; আমরা ভাষান্তর হইতে ভাব গ্রহণ করিতেছি, এক্ষণে সেই ভাবকে স্বকীয় ভাষাজনিত শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবের দুইটী বিশেষ অঙ্গ আছে, একটী সংখ্যাবাচক ও অপরটী গুণবাচক (quantitative and qualitative); যদ্দ্বারা এই উভয় অঙ্গের সম্যক অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে, তাহাই ভাব প্রকাশের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইবে। Body বলিতে কেবল গুণবাচক ভাব বুঝায়। কোন জড়সমষ্টির পরিমিতাকার বাহ্য প্রকটন ঐ নামের বাচ্য হইয়া থাকে; অতএব তাহার অর্থ 'বস্তু' বা 'জিনিষ' করা যাইতে পারে। কিন্তু mass বলিতে ঐ জড়সমষ্টির পরিমাণ বুঝায়; এই হেতু তাহাতে পরিমাণজ্ঞাপক কোন উপসর্গ বা প্রত্যয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি তাহা বুঝাইবার জন্য 'মা' ধাতুজনিত 'মান' শব্দ 'বস্তু'তে যোগ করিয়া দিয়াছি।

রামেন্দ্র বাবু work অর্থ 'কাজ' করিয়াছেন। কিন্তু action অর্থ তবে কি হইবে? গতিবিজ্ঞানে (Dynamics) work এবং action দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Centrifugal force এর অর্থ লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইয়ুরোপেও এ বাদানুবাদ এখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই; আমাদের মধ্যে ত চলিবারই কথা। এ সম্বন্ধে আমার মত আমি একবার ভারতীতে ব্যক্ত করিয়াছি ‡; অতএব এস্থলে পুনরুল্লেখে ক্ষান্ত রহিলাম। ইংরাজিতে আরও তিনটী শব্দ আছে, তাহা বাঙ্গালাতে সাধারণতঃ একার্থে ব্যবহারযোগ্য হইলেও বিজ্ঞানে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রহিয়াছে; তাহা force, energy ও power। আমি বাঙ্গালাতে ইহাদের অর্থ যথাক্রমে 'বল' 'শক্তি' ও 'ক্ষমতা' করিয়াছি।

---

* ভারতী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) ৯৯ পৃষ্ঠা।

† ঐ „ „ পৃষ্ঠা।

‡ ঐ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) ৯৮ পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞানে এই তিনটী শব্দ পরস্পর বিভিন্ন অর্থে বুঝিতে হইবে। উহাদের ভাবগত অর্থ এইরূপ ;—কার্য্যকরী বলের নাম শক্তি, কার্য্যদ্বারাই ইহার পরিমাণ হয় ; কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ শক্তি কার্য্য করিতে পারে তাহার নাম ক্ষমতা, শক্তিকে সময়ানুক্রমে বিভাগ করিলে ক্ষমতার পরিমাণ পাওয়া যায়।

এই প্রকার আরও দুইটী শব্দ আছে,—Rotation ও Revolution। আমি ইহাদের বাঙ্গালা অর্থ 'বিঘূর্ণন' এবং 'আবর্ত্তন' করিয়াছি। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, যদিও প্রথমে সাধারণের পক্ষে এই সকল শব্দের পার্থক্যবোধ এবং উহাদের স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাবার্থে নিয়োগ তত সহজ ও সুবিধাকর হইবে না, কিন্তু শিক্ষার প্রচলনে দুই এক পুরুষে উহাদের অর্থানুরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে, আশা করা যাইতে পারে। শব্দপ্রয়োগকালে কেবল সুবিধা ও উপযোগিতা দেখিলেই চলে না, তাহাতে একার্থবোধ ও দ্ব্যর্থনিরোধ, এই উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিতে হইবে। শব্দ ব্যাকরণদুষ্ট কিংবা অশ্রুতপূর্ব্ব হইলেও কাহারও আপত্তি হইবার কোন কথা নাই, কিন্তু তাহা এমত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, যাহাতে অন্য শব্দের কিংবা অর্থের সহিত প্রমাদ ঘটাইতে পারে।

Thermometer এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'তাপমান' অনেক কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। উহাকে নির্ব্বাসিত না করিয়া temperature এর বাঙ্গালা অর্থ 'তাপ' এবং heat এর অর্থ 'উত্তাপ' করিলে বোধ হয় কোন অনিষ্ট হইবে না। উত্তাপের উপসর্গটীকে এস্থলে অকারণে জীবন ধারণ করিতে হইবে না। Calorimeter এর বাঙ্গালা 'উত্তাপমান' হইতে কোন আপত্তি নাই *।

পত্রিকার ৯২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা সম্বন্ধেও আমার দুই একটী কথা বলিবার আছে ; সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করের মতে sine এর সংস্কৃত নাম কোটিজ্যা' এবং Cosine এর নাম 'ভুজজ্যা'। ক্রান্তি শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ declination বুঝায় না; ecliptic এর সংস্কৃত নাম 'ক্রান্তিবৃত্ত' এবং এই বৃত্তস্থিত নক্ষত্রদিগের declination কেই 'ক্রান্তি' বলা হইয়া থাকে। Right Ascension এর সংস্কৃত নাম 'লগ্নভুজ' এবং Declinationকে সূর্য্যসিদ্ধান্তের এক-স্থলে 'লগ্নজ্যা' বলা হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত সংজ্ঞা দুইটী অতি উপাদেয় মনে করি। নব্যভারতের জনৈক লেখক right ascension এর বাঙ্গালা 'সরল উন্নতি' করিয়াছিলেন!

বৈজ্ঞানিক শব্দ সঙ্কলনের পূর্ব্বে সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে যে সকল পরিভাষা বিদ্যমান আছে, তাহার একটী বিস্তৃত তালিকা অগ্রে প্রস্তুত করা একান্ত আবশ্যক। আশা করি, পরিষদ এ বিষয়ে অগ্রে মনোযোগী হইবেন। ঐ সকল শব্দ সংগ্রহ করিতে বিস্তর সময় ক্ষেপ

* স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত Heat এর বাঙ্গালা 'তেজ' করিয়াছেন। 'তাপমান' শব্দটীও তাঁহারই উদ্ভাবনীশক্তি-প্রসূত। তিনি Density এর বাঙ্গালা 'ঘনত্ব' করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তাঁহার 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থে যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রায়ই অতি উপাদেয় এবং গ্রহণযোগ্য।

হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইলে কথঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে। এই শব্দ সংগ্রহের জন্য যেমন সংস্কৃতজ্ঞান, তেমন বিষয়জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। আমি যৎসামান্য সংস্কৃত জ্ঞান দ্বারা যে সকল শব্দ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তৎসমুদয়ের প্রকাশার্থ পরিষদের হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। যে স্থলে এক ভাব প্রকাশার্থ দুই কিংবা ততোধিক শব্দ সংগৃহীত হইবে, সে স্থলে আলোচনা দ্বারা উপাদেয়ত্ব নির্ণয় করিয়া যোগ্যতর শব্দ গৃহীত হইবে। শব্দসঙ্কলন ও ভাষাপরিস্ফুটন, এই উভয় কার্য্য একত্র সম্পন্ন করিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, বাঙ্গালা ভাষায়, বিদেশীয় ভাষায় লিখিত বৈজ্ঞানিক আদর্শ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করিতে উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা করা। International Scientific Series এর যাবতীয় গ্রন্থাবলী ইয়ুরোপের যাবতীয় সুসভ্য ভাষাতে অনূদিত ও জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়া থাকে। উহার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে হইলে ইয়ুরোপের যে কোন দেশের খ্যাতনামা লেখকের হস্তে ভারার্পণ করা হয় এবং লেখকের নিজ ভাষায় তাহা প্রথম প্রণীত হয়; তৎপর ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র তাহা অনূদিত হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় ঐ গ্রন্থাবলী বাঙ্গালায় অনূদিত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে যেমন শব্দস্রোত প্রবেশ করিয়া সাহিত্যকে প্লাবিত করিবে, তেমন ভাবসমাবেশে ভাষাও নবজীবন লাভ করিবে। ইহার আরও একটী বিশেষ সুফল এই হইবে যে, নানা ব্যক্তি একই ভাব প্রকাশার্থ নানারূপ পরিভাষা প্রয়োগ করিবেন; পরিষদ অনায়াসে তৎসমুদায়ের মধ্যে যোগ্যতর পরিভাষা গ্রহণ ও উহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবেন।

এ বিষয়ে একটীমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইবে এবং পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থাতে তাহা অতিশয় সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাহা এই যে, উল্লিখিত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করণার্থ প্রচুর সময় ও অর্থের প্রয়োজন হইবে। এখন International Scientific Series প্রায় ৭০ খানার অধিক গ্রন্থের সমষ্টি; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সকল গুলির অনুবাদ হওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি তাহার মধ্যে দশ খানা গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া এক বৎসরের জন্য তৎসমুদয়ের অনুবাদার্থ পুরস্কার বিতরিত হয়, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে লাভবান হওয়া যাইতে পারে। ঐ দশখানা গ্রন্থের অনুবাদ জন্য ৫০৲ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিলে এক বৎসরে মাত্র ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন হইবে। পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে বিজ্ঞানোৎসাহীর সংখ্যা এত অল্প নহে যে, ঐ অর্থ কিংবা তাহা হইতেও অনেক অধিক অর্থ একারণ সংগৃহীত হইতে না পারে। পুরস্কারের পরিমাণ সংগৃহীত অর্থের উপর নির্ভর করিবে এবং যত অধিক পুরস্কার দেওয়া হইবে, তত উৎকৃষ্টতর লেখকগণ ঐ পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষী হইবেন।

আমি উল্লিখিত প্রস্তাব পরিষদে মীমাংসার জন্য প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে পত্রিকাতে প্রকাশার্থ কেন প্রেরণ করিতেছি, সে সম্বন্ধে এস্থলে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। কলিকাতাস্থ সভ্যগণ ভিন্ন পরিষদের মফস্বলস্থ সভ্যগণের মধ্যে অনেকেরই উক্ত বিষয়ে মতা-

মত থাকিতে পারে। এজন্য ঐ সকল মতের সম্যক্ আলোচনাকরণার্থ অগ্রে তাহা পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়া উচিত মনে করি। পত্রিকাতে প্রকাশিত হইলে বাহিরের লোকেরও এ বিষয়ে মতামত জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে এবং ঐ সকল মতের সমালোচনা দ্বারা পরিষদের কার্য্য বহুলপরিমাণে সহজ হইয়া আসিবে।

আমি বিজ্ঞান ও গণিতের পরিভাষাতে যে কয়েকটী শব্দ স্বয়ং সঙ্কলন করিয়াছি, তাহা এস্থলে সাধারণের গোচর করিতে ইচ্ছা করি; যদি ঐ সকল শব্দপ্রয়োগে কাহারও কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঐ সকল শব্দ আমার প্রবন্ধাদিতে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিব।

Mass	... ...	বস্তুমান
Volume	... ...	ঘনফল
Density	... ...	গাঢ়তা
Gravity	... ...	ধরাকর্ষণ
Gravitation	... ...	মাধ্যাকর্ষণ *
Equilibrium	... ...	সাম্য
Force	... ...	বল
Energy	... ...	শক্তি
Power	... ...	ক্ষমতা
Work	... ...	কাজ বা কার্য্য
Action	... ...	ক্রিয়া
Kinetic Energy	... ...	চলচ্ছক্তি
Potential Energy	...	জড়শক্তি
Particle	... ...	অণু
Atom	... ...	পরমাণু
Rotation	... ...	বিঘূর্ণন
Revolution	... ...	আবর্ত্তন
Inertia	... ...	জড়তা
Centrifugal Action	....	কেন্দ্রাতিগ ক্রিয়া
Centripetal force	...	কৈন্দ্রিকাকর্ষণ
Reflection	... ...	প্রতিফলন
Refraction	... ...	বিস্ফারণ

* মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত Gravity ও Gravitation একই অর্থ ধার্য্য করিয়া উভয়ার্থে 'মাধ্যাকর্ষণ' ব্যবহার করিয়াছেন।

Dispersion	...	...	বিশ্লেষণ	
Ellipse	...	...	অবক্ষেত্র *	
Parabola	...	...	সমক্ষেত্র	
Hyperbola	...	...	অতিক্ষেত্র	
Focus	...	...	কুণ্ড বা নাভি †	
Directrix	...	...	ক্ষেত্রপাল	
Vertex	...	...	চূড়া	
Axis ... দণ্ড	Major axis	...	মূল দণ্ড	
	Minor axis	...	অক্ষদণ্ড	
Latus Rectum	...	পরিসর		
Eccentricity	...	ব্যবচ্ছেদ বা বিকার		
Ellipticity	...	আভাস		
Differentiation	...	ব্যুৎপাদন		
Integration	...	সম্পাদন		
Cycloid	...	চক্রাবর্ত্ত		
Spiral	...	ঘূর্ণাবর্ত্ত		

এতদ্ভিন্ন গণিতের আরও কতকগুলি শব্দ সঙ্কলিত আছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের ব্যবহার এক্ষণকার সময়োপযোগী নহে। এস্থলে ইহা স্বীকার করিতেছি যে, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে যে সকল শব্দ পাওয়া যায় তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ নহি।

জ্যোতিষের অধিকাংশ শব্দই আমি সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং ভাস্করের গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। অতি অল্প সংখ্যক স্থলেই আমাকে নিজের বিদ্যা ফলাইতে হইয়াছে। কেবল দূরবীক্ষণবিষয়ক শব্দগুলি স্বয়ং সঙ্কলন করিয়াছি। প্রবন্ধান্তরে এবিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

---

* বাঙ্গালা ভাষায় Ellipse এর প্রতিশব্দ 'বৃত্তাভাস' অনেককাল চলিয়া আসিয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভারতীতে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ নামের সহিত তজ্জাতীয় অপর দুইটী ক্ষেত্রের কোন সামঞ্জস্য রাখা যায় না বলিয়া, আমি উহাদের 'ব্যবচ্ছেদের' বা 'বিকারের' অনুসারী নাম প্রদান করিয়াছি।

† লাটিনে Focus অর্থ 'অগ্নিকুণ্ড', কিন্তু নিউটন Focus এর পরিবর্ত্তে Umbilicus (= 'নাভি') ব্যবহার করিয়াছেন।

উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষালেখকের বক্তব্য।

পরিষদ-পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশে অনুমতি দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার বক্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে দুইটি বিষয়ে পরম আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

প্রথম, আমার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাবিষয়ক প্রস্তাবটি নিতান্ত অরণ্যে রোদন হয় নাই, প্রত্যুত অপূর্ব্ব বাবুর ন্যায় ব্যক্তির সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে, ইহা আমার পক্ষে নিরতিশয় শ্লাঘার বিষয়।

দ্বিতীয়, অপূর্ব্ব বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য ব্রতী হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্যের কথা। সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষাসমিতি যে কার্য্যের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যত্নে ও উদ্যোগে তাহার সম্পাদন পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছে, অপূর্ব্ব বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি স্বয়ং যে সকল পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলিত করিয়া আমাদের ভাষার সমৃদ্ধি বাড়াইয়াছেন, ভরসা করি, তৎসমুদয়ের অনেকেই স্থায়িত্ব লাভ করিবে। তাঁহার উপদেশ ও আনুকূল্য সমিতির বিশেষ আদরণীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই ; এবং তাঁহার প্রবন্ধ পাঠেই আশা হয় যে, পারিভাষিক সমিতি ঐ উপদেশ ও আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হইবেন না। সাহিত্য-পরিষদের নিয়োজিত পারিভাষিক সমিতির সহিত আমার যে একটু সংস্রব আছে, তাহার অধিকারবলে আমি সমিতির পক্ষ হইতে অপূর্ব্ব বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অপূর্ব্ব বাবুর প্রবন্ধের সহিত আমার কোন মূলগত মতান্তর নাই, তাহা পাঠকগণকে বুঝাইতে বোধ করি প্রয়াস পাইতে হইবে না। অপূর্ব্ব বাবু বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত নিজের ভাষাতে সহজ শব্দ সঙ্কলন করা যাইতে পারে, সে পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ সঙ্কলন প্রয়োজনীয় বোধ হয় না"। আমি একবাক্যে ইহার অনুমোদন করি। তবে নিজের ভাষায় শব্দসঙ্কলনের অর্থাৎ অনুবাদের উপযোগিতার একটা সীমা আছে, তাহা অপূর্ব্ব বাবু অস্বীকার করিতেছেন না। সত্তরটা মূল পদার্থের ইংরাজি নামের অনুবাদে সত্তরটা বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়া সময়ের ও পরিশ্রমের অপব্যয় মাত্র। উচ্চারণের সৌকর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইংরাজি নাম গুলি একটু কাটিয়া ছাঁটিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইলেই চলিতে পারে।

পদার্থবিজ্ঞান মূলতঃ বলবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ; এবং সেই প্রতিষ্ঠাতেই পদার্থবিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা। সমুদয় বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ বলবিজ্ঞানের ভাষা যাহাতে পুষ্ট, সমর্থ ও বলিষ্ঠ হয়, তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজিতে বলবিজ্ঞানের ভাষা এখনও পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই। বলবিজ্ঞানের

মূল সূত্র গুলির অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া এখনও যে, গোলযোগ রহিয়াছে, বলবিজ্ঞানের অপূর্ণ ভাষা তাহার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। বলবিজ্ঞানের মূলভিত্তি নিউটনের স্থাপিত ; এবং মোটের উপর নিউটনের পর সেই ভিত্তির দৃঢ়তার অধিকতর উৎকর্ষ হয় নাই। এ পর্য্যন্ত উৎকর্ষসাধনের যে যে প্রয়াস হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ ফল লাভ কিছুই হয় নাই। লর্ড কেলবিন্ ও অধ্যাপক টেটের বলবিজ্ঞানবিষয়ক মহাগ্রন্থের প্রচারের পর হইতে যে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের ঐ ভিত্তির প্রতি দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। গত কতিপয় বৎসর হইতে বলবিজ্ঞানের মূল স্বতঃসিদ্ধ ও সত্য গুলির দার্শনিক তাৎপর্য্য লইয়া, পণ্ডিতগণের মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন ও বাদানুবাদ চলিতেছে, আমি আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছি। অধ্যাপক টেট্ সাহেব প্রাচীন force শব্দের অর্থ লইয়া যে উৎকট তর্ক তুলিয়াছিলেন, তাহা এই সাধারণ আন্দোলনের অঙ্গীভূত। আমার বিবেচনায় টেট্ সাহেবের প্রবর্ত্তিত আন্দোলনে, যে নিবিড় কুজ্ঝটিকা বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়াছে ; শিক্ষার্থীর দৃষ্টিও অধিকতর দূরপ্রসারী ও তথ্যভেদী হইতে সমর্থ হইয়াছে। যতদূর অনুমান হয়, অধ্যাপক ক্লিফোর্ড, কার্ল পিয়ার্সন ও লজ গতির নিয়ম গুলির ও বলবিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ গুলির যেরূপ ব্যাখ্যা দিতে চাহেন, কতকটা সেইরূপ শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হইবার সম্ভাবনা। আমার প্রবন্ধে ফিট্জ্‌জেরাল্‌ডের প্রস্তাবিত যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা কতকটা এই আন্দোলনের ফল। আমার বিশ্বাস, এই আন্দোলনের ফলে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা অচিরেই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিবে।

এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদিগকে বাঙ্গালায় পরিভাষাসঙ্কলনকালে বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। অনুবাদের সময় বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইউরোপে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ভাষার গতি কোন্ মুখে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, আজ যাহা করিলাম, কাল আবার তাহা বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে।

একটি উদাহরণ দিব। ইংরাজি বলবিজ্ঞানে mass এবং inertia দুইটি শব্দ আছে শিক্ষার্থীকে সচরাচর mass অর্থে quantity of matter বুঝান হয়। Quantity of mattor এর অর্থ কি, তাহা আর বুঝান হয় না। যেন একটা ছোট শব্দের বদলে একটা লম্বা প্রতিশব্দ বসাইলেই সব গোল মিটিয়া গেল। তেমনই inertia বুঝাইবার জন্য একটা লম্বা চওড়া বাক্যের বিন্যাস হয়। শিক্ষার্থী যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকে। প্রকৃতপক্ষে inertia শব্দে জড় পদার্থের যে ধর্ম্ম বুঝায়, mass শব্দে সেই ধর্ম্মের পরিমাণ বুঝায়। এক ঘন ইঞ্চ স্বর্ণপিণ্ডে যে বল (ইংরাজি force) এক মিনিট কাল প্রয়োগ করিলে তাহার খানিকটা বেগ জন্মে, এক ঘন ইঞ্চ কাষ্ঠখণ্ডে সেই বল এক মিনিট কাল প্রয়োগ করিলে তদপেক্ষা অধিক বেগ উৎপন্ন হয়। স্বর্ণখণ্ড ও কাষ্ঠখণ্ডের এই প্রত্যক্ষ বিভেদ আছে ; এই বিভেদ-

জ্ঞাপক ধর্ম্মের নাম inertia ; এবং এই বিভেদের পরিমাণজ্ঞাপক নাম mass. Inertia শব্দ "গুণবাচক" (qualitative) ভাব এবং mass শব্দ "সংখ্যাবাচক" (পরিমাণবাচক ? অথবা quantitative) ভাব প্রকাশ করে। উভয় শব্দের এই সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ফিট্‌জ্‌-গেরাল্ড mass শব্দ উঠাইয়া তাহার স্থলে inertance শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রণালী যুক্তিসঙ্গত ও প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিকতার অনুমোদিত।

আর একটি শব্দ আছে density. সমায়তন দুইটি পদার্থের mass এর ইতর বিশেষ হইলে বলা যায় এইটার density বেশী, এইটার কম। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের density ভিন্ন ভিন্ন ; একবার পরিমাপ দ্বারা কোন্ পদার্থের কত density নিরূপণ করিয়া লইলে, mass নিরূপণের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। পদার্থটা কত বড় বলিয়া দিলেই চলে। এই density ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বিশেষত্বসূচক। ইংরাজিতে এইরূপ স্থলে coefficient বলে। ফলে inertia জড় পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম্ম। কোন একটা বস্তুর অথবা bodyর এই ধর্ম্মের পরিমাণ (amount of inertia), mass ; আর যদ্দারা স্বর্ণ, রৌপ্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় পদার্থের inertia গত বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা coefficient of inertia অথবা density. ফিট্‌জগেরাল্ড বলেন inertia, mass, density এই তিনে যখন এইরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তখন একই মূল ধাতু অথবা প্রকৃতির উপর বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে ইহাদের নামকরণ কর্ত্তব্য। এই mass এর নাম inertace এবং density র নাম inertivity ; এই নূতন শব্দ দুইটি সহসা কাণে বাজে, ও সহসা গৃহীত না হইতে পারে। কিন্তু আজ কাল হাওয়ার যেরূপ গতি, নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ যেরূপ অনায়াসে ভাষার মধ্যে স্থান লাভ করিতেছে, তাহাতে ইহারা অথবা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ কোনরূপ শব্দ অচিরাৎ সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হইবারই সম্ভাবনা।

ইংরাজিতে যাহাই হউক, আমরা বাঙ্গলায় পরিভাষার সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়া কেন ঐরূপ প্রণালীবদ্ধ প্রথা অবলম্বন করিব না, তাহার সম্যক্ কারণ দেখি না। মনুষ্যের প্রবৃত্তি মাত্রেরই যে স্থিতিশীলতা আছে, বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা হইতে মুক্ত নহেন। পুরাতন যাহা বহুদিন হইতে আছে, তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে সহজে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হয় না ; নির্ব্বাসন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিলেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস অজ্ঞাতসারে বাহির হয়। নূতনকে ঘরে আনিবার সময় একটু বিবেচনা করিয়া ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিলে এই পরিতাপটুকু না ঘটিতেও পারে। অধ্যাপক ফিট্‌জগেরাল্ডের প্রস্তাবিত পদ্ধতি যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে আমরা আজই তাহা অবলম্বন করিতে পারি।

Inertia অর্থে বাঙ্গলায় জড়তা ব্যবহৃত হইয়াছে। অপূর্ব্ব বাবুও তাহাই বজায় রাখিয়াছেন। বেশ কথা ; mass শব্দে আমরা জাড্য অথবা জড়মান, ও density অর্থে জড়িমা প্রয়োগ করিতে পারি। আপত্তি উঠিবে, mass বলিতেই quantity of matter এইরূপ যে একটা ভাব আসিয়া পড়ে, "বস্তুমান" "সামগ্রীপরিমাণ" "জিনিষ" প্রভৃতি শব্দে তাহা কতকটা

আসে; "জড়মান" শব্দেও না আসে এমন নহে; জাড্য শব্দে একবারেই আসে না। কিন্তু এই ভাবটা অর্থাৎ quantity of matter এই অর্থটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক; সাধারণের মধ্যে চলিত থাকিলেও বৈজ্ঞানিকের নিকট ক্রমেই অনাদৃত হইয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে আমি তর্ক উপস্থিত করিতে অভিলাষী নহি; সে কাজটা মহামহোপাধ্যায়গণের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিকের জন্য একরূপ ভাষা ও অপর সাধারণের জন্য অন্যরূপ সহজ ভাষা রাখা উচিত কি না, এ বিষয়ে মতভেদ ঘটিতে পারে। Entropy, virial, inductance, প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ কখন সাধারণের মধ্যে চলিত হইবে, কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বোধ হয়, এরূপ দুরাশা করেন না। সাধারণকে বিজ্ঞানের উপদেশ দিতে গিয়া, ঐ সকল কঠোর শব্দ প্রয়োগ করিতে গেলে, সাধারণ বিজ্ঞানকে নমস্কার করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। অথচ ঐ সকল শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেও সাধারণকে অপেক্ষাকৃত বন্ধনশূন্য হাল্‌কা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সত্য বুঝান না যাইতে পারে, এমন নহে। সেইজন্য 'জাড্য' ও 'জড়িমা' শব্দটি বৈজ্ঞানিকের জন্য রাখিয়া সাধারণ গৃহস্থের জন্য 'বস্তুমান' ও 'গাঢ়তা' প্রভৃতির আশ্রয় লইলে দোষ না হইতেও পারে। কিন্তু এ বিষয়টি গুরুতর; এ স্থলে তাহার আলোচনায় সাহসী হইলাম না।

এই জনসাধারণের জন্যই আমি 'জিনিষ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলাম। উহার প্রতি আমার বিশেষ মমতা নাই, যদি অন্য কোন শব্দ তৎপরিবর্ত্তে কেহ আনয়ন করেন, তাহাতে সুখী হইব। অপূর্ব্ব বাবুর 'বস্তুমান' সুবিধাজনক হইবে, বোধ হইতেছে না।

Heat ও temperature লইয়া দ্বিতীয় কথা। বিজ্ঞানে যাহাকে heat বলে, সাধারণে তাহার তাৎপর্য্য সহজে হৃদগত করিতে পারে না। সাধারণের সমীপে উভয় শব্দই প্রায় সমানার্থবাচক। অনেক সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক লেখক ও বক্তা temperature অর্থে heat শব্দের অপপ্রয়োগ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আরও কুয়াশায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক টেট্ এই সকল বক্তা ও লেখকগণের প্রতি তীব্রভাষা প্রয়োগের অবকাশ ছাড়েন নাই। চলিত ভাষায় উভয় শব্দে অর্থগত পার্থক্য না থাকায় শিক্ষার্থীকে ঐ পার্থক্যটুকু বুঝাইতে কিরূপ প্রয়াস পাইতে হয়, তাহা শিক্ষকমাত্রেই অবগত আছেন। সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গলায় heat অর্থে তাপ ও temperature অর্থে উষ্ণতা ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তাপ' ও 'উষ্ণতা' দুইএ উচ্চারণগত অনেক বিভেদ; ভাবের পার্থক্য আনয়নে এইরূপ শব্দেরও পার্থক্য অনেক আনুকূল্য করে। অপূর্ব্ব বাবুর প্রস্তাব মত temperature স্থলে 'উত্তাপ' প্রয়োগ করিলে এই অসুবিধা আরও অধিক হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য যে একবার উভয়ের ভাবগত পার্থক্য হৃদগত করিয়াছে, তাহার পক্ষে 'উত্তাপ' ও 'উষ্ণতা' উভয়ই সমান; কিন্তু অপরের নিকট 'তাপ' ও 'উত্তাপে' বিভেদ বুঝান আরও দুষ্কর হইয়া উঠিবে। এই কারণে আমি উত্তাপ বা উত্তাপমানের পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না।

অপূর্ব্ব বাবুর সঙ্কলিত আর দুই একটি শব্দের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে। Potential Energy পদার্থের অবস্থানসাপেক্ষ; ইহাকে 'জড়শক্তি' না বলিয়া 'স্থিতিশক্তি' বলিলে দোষ কি? তবে ইহাতে ইংরাজি potential শব্দের সূক্ষ্ম ভাবটি এবং potential functionএর সহিত আকস্মিক সম্বন্ধটি উভয়েই আইসে না। এ বিষয়ে নিরুপায়।

কণা = particle ও অণু = molecule বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে চলিতে পারে। ইংরাজি molecule ও particle সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবব্যঞ্জক। সময়ক্রমে সূর্য্যের মত প্রকাণ্ড বস্তুটাকেও particle বলিয়া গ্রহণ করা হয়, এরূপ প্রবাদ আছে।

অপূর্ব্ব বাবুর প্রস্তাবে rotation = বিঘূর্ণন ও revolution = আবর্ত্তন। Rotation এর উল্লেখ করিলেই মহামতি আর্য্যভটের 'ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য' ইত্যাদি বাক্য স্বতঃ মনে আইসে; এবং আচার্য্যের আত্মার নিকট প্রণত হইয়া rotation অর্থে তৎপ্রযুক্ত 'আবর্ত্তন' রাখিতে পুলকের সঞ্চার হয়। সংস্কৃত জ্যোতিষে revolution স্থলে 'ভগণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ভগণের ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া জ্যোতিষ্কগণের রাশিচক্রে পরিভ্রমণ ব্যতীত revolution মাত্রেই উহার প্রয়োগে শঙ্কা হইতে পারে। তবে পঙ্কজ অর্থেও ত আমরা পদ্ম ভিন্ন শেওলা বুঝি না; বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় চলিত অর্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ, উভয়েরই অধিকার না রাখিলে চলিবে না।

অপূর্ব্ব বাবুর মতে integration = সম্পাদন ও differentiation = ব্যুৎপাদন; সঙ্কলন ও ব্যবকলনে দোষ কি? কোন কোন পাটীগণিতে সঙ্কলন = যোগ ও ব্যবকলন = বিয়োগ। পাটীগণিতের প্রক্রিয়ার পক্ষে 'যোগ' 'বিয়োগই' যথেষ্ট; ওরূপ ভৈরবরাবের প্রয়োজন কি? অপিচ integration ও addition একই ক্রিয়া; সুতরাং একের জন্য 'যোগ' বজায় রাখিয়া নিনাদশালী অপর শব্দটি integrationএর জন্য দেওয়া যাইতে পারে। Subtraction ও differentiation এক না হইতে পারে; কিন্তু ব্যবকলন সঙ্কলনের বিপরীত প্রক্রিয়া, সুতরাং কোন দোষ ঘটে না। আর একটা কথা; differentiation ও integration এই দুইটি শব্দ আজ কাল গণিতশাস্ত্রের পরিধির বাহিরে গিয়া জীববিদ্যা এমন কি দর্শনশাস্ত্রেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ হর্বট স্পেন্সরের বিখ্যাত অভিব্যক্তিসূত্রের উল্লেখ করিতে পারি। এরূপ স্থলেও অনুবাদলব্ধ শব্দের উপযোগিতা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

Ellipse অর্থে 'বৃত্তাভাস' ও focus শব্দে 'অবিশ্রয়' কিছু দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। উহাদের পরিবর্ত্তনের বিশেষ কারণ দেখি না *।

অপূর্ব্ব বাবু ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন,

---

* যতদূর স্মরণ হইতেছে, বৃত্তাভাস শব্দ নবীনচন্দ্র দত্তপ্রণীত খগোলবিবরণনামক গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল; তাহা হইলে 'বৃত্তাভাস' ভারতী অপেক্ষা প্রাচীন।

আমি তাহার সম্পূর্ণ ভাবে অনুমোদন করি। তবে আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত ও অনুমোদিত হইতে অধিক সময় লাগে না; কার্য্যে পরিণত হওয়াটাই দুর্ঘট; অপূর্ব্ব বাবুর সে আশা শীঘ্র বলবতী হইবে, বাঙ্গালিচরিত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে তাহা ভরসা হয় না। সম্প্রতি একটি ঘটনাতে কতকটা আশার সঞ্চার হয়। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ. মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গলায় দার্শনিক গ্রন্থপ্রচারে উৎসাহদানার্থ সাহিত্যপরিষদের হস্তে সাড়ে সাত শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। দাতা এ নিমিত্ত সাহিত্যসমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তাঁহার বদান্যতা অনুকরণীয়। তিনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, আশা করি, তাহা নিষ্ফল হইবে না। অদ্যাপি পাঠশালার পাঠ্যগ্রন্থ ব্যতীত সাধারণের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হয় নাই বলিলেও হয়। বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিকগ্রন্থের পাঠক নাই, এই কলঙ্কারোপ বঙ্গসমাজ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন কি না, জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা প্রচারের জন্য চেষ্টা হইতেছে। অন্ততঃ সে চেষ্টায় ফললাভের পূর্ব্বে এই কলঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।

বাল্যকালে শুনিতাম, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। শুনিতাম, বাঙ্গালা ভাষায় ভারতের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব আর হয় নাই, তাঁহার ন্যায় মৌলিকতা অন্য কোনও কবির নাই, তাঁহার ন্যায় মধুরত্ব ও লালিত্যও অন্য কবির নাই।

এখনও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি মনে করেন। মাননীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ কবি এখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। অন্যান্য বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকেরও মত এই যে, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন; আধুনিক কবি মধুসূদন দত্তও ভারতের নিকটে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না।

আমরা অদ্য এ বিষয়ে কোনও সমালোচনা করিব না। ভারতচন্দ্র কি দরের কবি, তাহার নিষ্পত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার প্রশংসা করেন, তাঁহারা এক বার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কবিতা পড়িবেন, এইটী আমাদের প্রার্থনা। গুণাকর পত্রে পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী, কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য; গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং অনেক স্থানে অপাঠ্য। আমরা এ বিষয়ে অদ্য কয়েকটী উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি।

সতী ও দক্ষযজ্ঞের কথা লইয়া উভয় কবির কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। শঙ্করের নিকট অনুমতি না পাইয়া, সতী অভিমানিনী হইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন, এই কথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম সতীর অভিমানের স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়াছেন, গুণাকর ভারতচন্দ্র এই স্থলে সতীর দশরূপের বিস্তীর্ণ বর্ণনা দিয়া আপনার চাতুর্য্য ও পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।

অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর,
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিল বাপের বাসে,
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে॥
চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর গুণনিধি,
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইব বাপের বাস,
নিবেদন নাহি করি ডরে॥

পর্ব্বত কাননে বসি, নাহিক পাড়া পড়সী,
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
এক তিল বথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী॥
সুমঙ্গল সূত্র করে, আইলাম তব ঘরে,
পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত।
দূর কর বিসম্বাদ, পূরাহ মনের সাধ,
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পিতা মোর পুণ্যবান, করিবে অনেক দান,
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান,
ভেদবুদ্ধি নাহিক পিতার॥
সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন।
চলিবারে অনুমতি, না দিল পশুপতি,
হৈমবতী হৈল কোপমতি।
আপন স্বভাবে রামা, চলিলা ভ্রূকুটি ভীমা,
একাকিনী বাপের বসতি॥
হইয়া উন্মত্তবেশা, যান দেবী মুক্তকেশা,
না শুনিয়া শিবের বচন।
হরের আদেশ পায়, পাছে পাছে নন্দী ধায়,
বৃষভেরে করিয়া সাজন॥

মুকুন্দরাম।

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপঘরে যাবে।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম

সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপূরা।
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে॥
আর বামকরেতে কৃপাণ খরশান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥ ১॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা উর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥২॥ ভারতচন্দ্র।

দক্ষের শিবনিন্দার কথাও সেইরূপ। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক, যথা—

পরিধান বাঘছাল, গলায় হাড়ের মাল,
বিভূতিভূষিত যার অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা করে মান,
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে॥

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং দ্ব্যর্থ, যথা—

সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়;
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশের বর্ণনায়ও কবিদ্বয়ের বিভিন্নতা বিশেষ লক্ষিত হয়। মুকুন্দরাম সহজ কথায় লিখিয়াছেন—

লয়ে নানা রুদ্র,　　ক্রুদ্ধ বীরভদ্র,
　　চলে যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজ পুর,　ভাঙ্গিয়া করে চুর,
　　কেহ নিবারিতে নারে।
ব্রাহ্মণে ধরিয়া,　　পুথি লয় কাড়িয়া,
　　ডোর দিয়া ভুজ বান্ধে।
ব্রাহ্মণে না মার,　　ব্রাহ্মণে না মার,
　　পৈতা দেখাইয়া কান্দে॥
বেগে হেথা ধায়,　　দানা ধরে তায়,
　　পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি।
ভাঙ্গিল দশন,　　ছিঁড়িল বসন,
　　শ্রুবের মারিয়া বাড়ি॥

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা সকলেই জানেন। তাঁহার কথার বিন্যাস ও ভাষার লালিত্য বিস্ময়কর—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলটল কলকল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ড গোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁপিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীমশব্দ ভাসিছে॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম নাড়িছে॥

এই শব্দবিন্যাস যদি কবিত্ব হয়, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি জগতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

তৎপরে উমার জন্মকথা উভয় কবি বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভবনামক অতুল্য কাব্যে কবিগুরু কালিদাস যে সকল কথা বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কামদেবের ভস্ম হওন, রতির বিলাপ ইত্যাদি বৃত্তান্ত বঙ্গীয় কবিদ্বয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। দুই একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

কামকান্তা কান্দে রতি, কোলে করি মৃত পতি,
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায় কুন্তল ভার, ত্যজে নানা অলঙ্কার,
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণ তলে, রতি সকরুণে বলে,
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেক বিস্মৃত হৈয়া, পাসরিলা প্রাণপ্রিয়া,
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান॥
জাগিয়া উত্তর দেহ, রতিরে সঙ্গতি লহ,
পাসরিলা পূর্ব্বের পীরিত।
তুমি নাথ যাবে যথা, আমি আগে যাব তথা,
তবে কেন হৈল বিপরীত॥
মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি,
রহিব তোমার পদতলে॥

মুকুন্দরাম।

পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু থাল কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥

তুমি কাম আমি রতি,　　　আমি নারী তুমি পতি,

দুই অঙ্গ একই পরাণ।

প্রথমে যে প্রীতি ছিল,　　　শেষে তাহা না রহিল,

পীরিতির এ নহে বিধান॥

যথা যথা যেতে প্রভু,　　　মোরে না ছাড়িতে কভু,

এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।

মিছে প্রেম বাড়াইয়া,　　　ভাল গেলা ছাড়াইয়া,

এখন বুঝিনু মিছে খেলা॥

না দেখিব সে বদন,　　　না হেরিব সে নয়ন,

না শুনিব সে মধুরবাণী।

আগে মরিবেন স্বামী,　　　পশ্চাতে মরিব আমি,

এত দিন ইহা নাহি জানি॥

ভারতচন্দ্র।

কবিগুরু কালিদাসের অনুসরণ করিয়া মুকুন্দরাম গৌরীর তপস্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তপস্যাস্থানে মহাদেব দ্বিজবেশধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন :—

অথাজিনাষাঢধরঃ প্রগল্ভবাক্

জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা,

বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং

শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা।

কুমারসম্ভব।

কালিদাসের মহাদেবের ন্যায় মুকুন্দরামের দ্বিজরূপী মহাদেবও গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

কহ নিরুপমা,　　　কার বোলে কাম,

বাঞ্ছা কেন জটাধরে।

হইয়া সুন্দরী,　　　ভজহ ভিখারী,

দরিদ্র বর দিগম্বরে॥

শুন গো চন্দ্রমুখি,　　　তোমা [illegible] দেখি,

রূপেতে ভুবনমোহিনী।

কতেক আছে বর,　　　ভুবনমনোহর,

ইচ্ছিলা বুড়া বর আপনি॥

অবশেষে মহাদেব নিজরূপ ধারণ করিলেন। হরগৌরীর বিবাহ হইল। মহাদেবের বেশ দেখিয়া মেনকা খেদ করিলেন। পরে মহাদেব সুন্দর রূপ ধারণ করায় মেনকা তুষ্ট হইলেন। এ সমস্ত কথা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র, উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন।

পরের সৌভাগ্য দেখিলে নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা অনেকেরই মনে উদয় হয়। মহাদেবের সুন্দর রূপ দেখিয়া অনেক অভাগিনী নারী আপনাদিগের মন্দ ভাগ্য সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুকুন্দরামের এই বর্ণনাটী উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

দেখিয়া বরের রূপ যতেক যুবতী।
একে একে নিন্দা করে আপনার পতি॥
এক নারী বলে সই মোর গোদা পতি।
সদা কোয়া জ্বরের ঔষধি পাব কথি॥
ভাদ্রপদ মাসে পায়ে পাকুই দুর্ব্বার।
গোদে তৈল দিতে মোর উঠয়ে নেকার॥
ফুলে যদি গোদ কোয়া জ্বর করে বল।
কত বা বাটিব আর গুকড়ার ফল॥
প্রভুর দোসর নাহি উপায় কে করে।
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে॥
দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে।
টুটিল সূতার কড়ি উপায় কি হবে॥
তুপণ কড়ির সূতা এক পণ বলে।
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে॥
চক্ষু খাকুস রোগে নিদ্রা দিল কোন জন বরে।
মিথ্যা রাত্রি জেগে মরি কি কব গোদারে॥
গোদের গেঁজের জোড়া হয় বিপরীত।
পূর্ণিমা হইলে তায় বেরয় শোণিত॥
আর জন বলে পতি বঞ্চিত দশন।
ঝোলঝাল বিনা তার না হয় অশন॥
কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি।
সাঙ্গয়ে . . . বাড়ি কোণে বসে কান্দি॥
আর জন বলে সই মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর ছুটী চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে দুঃখী নাহি সই মোর পারা।
কোলে কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা॥
কেহ বলে মোর পতি বড়ই নির্গুণ।
কত বা পুষিব দিয়া মা বাপের ধন॥

আর জন কহে সখী মোর পতি খোঁড়া।
নড়িতে চড়িতে নারে ঘর করে যোড়া।
আর সতী বলে সখী মোর পতি কুঁজা।
কুঁজ ভাল হইলে পুজিব দশভুজা॥
চিত হয়ে শুতে নারে মরি মরি করে।
আড়াই হাত খাদ করে মেঝের ভিতরে॥
লোকের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি।
সংসার ছাড়িয়া আমি হব দেশান্তরী॥
আর জন বলে সই মোর স্বামী কালা।
অন্যের সংসার ভাল মোর বড় জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কথা কহি দিনে পতি সনে।
রাত্রি হৈলে থাকে যেন পশুর শয়নে॥
সার্থক তপস্যা গৌরী কৈল অভিলাষে।
সেই হেতু পাইল বর মনের হরিষে॥
অদৃষ্টের কথা কিছু কহনে না যায়।
যে লিখিয়া থাকে বিধি অবশ্য তা হয়॥
আর নারী বলে হোক্ না ভাবিহ ব্যথা।
মনোদুঃখ মনে রাখ ভাল পাবে কোথা।
যে হোক সে হোক নারীর পতি ভূষণ।
পতি সেবা কর সবে যেন নারায়ণ॥

এই বর্ণনাটীতে বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু বর্ণনাটী সরল ও স্বাভাবিক। মুকুন্দরাম যাহাই লিখেন, তাহাই সরল ও স্বাভাবিক। নারীগণ আপনাদিগের মন্দ ভাগ্যের বিষয়ে আক্ষেপ করিতেছে বটে, কিন্তু পতিসেবাই যে নারীর পরম ধর্ম্ম, এই মহীয়সী কথাও স্মরণ করিতেছে।

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে কিরূপে নারীগণের পতি-নিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। মুকুন্দরামের বর্ণনা স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য; ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অস্বাভাবিক এবং ভদ্রসমাজে অপাঠ্য।

দেবদেবীর কথা সাঙ্গ করিয়া মুকুন্দরাম দুইটী উপাখ্যান লিখিয়াছেন, একটী কালকেতু ও ফুল্লরার উপন্যাস; অপরটী শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান। দুইটী উপাখ্যানই সরল ভাষায় লিখিত, দুইটীতেই মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি গুলি ও নরনারীর সুখদুঃখ সহজ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কালকেতু পশু বধ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহার গৃহিণী ফুল্লরা সেই পশু মাংস হাটে বাজারে বিক্রয় করিতে যায়, এবং স্বামীর গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করে। চণ্ডী

অনুগ্রহে সেই কালকেতু দেশের রাজা হইল। চণ্ডী যখন প্রথমে ষোড়শী রূপে কালকেতুর ঘরে দর্শন দিলেন, ফুল্লরা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল, এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী যে পরিচয় দিলেন, সেটী উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

কি আর জিজ্ঞাসা কর, আইলাম তোমার ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুঃখ।
দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন,
আজি হইতে সম্পদের সুখ॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়,
ভবন ছাড়িনু এই দুঃখে॥
গঙ্গা বড় আউচালি, সদাই পাড়িছে গালি,
স্বামীর সোহাগ পরতাপে।
দেখিয়া পতির দোষ, হইল পরম রোষ,
লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে॥
দারুণ দৈবের গতি, হইনু অবলা জাতি,
[illegible]হি সঙ্গে হয়ে গেল মেলা।
নি[illegible] মোর স্বামী, [illegible] না পারি আমি,
তাহে হইল সতিনী প্রবলা॥
সতীনের সম্মান, আপনার অপমান,
অভিমানে নাহি মেলি আঁখি।
দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা,
পিতৃকুলে হইনু বিমুখী॥
আমার কর্ম্মের গতি, উগ্র হইল মোর পতি,
পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি।
তাহে সতীনের জ্বালা, কত বা সহিবে বালা,
পরিতাপে হয়ে গেনু কালী॥
প্রভুর সম্পদ বড়, সাত সতীনেতে জড়,
অলক্ষণ জঞ্জাল কোন্দল।
কি মোর কপালে এল, খাইয়া ধুতুরা ফল,
আচম্বিতে হইল পাগল॥

বিভূতি মাখেন গায়,　　ঝিমিকে ঝিমিকে যায়,
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল ।
ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ,　　বাজায় ডম্বুর শৃঙ্গ,
গলায় শোভিছে হাড়মাল ॥
কি হবে বিষম সুখ,　　তাতে পতি পরাঙ্মুখ,
তারে বলে সবে কাম অরি ।
সাত সতিনীরা যারে,　　বুঝিয়া না শাস্তি করে,
সাতসতা পরাণের বৈরী ॥
যে ঘরে সতিনী রয়,　　কামানলে প্রাণ দয়,
যেমন লাগয়ে বিষ জ্বালা ।
বিধি মোরে হৈল বাম,　　না গণিনু পরিণাম,
বনবাসী হইনু একলা ॥
এবে বিধি হৈল সখা,　　বীর সঙ্গে পথে দেখা,
সত্য করি আনে নিজ ঘরে ।
শুন গো ব্যাধের ঝি,　　তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাব কোথাকারে ॥

এই বর্ণনার অনুকরণ করিয়া ভারতচন্দ্র পাটুনীর নিকট অন্নপূর্ণার পরিচয় দান ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী ।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত ।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশে খ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম ।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি ।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥

ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥

চণ্ডীর প্রসাদে যখন কালকেতু নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া রাজা হইলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হইতেছে দেখিয়া চারি দিক হইতে চতুর চাটুকারগণ ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগের মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত নামক একজন ধূর্ত্ত কায়স্থের কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বর্ণনা সাহিত্যভাণ্ডারে দুষ্প্রাপ্য।

ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা,
আগে ভাঁড়ু দত্তের প্রয়াণ।
ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া যোড়ে কোঁচা লম্ব,
শ্রবণে কলম লম্বমান॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে,
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥
আইনু বড় প্রীতি আশে, বসিতে তোমার দেশে,
আগেতে ডাকিলে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ,
কুল শীল বিচার মহত্বে॥
কহি আপনার তত্ত্ব, আমি যে হাঁড়ার দত্ত,
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা,
মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ॥
গঙ্গার দুকূল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে,
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করে ব্যবহার,
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন॥
বহু পরিবার মেলা, দুই জায়া তিন শালা,
চারি পুত্র ভগিনী শাশুড়ী।
ছয় জামাই আট বেটী, এই হেতু সাত বাটী,
ধান্য দিলে নাহি দিব বাড়ী॥

হাল বলদ দিয়া খুড়া, দিবাহে বিচার পুঁড়া,
ভেলে থাইতে ঢেঁকি কুলা দিবা।
আমি পাত্র তুমি রাজা, আগে কর মোর পূজা,
অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবা॥

ভারতচন্দ্র বর্ণনায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কিন্তু এরূপ স্বাভাবিক বর্ণনা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের মধ্যে কোথায় পাইব ?

বিদ্যাসুন্দরে হীরা মালিনীর বর্ণনা পাঠ করিয়া সে কালের পাঠকগণ বিমোহিত হইতেন। কিন্তু মুকুন্দরাম শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানে দুর্ব্বলানাম্নী এক দাসীর যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, হীরা মালিনী তাহারই ছায়া অবলম্বনে অঙ্কিত। শ্রীমন্ত সদাগরের পিতা ধনপতি সদাগর; তাহার দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা। দুই সপত্নীর মধ্যে প্রথমে পরম প্রীতি ছিল, কিন্তু ধূর্ত্তা দাসী দুর্ব্বলা কালসর্পের ন্যায় তাহাদের মধ্যে যাইয়া বিচ্ছেদ সাধন করিল; বড় সপত্নী লহনার নিকট যাইয়া বলিল,—

শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা।
এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা॥
ঋতুমতী ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥
কলাপিকলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ॥
খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল।
মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল॥
কদম্বকোরক জিনি খুল্লনার স্তন।
তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন॥
ক্ষীনমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী।
যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী।
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন।
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥

এইরূপ পরামর্শ পাইয়া লহনা ক্রমে খুল্লনার প্রতি বিরক্তমনা হইলেন এবং অনেক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু চণ্ডী লহনাকে স্বপ্ন দেওয়ায় লহনা পুনরায় ছোট সপত্নীর

প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দুই সপত্নীর মধ্যে পুনরায় প্রীতি হইয়াছে, স্বামী বিদেশ হইতে ঘরে আসিতেছেন, খুল্লনার কপাল ফিরিয়াছে, তখন দুর্ব্বলা দাসী ছুটাছুটী করিয়া বড় মার নিন্দায় ছোট মার মনস্তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইল :—

আর শুনেছ ছোট মা সাধু আইল ঘরে।
বাহির হইয়া শুন বাজনা নগরে॥
পোহাইল আজি যে তোমার দুঃখনিশা।
ভবানীপ্রসাদে তোর পূর্ণ হইল আশা॥
আমারে আপনা বলে রাখিবে চরণে।
দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে॥
তোমার প্রাণের বৈরী পাপমতি বাম্নী।
সাধুর নিকটে তারে আলাইও পাজী॥
দোষ মত যদি না করহ প্রতীকার।
কি জানি ঘটায় পাছে দুঃখ পুনর্ব্বার॥
যত দুঃখ পাইলা তুমি মোর মনে ব্যথা।
তোমার হইয়া আমি কহিব সে কথা॥
দোলার ছাট খুঞা বাস রাখ বাসঘরে।
সাধুর চক্ষুর বালি কর লহনারে॥

আবার তাহারই পর বড় মার নিকট আসিয়া ছোট মার নিন্দা আরম্ভ করিল :—

আর শুনেছ বড় মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধুর কাছে বলে বিপরীত॥
যেই সদাগরের পাইলে ভেড়ী সাড়া।
আনিল ভাণ্ডার হৈতে আভরণ পেড়া॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার ভূষিত করি গা।
যৌবন গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥
যেই সদাগর আইল আপনার বাসে।
মোহন কাজল পরি বৈসে তার পাশে॥
আড় নয়নে কহে কথা অমৃতের কণা।
কোথায় নাহিক দেখি এমন ঠেটাপণা॥
উহার শোভা গৌর গায়ে নবীন যৌবন।
গুরু জন দেখি অঙ্গে না দেয় বসন॥
তুমি বড় সতিনী সুজন লখি তথি।
স্বামী ভেটিবারে নাহি লয় অনুমতি॥

ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ ।
অন্য স্বামী হৈলে তার গলে দিত পদ ॥

তাহার পর সাধু ঘরে আসিলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, রন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল, দুর্ব্বলা হাটে খাদ্য ক্রয় করিতে গেল, তাহার বর্ণনা না দিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না ।

দুর্ব্বলা বাজারে যায়, পাছে দশ ভারি ধায়,
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি ।
কপালে চন্দন চুয়া, হাতে মুখে পান গুয়া,
পরিধান তসরের শাড়ী ॥
দুর্ব্বলা হাটেতে যায়, উভমুখে লোক চায়,
ঐ আইসে সাধু ঘরের ধাই ।
বুঝিয়া এমন কাজ, যার আছে ভয় লাজ,
ভাল বস্তু অন্তরে লুকাই ॥
আলু কিনে কচু কুমড়া, সের মূলে পলাকড়া,
পাকা আম্র কিনে বোঝা মূলে ।
বিশা দরে ছেনা কিনি, কিনিল নবাৎচিনি,
[illegible] নলে ॥
মূল্য দিয়া পণ দশ, কিনিল জীয়ন্ত শশ,
জঠর কমঠ কিনে রুই ।
খরসুলা কিনে কই, কিনিল মহিষা দই,
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই ॥
চাঁপাকলা মর্ত্তমান, সরস গুবাক পান,
কিনিলেক কর্পূর চন্দন ।
শাক বেগুণ সারকচু, খাম আলু কিনে কিছু,
বিশা দুই কিনিল লবণ ।
বাছে কিনে ভাল শাঁশ, হিঙ্গ জিরা রস বাস,
চৈই মেথি জোয়ানি মহুরী ।
মুগবাস বরবটি, কিনিল সরস পুঁঠি,
সের দরে ঘৃত ঘড়া পুরি ॥
রন্ধন সন্ধান জানে, চিতল বোয়ালি কিনে,
শোল পোনা কিনিল চিঙ্গড়ী ।

চতুর সাধুর দাসী, আট কাহনেতে থাসি,
তৈল সের দরে দশ বুড়ি॥
কুড়ি মূলে নারিকেল, কুলি করঞ্জা পানিফল,
কাঁটাল কিনিল দুই কুড়ি।
কিছু কিনে ফুল গাবা, করুণা কমলা টাবা,
সেরে জুঁখে কিনে ফুলবড়ি॥
তোলা মূলে তেজপাত, ক্ষীর কিনে বিশা সাত,
আদা বিশা দরে দশ বড়ি।
মান ওল কিনে সারি, দুগ্ধ কিনে ভার চারি,
ভার দুই কিনিল কাঁকুড়॥
নির্ম্মাণ করিতে পিঠা, বিশা দরে কিনে আটা,
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
বেসাতি দুর্ব্বলা জানে, অবশেষে হাঁড়ি কিনে,
মাগো লয় তারে কিছু ভাট॥
কিনিয়া রন্ধন সাজ, অঞ্জলিতে লয় ব্যাজ,
হরিদ্রা চুপড়ি ভরি কিনে।
স্নান করি দুর্ব্বলা, খায় দধি খণ্ডকলা,
চিন্দা দই দেয় ভারি জনে॥
আগে পাছে ভারি জন, দুয়া আসে নিকেতন,
উপনীত সাধুর মন্দিরে।
চতুরা সাধুর দাসী, আগে ভেট দিল খাসী,
প্রণাম করিল সদাগরে॥

এই স্থানে আমরা প্রবন্ধ সাঙ্গ করিলাম। আসলটি উৎকৃষ্ট কি নকলটি উৎকৃষ্ট, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, মুকুন্দরামের নায়ক নায়িকার ন্যায় নরনারী আমরা প্রতিদিন বিশ্ব সংসারে দেখিতে পাই। ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুল্লনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়ুদত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক, দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী, আমরা সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সংসার দেখিয়া মুকুন্দরাম নায়ক নায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাক্যবিন্যাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী; কিন্তু তাঁহার নায়কনায়িকা গুলি কি সংসারের নরনারী? হীরার ন্যায় চতুরা মালিনী, সুন্দরের ন্যায় বিলাসপরায়ণ নায়ক, বিদ্যার ন্যায় বিলাসিনী নায়িকা সংসারের সচরাচর নরনারী নহে।

মুকুন্দরাম সংসারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন; ভারতচন্দ্র কুৎসিত সমাজবিশেষের কুৎসিত রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বাঙ্গালা রচনা।

যিনি যে বিষয় লিখুন না কেন, অগ্রে ভাষার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য রাখা উচিত। যে ভাষা মর্ম্মস্পর্শিনী নয়, যে ভাষায় সরলভাবে মনোগত ভাব পরিস্ফুট না হয়, অধিকন্তু যে ভাষা অশ্লীলতায় কলুষিত, অর্থবর্জ্জিত গোলযোগে অনধিগম্য এবং দুরুচ্চার্য্য শব্দে উৎকট হইয়া উঠে, সে ভাষায় সাহিত্যের কোনরূপ উন্নতি হয় না। সাহিত্যসেবকও সে ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া পরের উপকার করিতে পারেন না। মনোগত ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার প্রয়োজন হয়। যাহাতে মনোগত ভাবটি পরিস্ফুট হয়, সরলভাবে সেই ভাষার প্রয়োগ করাই উচিত। ইহার পর শব্দের লালিত্য, মাধুর্য্য এবং শব্দযোজনার পারিপাট্যের দিকে লেখকের সবিশেষ দৃষ্টি থাকা বিধেয়। জনসাধারণকে জ্ঞানধনে সমৃদ্ধ করা গ্রন্থপ্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে গ্রন্থের ভাষা সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নয়, যে গ্রন্থের ভাষায় সাধারণের হৃদয় আকৃষ্ট হয় না, এবং যে গ্রন্থের ভাষা সাধারণে অনায়াসে বুঝিতে পারে না, সে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সফল হয় না।

এখন বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে শ্রেণীভেদে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর পণ্ডিত বাঙ্গালাকে নিখুঁত সংস্কৃতভাবে চালাইতে চাহেন। ইঁহারা [illegible] পরিবর্ত্তে গাভী লিখিলে নাসিকা সঙ্কুচিত করেন, [illegible] পরিবর্ত্তে স্বজন লিখিত হইলে, ব্যাকরণের অবমাননায় ম্রিয়মাণ এবং মাতাপিতৃভক্তির পরিবর্ত্তে পিতৃমাতৃভক্তির প্রয়োগ দেখিলে হা হতোঽস্মি করিয়া থাকেন। [illegible] কোন সহজবোধ্য ও চিরপ্রচলিত শব্দকে সংস্কৃত শব্দের সহিত এক পংক্তিতে স্থাপিত দেখেন, তাহা হইলে ইঁহাদের হস্তে লেখকের আর নিষ্কৃতি লাভ হয় না। লেখকের লিপিপ্রণালী ইঁহাদের কঠোর সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে।

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ঠিক বিপরীত মতের পরিপোষক। যে কোনরূপে হউক, ইঁহারা সংস্কৃত শব্দগুলিকে ভাষা হইতে একবারে নিষ্কাশিত করিতে পারিলেই সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালার চরমোন্নতি হইল বলিয়া, মনে করেন। ইঁহাদের মতে স্বর্ণ, [illegible] ভ্রাতা প্রভৃতি শব্দগুলির চিরনির্ব্বাসন বিধেয়। ইঁহারা বিশেষণভেদে লিঙ্গভেদ মানিতে প্রস্তুত নহেন, সমাসভেদে সংস্কৃত ব্যাকরণের চিরপ্রচলিত নিয়মরক্ষা করিতেও সম্মত নহেন, বা বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগপ্রণালী বহুকাল হইতে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের রক্ষার জন্য যত্নশীল নহেন। ইঁহারা কাঞ্চন ছাড়িয়া [illegible] জন্য লালায়িত। ইঁহাদের নিকট বহুমূল্য রত্নাভরণ অপেক্ষা কড়ি, শম্বুক প্রভৃতির [illegible] গৌরব অধিক। ইঁহারা আপনাদের মাতৃভাষাকে এই অপূর্ব্ব অলঙ্কারে শোভিত [illegible] করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইল বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত ভাষারূপ খনির [illegible] যে সকল চিরদীপ্তিময় অমূল্য রত্নরাজি নিহিত রহিয়াছে, ইঁহারা তৎসমুদয়ের উদ্ধার [illegible]

অবস্থাবিশেষে মাতৃভাষার সৌন্দর্য্যসম্পাদনে একান্ত পরাঙ্মুখ। সৌন্দর্য্যতত্ত্বে ইহাদের কিরূপ অধিকার, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের বিচার্য্য।

বলা বাহুল্য, আমরা এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীরই পক্ষপাতী নহি। সকল বিষয়েরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। কেহ এই সীমার বাহিরে গেলেই "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্" এই কথাটি স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। ভাষার উন্নতি, ভাষার পরিপুষ্টি, ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির পক্ষেও একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত। এই সীমার অতিক্রমকে আমরা "অতি বাড়াবাড়ি" বলিয়া মনে করি। যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সংস্কৃতভাবে চলিতে ইচ্ছা করেন, পক্ষান্তরে যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সংস্কৃতভাব পরিত্যাগ করিতে চাহেন, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাঁহারা সকলেই "অতি বাড়াবাড়ি" করিয়া থাকেন। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা অখণ্ডনীয় বন্ধনে আবদ্ধ। বোধ হয়, চিরকাল এই বন্ধন অখণ্ডনীয় ভাবে থাকিবে। যিনি এই বন্ধন বিমুক্ত করিতে উদ্যত হইবেন, তিনি অসীম প্রতিভাশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সেই অসীম প্রতিভায় কখনও ভাষার সৌন্দর্য্য বা গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইবে না। যে শক্তি ভাষার প্রতিস্তরে প্রবেশ করিয়া, উহাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, সে শক্তিকে একবারে দূরীভূত করা নিঃসন্দেহ দুরূহ ব্যাপার। যিনি সর্ব্বতোভাবে এই শক্তির প্রতিকূলতা সাধন জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন মাত্র। পঞ্চম চার্লসের ন্যায় মণ্ডলেশ্বর সম্রাট্ জর্ম্মণ ভাষাকে পদদলিত করিলেও উহার অসামান্য উন্নতি নিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকাতে বাঙ্গালার যে আভিজাত্যগৌরব আছে, সেই গৌরবের একবারে ধ্বংসসাধন সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর মধ্যে কে কবে আপনার আভিজাত্যে বিসর্জ্জন দিয়াছে? আবুলফজলের ন্যায় প্রতিভাশালী পণ্ডিতের মন্ত্রণায় পরিচালিত হইলেও, আকবর ভারতবাসীর আভিজাত্য-গৌরবের মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। মানুষের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবপ্রকাশক ভাষার সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিতেছে। ইউরোপের পরিবর্দ্ধনশীল ভাষার সহিত গ্রীক লাতিনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। উর্দ্দু, পারসী ও আরবীকে অবলম্বন করিয়াই ক্রমোন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। শব্দবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে সংস্কৃতের তুল্য ভাষা নাই। সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যভাণ্ডারের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে। ইহার অসামান্য শব্দবৈভব আছে, ইহার অপূর্ব্বভাবরাশি প্রতিমুহূর্ত্তে পাঠকের হৃদয় অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছে সর্ব্বোপরি ইহার অতুল্য সৌন্দর্য্য বিকশিত প্রভাতকমলের ন্যায় চিরকাল নবীনভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এরূপ ভাষা যে ভাষার অবলম্বস্বরূপ হয়, সে ভাষাও ক্রমে উন্নত ও কমনীয় হইয়া থাকে। শ্যামলপত্রাবলী এবং প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি হইতে বিচ্যুত হইলে বৃক্ষ যেমন শোভাহীন হয়, সংস্কৃত শব্দসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইলে বাঙ্গালা ভাষাও সেইরূপ শোভাশূন্য হইবে।

অতএব বাঙ্গালা ভাষার সৌন্দর্য্যসম্পাদন ও গৌরববর্দ্ধন জন্য সংস্কৃতের সহিত উহার সম্বন্ধ রাখা উচিত। সুকৌশলে শব্দ বিন্যাস করিলে ভাষা কখনও দুর্ব্বোধ, দুরূহ বা শ্রুতিকঠোর হয় না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাবে বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়াছেন, সে ভাবে শকুন্তলা লিখেন নাই। বেতালে সংস্কৃত শব্দের যেরূপ আড়ম্বর, শকুন্তলায় সেরূপ আড়ম্বর নাই। তাই বলিয়া বেতাল কখনও অপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। প্রচুর সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ থাকিলেও ৺অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ পড়িয়া সহৃদয় পাঠকবর্গ মোহিত হইয়া থাকেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভায় বাঙ্গালা ভাষা সরল ও সাধারণের সুবোধ্য হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে স্থানে বর্ণনাবৈচিত্র্যপ্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন, সেই-স্থানে সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ হইলেও তাঁহার রচনা কোনও স্থলে লালিত্যহীন বা মাধুর্য্যবর্জ্জিত হয় নাই। এই সংস্কৃতশব্দময়ী রচনাও সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। কার্য্যের পরিবর্ত্তে কায, স্বর্ণের পরিবর্ত্তে সোনা, মস্তকের পরিবর্ত্তে মাথা লিখিলেই ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয় না। এক স্থলে অপভ্রষ্ট শব্দের প্রয়োগ যেরূপ সঙ্গত হয়, স্থলান্তরে মূল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সেইরূপ সুসঙ্গত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা রচনায় যে যে স্থলে সংস্কৃতের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে, সেই সেই স্থলে অবস্থাবিশেষে সংস্কৃতের নিয়ম রক্ষা করা উচিত। যাঁহারা নির্দ্ধনী, নিরপরাধী, মতিমান্, গতিবান প্রভৃতি পদের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা ভাষাবিষয়ে যেরূপ অসংযত, বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের বিশুদ্ধিরক্ষাতেও সেইরূপ অসাবধান। তাঁহাদের রচনা অনেক স্থলে এইরূপ অসংযত ভাবেরই পরিচয় দিয়া থাকে। বস্তুতঃ খাটী সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগস্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের যে নিয়ম বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। বাঙ্গালায় হতভাগিনী, মহারথী প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃতমূলক শব্দ চলিয়া আসিতেছে। এগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মসম্মত নয়। যে কারণে নির্দ্ধনী প্রভৃতি পদ হয় না, সেই কারণে হতভাগিনী, মহারথী প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হয় না। হতভাগিনীর স্থলে হতভাগা, মহারথীর স্থলে মহারথ হওয়া উচিত। অনেক সংস্কৃতানুরাগী সমালোচক সময়ে সময়ে এবিষয়ে তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা এই বলিয়া আত্মসমর্থন করিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালায় "হতভাগা" এই লৌকিক শব্দটি দীর্ঘকাল প্রচলিত রহিয়াছে। উহা সচরাচর পুংলিঙ্গান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। এখন "হতভাগা" পদ স্ত্রীলিঙ্গান্তরূপে প্রযোজিত হইলে লোকপ্রচলিত 'হতভাগা' শব্দটির সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে। মহারথী প্রভৃতির সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু উহা দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া, প্রয়োগকারীরা উহার পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী নহেন। যে সকল শব্দ বহুকাল হইতে গ্রথিত রহিয়াছে, যে সকল শব্দের উচ্চারণ মাত্র হৃদয়ে একটি বিশেষ ভাবের উদয় হয়, আমাদের মতে তৎসমুদয়ের পরিবর্ত্তন না করাই ভাল। sympathy শব্দের

অনুবাদে বাঙ্গালায় সহানুভূতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এখন পুস্তকে, বক্তৃতায়, কথোপকথনে এই শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিন্তু এই লোকপ্রচলিত শব্দের সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণের কিরূপ সম্বন্ধ? "সমবেদনা" কথাটি "সহানুভূতি" অপেক্ষা ভাল। অধিকন্তু সহানুভূতি অপেক্ষা সমবেদনার সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিকট সম্বন্ধ। ইংরেজী sympathy শব্দে যে অর্থ পরিস্ফুট হয়, সমবেদনাও ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করে। এরূপ হইলেও বাঙ্গালায় সমবেদনা অপেক্ষা সহানুভূতি শব্দেরই বহুলপ্রচার হইয়াছে। এখন কেহই এই প্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তন করিতে বলিবেন না। বস্তুতঃ যাহা বহুকাল হইতে ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া টানাটানি না করাই ভাল। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, যদি খাটী সংস্কৃত কথাগুলির সংস্কৃতভাবেই প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে হতভাগিনী প্রভৃতির স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করা সঙ্গত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালা ভাষায় সকল স্থলেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা না করিয়া, স্থলবিশেষে ঐ নিয়মের অনুসরণ করা ভাল। বাঙ্গালায় কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। আবার কতকগুলি সংস্কৃতমূলক শব্দ অসংস্কৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সভাসদ্, বিপদ্ প্রভৃতি শব্দগুলির সংস্কৃত ভাবে প্রয়োগ হইলে সভাসৎ, বিপৎ প্রভৃতি হয়। অপ্সরস্, চক্ষুস্ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতভাবে প্রয়োজিত হইলে অপ্সরসঃ, চক্ষুঃ প্রভৃতি হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সভাসৎ, বিপৎ, চক্ষুঃ অপ্সরসঃ প্রভৃতির স্থলে বাঙ্গালায় সভাসদ, বিপদ, চক্ষু, অপ্সরা বা অপ্সর প্রভৃতি শব্দেরই প্রয়োগ হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অপপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উচ্চারণের সুবিধা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সংস্কৃত শব্দগুলি এইরূপে রূপান্তরিত করিয়া লওয়াই ভাল। লোকে সচরাচর বাঙ্গালায় চক্ষুলজ্জাই বলিয়া থাকে। কেহ চক্ষুর্লজ্জা বলিয়া পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করে না। যিনি "গাভীটি প্রসব হইয়াছে" না লিখিয়া, "গবীর বৎস প্রসূত হইয়াছে" লিখেন, তিনি অসামান্য বৈয়াকরণ হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। যে কথাগুলি সংস্কৃত ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তৎসমুদয় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে অপপ্রয়োগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু সর্ব্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিলে চলিবে না। যে কথাগুলি অসংস্কৃত ভাবে প্রয়োজিত হইয়া, ভাষা সজীব, সতেজ ও লালিত্যবিশিষ্ট করিতেছে, তৎসমুদয় সংস্কৃত ব্যাকরণরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া না রাখাই ভাল।

বাঙ্গালায় সংস্কৃতের অনুরূপ লিঙ্গবিচার নাই। বাঙ্গালায় বিশেষ্য যে লিঙ্গের হয়, বিশেষণ সর্ব্বদা সেই লিঙ্গানুযায়ী হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিশেষ্যবিশেষণে লিঙ্গবিচার একবারে উঠাইয়া দেওয়া আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যুবতী নারী, সুন্দরী স্ত্রী, ষোড়শী কন্যা, এগুলি যেরূপ আছে, আমাদের বোধ হয়, চিরকাল সেইরূপই

থাকিবে। অপরের হৃদয় আকর্ষণ করা ভাষার একটি প্রধান প্রয়োজন। যে ভাষায় মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, সেই ভাষা যাহাতে অপরের হৃদয়াকর্ষক হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। "শুষ্কঃ কাষ্ঠস্তিষ্ঠত্যগ্রে" আর "নীরসতরুরিহ বিলসতি পুরতঃ" উভয় বাক্যই এক ভাষার অন্তর্গত। উভয়ই একার্থবাচক। উভয়ই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সংযত। কিন্তু দ্বিতীয়টি যেরূপ শ্রুতিমধুর ও হৃদয়াকর্ষক, প্রথমটি তদ্রূপ নয়। বাঙ্গালায় বিশেষণভেদে লিঙ্গভেদের বিচার না করিলে উক্ত ভাষাও এইরূপে অপরের হৃদয়াকর্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়িবে; উহাতে আর পূর্ব্বের ন্যায় সজীব ভাব থাকিবে না। "করালবদনা কালী" বলিলে হৃদয়ে কালীর যে ভয়ঙ্কর ভাবটি পরিস্ফুট হয়, করালবদন বলিলে সেরূপ হয় না; উহাতে ভাষারও যেন কিরূপ একটা নিস্তেজ ভাব প্রকাশিত হয়। এইরূপে স্থলবিশেষে বিশেষণভেদে লিঙ্গভেদ রাখা উচিত। কিন্তু সর্ব্বত্র যে, এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃতমূলক কথার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালায় অনেক বিদেশী ভাষার শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। যথানিয়মে এগুলির প্রয়োগ করা উচিত। বিদেশাগত বলিয়া এগুলির প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। পৃথিবীর উন্নতিশীল ভাষাগুলি বিদেশের ভাষার সাহায্যে ক্রমে পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে। যে যে জাতির সহিত ভারতবর্ষের কোনরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, সেই সেই জাতির ভাষা অল্প বা অধিক পরিমাণে রূপান্তরিত ভাবে ভারতবর্ষীয় ভাষার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। "এক গেলাস জল" বলিলে আমরা কথাটি যেরূপ সহজে ও বিশদরূপে বুঝিতে পারি, অন্যভাবে ঐ কথাটি বলিলে সেরূপ সহজে বুঝিতে পারি কি না, সন্দেহ। যে শব্দে মনোগত ভাবটি সহজে প্রকাশিত হয়, এবং যে শব্দের প্রয়োগ করিলে উহার অর্থ সাধারণে সহজে বুঝিতে পারে, ভাষার পরিপোষণ জন্য তাহার ব্যবহার করা উচিত। এবিষয়ে গ্রাম্য বা বিদেশীয় বলিয়া আপত্তি করিলে চলিবে না। যে সকল বিদেশীয় ভাষা রূপান্তরিত ভাবে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ এবিষয়ের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিষদের একটি কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বাঙ্গালায় বিদেশীয় শব্দ আছে বলিয়া, বাঙ্গালা রচনা সময়ে বিদেশীয় রীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা ফিরিঙ্গী ভাবে বাঙ্গালা লিখেন, তাঁহাদের দোষ অমার্জ্জনীয়। পরমশ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু সেদিন কথার উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের প্রতি গুরুতর শাস্তিবিধানের পরামর্শ দিয়া থাকেন। আমরা এখন জাতীয় ভাব অপেক্ষা অধিকপরিমাণে বিজাতীয় ভাবেরই অনুবর্ত্তন করিতেছি। বিজাতীয় ভাবস্রোতে আমাদের জাতীয় ভাষার রীতিপদ্ধতি ক্রমেই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে; এবং বিজাতীয় ভাবের অভিঘাতে আমাদের জাতীয় ভাবও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। আমরা এখন ইংরেজী ভাবে চিন্তা করিতেছি, ইংরেজী ভাবে শব্দসঙ্কলন করিতেছি, পরিশেষে সেই ইংরেজীভাবমূলক শব্দ গুলি পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে গ্রথিত করিয়া, উহা বাঙ্গালা রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। এই রচনা বাঙ্গালা

অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে বটে, কিন্তু উহার ভাব ও অর্থ কখনও বাঙ্গালা নহে। উহা ফিরিঙ্গী আরেরই অপূর্ব্ব বিকাশ মাত্র। ইংরেজীতে student life বলিবে আমাদের মনে সেই ভোগ-বিলাসপরিশূন্য, চিরবিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের ভাবটি উদিত হয়। এখন student life এর বাঙ্গালা হইয়াছে ছাত্রজীবন। ঠিক অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ! এই অপূর্ব্ব অনুবাদে আমাদের জাতিগত সেই অপূর্ব্ব ভাবটি ক্রমে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। যে ভাবের পরিচিন্তনে আমাদের হৃদয় পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়, যাহার আবির্ভাবে আমাদের শিক্ষা সর্ব্বাংশে সুশিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হয়, যাহার পালনে আমাদের দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি হইতে থাকে, যাহার অস্তিত্বে আমাদের জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি হইয়া থাকে, সেই চিরপবিত্র, চিরমহিমান্বিত, চিরোৎকর্ষ-সূচক ভাবটি হইতে স্খলিত হইলে, আমাদের কিরূপ অধোগতি ঘটিবে, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এইরূপে "জীবনের প্রত্যূষ", "সাহিত্যের উষারাজ্য" প্রভৃতি কথা-গুলি এখন বাঙ্গালা বলিয়া পরিচিত হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবুর প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের (বক্তৃতা দান) শ্রেণীতে এগুলিও নিবেশিত হইতে পারে। যাঁহারা এইরূপ অনধিগম্য, অপূর্ব্ব শব্দসম্পত্তি দেখাইয়া, আপনারাই আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কখনও জাতীয় ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্ন করেন না। ফলতঃ যে সকল লেখক "বাবু বাঙ্গালা" লিখিয়া প্রকৃত বাঙ্গালার উন্নতি করিতে চাহেন, তাঁহারা অভিজ্ঞ হইতে পারেন, বহুদর্শী হইতে পারেন, চিন্তাশীল হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা জাতীয় ভাষার চিরন্তন রীতির রক্ষায় সমর্থ নহেন।

উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বহুলপরিমাণে সংস্কৃত শব্দ থাকিলেই, বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। প্রয়োজন অনুসারে বাঙ্গালায় সংস্কৃত ও অসংস্কৃত, স্বদেশী ও বিদেশী, সকল শব্দেরই প্রয়োগ করা উচিত। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ-কালে, সংস্কৃত ব্যাকরণের যে নিয়ম বাঙ্গালায় প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা মানিতে হইবে। যে সকল শব্দে ভাষা শক্তিসম্পন্ন, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, হৃদয়াকর্ষক ও সুবোধ্য হয়, সেই সকল শব্দের প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা রচনায় ফিরিঙ্গী ভাব সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করিতে হইবে। একবার বঙ্গদর্শনে (বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠখণ্ড) বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখকের কোন কোন কথা উপস্থিত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে:—

"যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। * * * ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়,

অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য। সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল, প্রচলিত * * ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? * * যদি বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। * * রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে, কেননা যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প।

* * * ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন, উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।"

ফলতঃ, যে কোন রূপে হউক, ভাষার সৌন্দর্য্য ও ওজস্বিতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। স্থলবিশেষে চিরপ্রচলিত সরল শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষাও অধিকতর হৃদয়স্পর্শী হইয়া থাকে। বাবা, মা, বা ভাইরে বলিয়া সম্বোধন করিলে উহা যেরূপ হৃদয়স্পর্শী হয়, পিতঃ, মাতঃ বা ভ্রাতঃ বলিলে তদ্রূপ হয় না। যে স্থলে ওজস্বিতা বা বর্ণনাবৈচিত্র্য প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়, সে স্থলে অবস্থাবিশেষে সংস্কৃত শব্দগুলিও অধিকতর হৃদয়াকর্ষক হইয়া থাকে। লেখক রুচিসম্পন্ন ও শব্দসম্পত্তিতে সমৃদ্ধ হইলে উপযুক্ত শব্দ বিন্যাস করিয়া ভাষার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। ভাষার সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্য লেখকের ক্ষমতা ও কৌশলের উপরেই নির্ভর করে।

প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগবিষয়ে একটু সাবধান হওয়া উচিত। বঙ্গদেশের এক প্রাদেশিক শব্দের সহিত অপর প্রাদেশিক শব্দের একতা নাই। সকল অঞ্চলের লোকেই আপনাদের চিরপ্রচলিত প্রাদেশিক শব্দগুলির আদর করিয়া থাকে। এক প্রাদেশিক শব্দ অপেক্ষা অপর প্রাদেশিক শব্দ ভাল, এরূপ নির্দ্দেশ করিবার কারণ দেখা যায় না। এখন পরস্পর সম্মিলন এবং আলাপপরিচয়ের সবিশেষ সুবিধা হওয়াতে এক অঞ্চলের লোক অন্য প্রাদেশিক শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিতেছে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে এবিষয়েও গোলযোগ উপস্থিত হয়। একবার আমাদের কোন আত্মীয় মবাই শব্দের অর্থ ঘরের বারেন্দা করিয়াছিলেন। আত্মীয়টি ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; কয়েক খানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। অন্য এক সময়ে একজন বন্ধু পেতে শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন, পাতিয়া শুইয়া থাকিয়া। বলা বাহুল্য, বন্ধুটি গ্রন্থকার। গ্রন্থরচনায় তাঁহার প্রতিপত্তিও আছে। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এইরূপে প্রাদেশিক শব্দগুলির অর্থপরিগ্রহে অসমর্থ হইয়া থাকেন। বিভাগ

সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা হয়, তৎসমুদয়ে এরূপ উৎকট প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ না থাকাই ভাল। "টোকা" বলিলে জিনিষটি কি, তাহা বাঙ্গালার দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলের লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের লোকে "মাথালি" না বলিলে বুঝিতে পারে না। এই জন্য বলিতেছি, সাবধানে প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। যে সকল শব্দ বহুলপ্রচার হইয়াছে, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করিলে সাধারণের বুঝিবার পক্ষে তাদৃশ কষ্ট হয় না। বিদেশাগত শব্দের ন্যায় বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক শব্দ গুলিরও অর্থসহ একটি তালিকা করা উচিত। সহৃদয় পাঠকগণ এবিষয়েও মনোযোগী হইলে পরিষদের একটি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।

আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, বাঙ্গালা রচনাপ্রণালীর বিশুদ্ধির দিকে সকলেরই সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বাঙ্গালা রচনা যেন ফিরিঙ্গী ভাবে কলুষিত না হয়। আমাদের মনে হয়, tempest in the tea-pot, এই প্রচলিত ইংরেজী বাক্য অনুসারে কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল "চা-বাটীর মধ্যে তুফান উঠিয়াছে।" ইংরেজী কথাটিতে যে ভাব পরিস্ফুট হয়, উহার অনুবাদে যে অপূর্ব্ব বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে কখনও সে ভাবের উদ্বোধ হয় না। বাঙ্গালী বিদেশ হইতে যে ভাবরাশি সংগ্রহ করিবেন, তৎসমুদয় তাঁহাকে বাঙ্গালীর ভাবে বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে হইবে। বাঙ্গালা রচনা বিজাতীয় বেশে সজ্জিত হইলে তাহা কখনও সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে যে বাঙ্গালা রচনা জাতীয় ভাবের অনুবর্ত্তিনী, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মনোহারিণী এবং অকৃত্রিমতায় অমৃতময়ী হইবে, সেই রচনা দ্বারাই বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিবে।

উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য এবিষয়ে বিচারবিতর্ক আবশ্যক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পৌষ মাসের সাধনায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বলেন, এক সংস্কৃত শব্দ বিভিন্ন ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় প্রচলিত বাঙ্গালা এবং আধুনিক মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে এইরূপ কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন; যেমন (বাঙ্গালায়) সংবাদ, (মহারাষ্ট্রে) কথোপকথন। প্রান্ত=প্রদেশ। কুটুম্ব=স্ত্রী, পরিবার। তিরস্কার=ঘৃণা ইত্যাদি। অনেক স্থলে বাঙ্গালায় প্রচলিত যে সংস্কৃত শব্দ যে ভাব প্রকাশ করে, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রচলিত অন্য সংস্কৃত শব্দ ঠিক সেই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রবন্ধলেখক উদাহরণ স্বরূপ (বাঙ্গালায়) বর্ত্তমান (মহারাষ্ট্রে) বিদ্যমান; আধুনিক=অর্ব্বাচীন; মনোমালিন্য=শত্রুতা প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক স্থলে অপভ্রষ্ট শব্দগুলি উভয় ভাষাতেই কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত হইয়াছে; যেমন সংস্কৃত দাড়িম্ব=মহারাষ্ট্রীয় ডালিম্ব; বাঙ্গালা ডালিম, দাড়িম ইত্যাদি। আবার বাঘ, সিংহ, হরিণ, ফুল, ফল, ঘর প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালার ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় একরূপ। মহাত্মা শিবজীর যত্নে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পার্সি প্রভৃতির অপভ্রষ্ট শব্দের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলিত হয়। প্রবন্ধলেখক ইহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; মজুমদার=দেশলেখক, অমাত্য; নাজীর=উপদ্রষ্টা; মুতালিক=উপমন্ত্রী; ফতিল-সোজ (ফিলসোজ)=স্তম্ভদীপক; কারখানা=সম্ভারগৃহ, কার্য্যস্থান ইত্যাদি। প্রবন্ধলেখক মহাশয় যদি এ বিষয়ের সমগ্র তালিকা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

* *   * *   * *

মাঘ মাসের সাহিত্যে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একজন মুসলমান কবির লিখিত একখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যের নাম পদ্মাবতী। কাব্য-লেখক সৈয়দ আলাওল। এক শত বৎসর হইল, কবিবর সৈয়দ আলাওল, মাগন ঠাকুর নামক একজন ভূম্যধিকারীর আদেশে পদ্মাবতীকাব্যের রচনা করেন। বাঙ্গালার হিন্দু কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিষয় অবলম্বন করিয়া পদ্মিনীর উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বাঙ্গালার মুসলমান কবি সেই বিষয় লইয়াই পদ্মাবতীনামক উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান কবি আপনার কাব্য পার্সি অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন। হামিদুল্লা খাঁ নামক একজন চট্টগ্রামবাসী মুসলমান উহা বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বলেন, প্রকাশকের অনবধানতায় বা অযোগ্যতায় মূল কাব্য খানি অনেক অংশে বিকৃত হইয়াছে। প্রবন্ধে পদ্মাবতী হইতে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। কবি দিল্লীশ্বরের কারাধ্যক্ষের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

হাবেসি পুরুষ এক সাহার সেবায়।
বক্র ভুরু ক্রোধমুখ থাকয় সদায়॥
উপরের ওষ্ঠ তার নাসিকা উপর।
চিবুক ঢাকিছে পুষ্ট লম্বিত অধর॥
কোটর নয়ন যুগ্ম ঘোরে অবিরত।
বিকট সে আস্তে হাস্ত নাহি কদাচিত।
চক্রকেশ গোঁপ দাড়ি পিঙ্গল বরণ।
শ্যাম অঙ্গে লোমাবলী ভল্লুক লক্ষণ॥

কাব্যের আর এক স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে :—

ফুটিল কবরী কুসুম মাঝে। তারকামণ্ডলে জলদ সাজে॥
শশিকলা সম সিন্দুর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলক-জালে॥
মদন ধনুক ভুরু ত্রিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে বাণতরঙ্গে॥

উদ্ধৃত কবিতাগুলির পাঠে বোধ হয়, আলাওল সুকবি; "মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর" প্রয়োগে সুদক্ষ। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, এই মুসলমান কবি কবিত্বগৌরবে অনেক হিন্দু কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

* * * * * *

বাঙ্গালার এইরূপ অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অনেকের হস্তে উহা রূপান্তরিত বা বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অনেক দরিদ্রের পর্ণকুটীরে উহা অযত্নে অবস্থিতি করিতেছে। এখন এই সকল বহুমূল্য রত্নের উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যসেবাব্রতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচারে উদ্যত হইলে পরিষদ তাঁহাদের সাধু উদ্যমের পরিপোষক হইতে পারেন।

* * * * * * * * *

বঙ্গের মুসলমানসমাজের যে সকল ব্যক্তি অধুনা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন, মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থের আলোচনা করা তাঁহাদের কর্তব্য হইতেছে। পূর্ব্বে মুসলমান বাঙ্গালা ভাষার উৎসাহদাতা ও পরিপোষণকর্তা ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা মুসলমানের অশ্রদ্ধেয় ছিল না। মুসলমানের উৎসাহে অনেক হিন্দু বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য নহে। পদ্মাবতীকার মুসলমান হইয়াও হিন্দুর অনুরোধে বাঙ্গালা ভাষায় কাব্যপ্রণয়নে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। তিনি বাঙ্গালা

ভাষায় এরূপ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন যে, তাহাতে কৃতবিদ্য হিন্দুও বিস্মিত হইয়া, তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। এক সময়ে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সমবেদনা সূত্রে ও প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বদেশীয় ভাষা বাঙ্গালার উৎকর্ষ সাধনে একরূপ যত্নশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! এখন "তে হি নো দিবসা গতাঃ"—আমাদের সে দিন গত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার মুসলমান ভিন্নদেশীয় ভাষাকে আপনাদের স্বদেশীয় ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কোন কোন স্থলে বাঙ্গালার মুসলমান বঙ্গভাষার গৌরববর্দ্ধনে ও প্রাধান্যস্থাপনে উদাসীন রহিয়াছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে, এই সময়ে মুসলমানসমাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি সংযতভাবে উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বক বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে দেশের মঙ্গল হয়।

* * *

একজন সহৃদয় ইংরেজ গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ দ্বীপের শত শত গ্রন্থকার বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া প্রতি বৎসর প্রায় ১৮ হাজার টাকা লাভ করিয়া থাকেন। অন্ততঃ ৩০ জন গ্রন্থকারের বার্ষিক আয় প্রায় ৩৮ হাজার টাকা। অন্ততঃ ৬।৭ জন আপনাদের গ্রন্থে বার্ষিক প্রায় ৫৮ হাজার টাকা প্রাপ্ত হয়েন। দুই একজন প্রতিবর্ষে অন্যূন ৭৮ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। মহাসাগরের সহিত গোষ্পদের তুলনা করা যেরূপ অসঙ্গত, এই সকল ভাগ্যবান্ গ্রন্থকারের সৌভাগ্যের সহিত বাঙ্গালা গ্রন্থকারের অদৃষ্টের তুলনা করাও সেইরূপ অসঙ্গত। যে সকল বাঙ্গালাগ্রন্থকার আপনাদের প্রতিভায় ও লিপিকুশলতায় ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহারাও গ্রন্থলব্ধ সম্পত্তিবিষয়ে ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকারদিগের অনেক পশ্চাতে রহিয়াছেন। বাঙ্গালায় বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থেরই বিক্রয় অধিক। এ বিষয়ে যাহা কিছু সৌভাগ্য, লোকহিতৈষী মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। গ্রন্থবিক্রয়ে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসলেখকের বার্ষিক আয় ৫ হাজার টাকার অধিক হয় নাই। বঙ্গদেশ দরিদ্র; সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ এইরূপ নানাকারণে বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইতেছে না। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টিতে জাতীয় সমাজের উন্নতি ও সজীব ভাবের পরিচয় হয়। বাঙ্গালী জাতীয়ভাবে সর্ব্বাংশে একাগ্রতাসম্পন্ন ও সজীব হইলে দ্রুতগতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও উন্নতি হইতে পারে।

* * *

বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যথোচিত আস্থা প্রকাশ না করুন, বাঙ্গালা সাহিত্যের এ যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই প্রদেশান্তরের সাহিত্যসেবকগণ বাঙ্গালা গ্রন্থের প্র

শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ক্রমে পরিপুষ্টিলাভের চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষের সমগ্র ভাষার মধ্যে হিন্দী ভাষার প্রচার অধিক। গতি ও বিস্তার বিষয়ে কেবল ইংরেজী ভাষা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদে এই বহুলপ্রচার ভাষার সাহিত্য ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছে। হিন্দী ভাষায় অনেক বিদ্যালয়পাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থও হিন্দীতে অনূদিত হইতেছে। বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাটক ও উপন্যাসে হিন্দী সাহিত্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মসংক্রান্ত ও ঐতিহাসিক গ্রন্থও উপেক্ষিত হয় নাই। হিন্দীতে হিন্দুধর্ম্মনীতি, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস এবং আর্য্যকীর্ত্তি প্রভৃতির অনুবাদ হইয়াছে। এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের অনুবাদ হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত আর্য্যকীর্ত্তি মহীশূরে কানাড়ু ভাষায় অনূদিত হইতেছে। এইরূপে প্রদেশান্তরে ক্রমে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাধান্য ও মর্য্যাদা লাভ হইতেছে। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশীয় ভাষায় কোন্ কোন্ বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, আমরা সময়ান্তরে তাহার একটি তালিকা দিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রদেশান্তরের সাহিত্যসেবকগণের রুচি ও অনুরাগের বিষয় জানা যাইবে।

* * * * * *
* * *

বিদ্যোৎসাহী ধনীর যত্নাতিশয়ে সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তার হয়। ধনীর সাহায্য না পাইলে বোধ হয়; সংসারে দামুন্যার চিরদরিদ্র কবির অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির বিকাশ হইত না, এবং ধনী উৎসাহ না দিলে বোধ হয়, লোকে গুণাকরের গুণগরিমার পরিচয় পাইত না, বা কবিরঞ্জনের চিত্তবিমোহিনী কবিত্বসুধায় শান্তিলাভ করিত না। অধুনা উৎসাহের অভাবে এই দরিদ্র দেশের দরিদ্রভাবাপন্ন লেখকদিগের শক্তি ও প্রতিভা, উভয়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এই দুঃসময়ে আমরা শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর ন্যায় এক জন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ভূস্বামীকে বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে উদ্যত দেখিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইয়াছি। শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষদের এক জন সভ্য। পরিষদের উন্নতির জন্য তিনি যথাশক্তি যত্ন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার যত্ন তদীয় মহৎ কার্য্যে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে ৫০০৲ টাকা এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থলেখককে ২৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পারিতোষিক-সংক্রান্ত বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস বুঝিতে হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থগুলির বিবরণ জানা উচিত। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতির রচনা যাহাতে অবিকৃত, অক্ষত ও অকলঙ্কিত থাকে, তজ্জন্য অনেকে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; পরিষদও এবিষয়ে উদাসীন নহেন। যাঁহারা এতদ্দেশীয় সাহিত্যের গৌরব রক্ষার জন্য যত্নশীল, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার আদিম সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য পরস্পর সম্মিলিত হইলে একটি মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, বাঙ্গালায় তৎসমুদয়ের একটি তালিকা থাকা উচিত। এইরূপ তালিকা বাঙ্গালা ভাষার গতি ও ক্রম-বিকাশের অদ্বিতীয় পরিচয়স্থল। বস্তুতঃ প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত সে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার একটি ধারাবাহিক তালিকা না থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস ভালরূপে বুঝা যায় না। বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন। গেজেটে যথাসময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালায় এই সকল তালিকা ধারাবাহিক রূপে লিখিত হইয়া প্রচারিত হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক লোকহিতৈষী লং সাহেব ইংরেজী ভাষায় ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে কতকগুলি পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক বিষয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের নিকট ঋণী। বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের যত্নে মুদ্রিত হয়। প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরাই বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচার করিবার উপায় করিয়া দেন। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকের যত্নেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পরিজ্ঞানের উপায় স্বরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহের তালিকা সঙ্কলিত ও প্রচারিত হয়।

মহামতি লং সাহেব দুই তিন বার বাঙ্গালা গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮৫৫ অব্দে যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ বৎসরে যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের বিবরণ আছে। তালিকায় সর্ব্বসমেত ১,৪০০ খানি পুস্তকের নাম, আকার, মুদ্রণস্থান, মূল্য এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমরা বাঙ্গালায় এই তালিকার মর্ম্ম যথাক্রমে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। লং সাহেবের বিভাগ অনুসারে উপস্থিত তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী থাকিবে। পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় ব্যাকরণ এবং অভিধানের শ্রেণীভুক্ত পুস্তকগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইল। এই তালিকা প্রকাশিত হইলে পরবর্ত্তী গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রকাশের জন্য যত্ন করা যাইবে।

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যানুরাগের বিষয় সাহিত্যসেবক-দিগের অবিদিত নাই। প্রাচীন কালের মুদ্রিত গ্রন্থ তাঁহার পুস্তকালয়ে অনেক আছে। তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থরাশির মধ্যে উল্লিখিত প্রাচীন তালিকা ছিল। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা

পরিষদের পুস্তকালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রস্তাবে উক্ত তালিকাভুক্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

ব্যাকরণ।

হালহেড্ নামক সিবিলিয়ান প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা ও প্রচার করেন। হালহেড্ বাঙ্গালা ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

পাদরি কেরী সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ সালে প্রচারিত হইয়া ১৮৪৫ সালের মধ্যে ৪র্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর রচিত প্রথম ব্যাকরণ ১৮১৬ সালে রচিত হয়। প্রণেতা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত।

মুগ্ধবোধ, মূল বঙ্গানুবাদ সহ, সন্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত, চুঁচুড়াবাসী মথুরামোহন দত্ত-প্রণীত। ১৮১৯ অব্দ। পত্র সংখ্যা ৫৫। [কেরী ও ফর্ষ্টর, এবং উলাষ্টন মুগ্ধবোধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন]

স্যার্ চার্লস্, হোটন প্রকাশিত ব্যাকরণ। ১৮২১। মূল্য ১৫৲। ইহার একস্থলে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বুঝান হইয়াছিল।

ইংলিস দর্পণ, অর্থাৎ ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণ; রামচন্দ্র প্রণীত। ১৮২২। পত্র সংখ্যা ২০১।

গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণ। ১৮২২। [Grammar by Gangakisser] ইংরাজি ভাষার, কি বাঙ্গালা ভাষার, বুঝা গেল না]।

ভাষা-ব্যাকরণ। ১৮২৩। পত্র সংখ্যা ৬৬। লেখক অজ্ঞাত। [১৮২৩ সালে এক খানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ইংরাজি ব্যাকরণ বাহির হয়; লেখক অজ্ঞাত]।

ব্যাকরণসার, নদীয়ানিবাসী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র প্রণীত। বাঙ্গলায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। ১৮২৪। পত্রসংখ্যা ১৭১। স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

রামমোহন রায়ের ইংরাজি ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ১৮২৬। ইংরাজদিগের বাঙ্গলা শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

মরে সাহেবের ইংরাজি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অনুবাদ। প্রকাশক জে, সি, মার্সমান। ১৮৩৩।

ছন্দোমঞ্জরী। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রকাশিত। ১৮৩৪। মূল্য।০ চারি আনা।

সারসংগ্রহ। বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ভগবচ্চন্দ্র প্রকাশিত। ১৮৪০।

কেরী সাহেবের ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণের অনুবাদ; জে, রবিনসন প্রকাশিত। ১৮৪৬।

পত্র সংখ্যা ১০৯। মূল্য এক টাকা। ইহার একস্থানে বাঙ্গালা ভাষায় চলিত পাঁচশত [illegible] ধাতুর তালিকা দেওয়া ছিল।

ভগবানচন্দ্রের ব্যাকরণসারসংগ্রহ, দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮৪৫। পত্রসংখ্যা ১৮৬। মূল্য বার আনা। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বিচার সহ।

ব্রজকিশোরের ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণ ১৮৪০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৩। মূল্য আট আনা। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। লেখক হালিসহর নিবাসী একজন বৈদ্য।

ইংরাজি ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত। পত্র সংখ্যা ৮২।

কীথ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পত্র সংখ্যা ৫৯। মূল্য দুই আনা। প্রথম সংস্করণ ১৮২০ সালে প্রকাশিত। ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত পনর হাজার খণ্ড বিক্রয় হয়।

ক্ষেত্র মোহনের ব্যাকরণ, পঞ্চম সংস্করণ ১৮৫৪। হিন্দু কলেজ পাঠাশালার ব্যবহারার্থ রচিত।

নন্দকুমারের ব্যাকরণদর্পণ। পত্রাঙ্ক ১০৭। মূল্য আট আনা। ১৮৫৩। ছন্দঃপ্রকরণ ও রসপ্রকরণ সমেত। সমগ্র গ্রন্থ পদ্যে রচিত। লেখক সৈনিক বিভাগের একাউণ্টাণ্ট আফিসের কেরাণী ও হুগলি কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।

পূর্ণচন্দ্র দের ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণ ১৮৩৯; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৭৮। মূল্য চারি আনা।

রাম মোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ইংরাজির অনুবাদ, পত্রসংখ্যা ১১৬। প্রথম সংস্করণ ১৮৩৩; শেষ সংস্করণ স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৫১। এই সময়ের মধ্যে তিন হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। "এই গ্রন্থে যথেষ্ট দার্শনিক গবেষণা ও ভাষাতত্ত্ব ঘটিত সূক্ষ্ম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।" *

মুগ্ধবোধসারচন্দ্রোদয়। মুগ্ধবোধের মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহিত। লেখক উত্তরপাড়া নিবাসী তারকনাথ শর্ম্মা। পত্রসংখ্যা ২২৬। ১৮৪৭।

উপক্রমণিকা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রথম সংস্করণ ১৮[illegible]; চতুর্থ সংস্করণ ১৮৫৫। পত্রসংখ্যা ১১৮। মূল্য আট আনা। সংস্কৃত কালেজে ব্যবহৃত। অন্তত্র মুগ্ধবোধের স্থান অধিকার করিতেছিল।

সংস্কৃত ব্যাকরণ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় লিখিত। ইউরোপীয় ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, সর্ব্বনাম পর্য্যন্ত। ১৮৪৫। পত্রসংখ্যা ৭০। মূল্য আট আনা।

শ্যামাচরণের ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণ। রোজারিও কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। [illegible]

---

* এই ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পত্রসংখ্যা ৪০৮। মূল্য পাঁচ টাকা। ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞের জন্য লিখিত। এত বড় ব্যাকরণ ইতঃপূর্ব্বে আর বাহির হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া একশত খণ্ড গ্রহণ করেন। ব্যাকরণের অন্যান্য অঙ্গ ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালা কবিতার ছন্দঃ প্রণালী ও কথোপকথনের ভাষার নিয়ম স্বতন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল।

শ্যামাচরণের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। রোজারিও কোম্পানির প্রকাশিত। ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ৩৬৯। মূল্য আঠার আনা। তৎপ্রণীত ইংরাজি ব্যাকরণের অনুবাদ।

বেঙ্গার সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১৫৬। মূল্য এক টাকা চারি আনা। স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কোষগ্রন্থ।

ফষ্টার নামক এক জন সংস্কৃতজ্ঞ সিবিলিয়ান ১৭৯৯ অব্দে প্রথম বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করিয়া দুই খণ্ডে প্রচার করেন। উহাতে ১৮,০০০ শব্দ বিন্যস্ত ছিল। মূল্য ৬০৲।

মিলার সাহেবের অভিধান। ১৮০১। মূল্য ৩২৲ পত্রসংখ্যা ৫০ (?)।

উত্তরপাড়ানিবাসী পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত শব্দসিন্ধু। ১৮০৯। ইহাতে অমরকোষে ব্যবহৃত সমুদয় শব্দের বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া হইয়াছিল।

ঐ বৎসরই হিন্দুস্থানী যন্ত্র হইতে ৩৬০০ সংস্কৃত শব্দের অর্থযুক্ত অন্য একখানি অভিধান প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ২০০।

ধাতুশব্দজ। শ্রীরামপুর বাঙ্গালা স্কুলবুক সোসাইটি সভা হইতে প্রকাশিত। প্রায় ষষ্টি সংখ্যক ধাতু ও তাহা হইতে উৎপন্ন এক হাজার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ সঙ্কলিত ইংরাজি, লাতিন ও বাঙ্গালা কোষগ্রন্থ। ১৮২১।

লাবাণ্ডিয়ার সাহেবের Mylius School Dictionaryর বাঙ্গালা অনুবাদ। ১৮২৪। পত্রসংখ্যা ৩০০। প্রকাশক রামমোহন রায়ের আংগ্লোহিন্দু স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন।

হৌটন সাহেবের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান। ১৮২৫। ইহাতে বত্রিশ সিংহাসন, কৃষ্ণরায়চরিত্র, পুরুষপরীক্ষা ও হিতোপদেশ, এই কয়খানি গ্রন্থে ব্যবহৃত আড়াই হাজার বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরে একখানি বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত হয়। সঙ্কলনকর্ত্তার নাম অজ্ঞাত।

কেরী সাহেবের Dictionary ১৮১৫ হইতে ১৮২৫ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বড় বড় তিন খণ্ডে বাহির হয়। উহা ত্রিশ বর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল। উহাতে ৮০,০০০ শব্দের সঙ্কলন ছিল। মূল্য ১২০৲ টাকা।

১৮২৭ সালে মার্শমান সাহেব কেরী সাহেবের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করেন। ইহাতে ২৫,০০০ শব্দের সংগ্রহ ছিল।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। শব্দ সংখ্যা ৭,৫০০। মূল্য ৬৲, পত্রসংখ্যা ২৫।

মার্শম্যান সাহেবের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান। ১৮২৯। শব্দ সংখ্যা ২৬,০০০। মূল্য ২০৲।

মার্শম্যানের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ঐ বৎসর। শব্দ সংখ্যা ২৪,০০০।

হোটনের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হয়। এই অভিধান বস্তুতঃই তৎকালে তুলনারহিত ছিল। ইহাকে বাঙ্গালার জনসন্ বলা যাইতে পারে। কেরী সাহেবের অভিধানকেও ইহা সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত করিয়াছিল।

উইলিয়াম্সের ইংরাজি সংস্কৃত অভিধান, শিক্ষকের জন্য বিশেষ আবশ্যক।

জগন্নাথ মল্লিকের শব্দকল্পলতিকা; অমরকোষের অনুবাদ। ১৮৩১। পত্রসংখ্যা ৬৮০।

রেবরেণ্ড জে পীয়ার্সন প্রণীত School Dictionary ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান, ১৮২০। স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রামকমল সেনের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান, ইহা ১৫ বৎসর পরিশ্রমের ফল; এবং প্রম-বিষয়ে রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের সহ তুলনীয়। ইহা প্রধানতঃ টড ও জনসনের গ্রন্থের অবলম্বনে সঙ্কলিত। ১৮৩৪। ইহাতে ৫৮,০০০ ইংরেজী শব্দের বাঙ্গালায় অর্থ আছে। মূল্য ৫০৲।

মর্টন সাহেবের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ১৮২৮। শব্দসংখ্যা ১০,৭০০। পত্রসংখ্যা ৬০০। মূল্য ৬৲।

জয়গোপালের পার্শী বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৩৮। শব্দসংখ্যা ২,৫০০।

১৮৩৮ সনে পূর্ণিয়ার সদর আমিন লক্ষ্মীনারায়ণ আদালতে পার্শীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা কথা চালাইবার উদ্দেশে আর এক খানি পার্শী বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করেন এবং বিভিন্ন জেলায় বিতরণার্থ গবর্ণমেণ্টকে ২০০ খণ্ড প্রদান করেন। আদালতে ব্যবহৃত পার্শী শব্দের অর্থবোধার্থ এখানি প্রয়োজনীয়।

শব্দকল্পতরঙ্গিণী। প্রকাশক জগন্নাথ মল্লিক, জমিদার। ১৮৩৮।

জগন্নাথ শর্ম্মার অভিধান। ১৮৩৮। শব্দসংখ্যা ১৬,০০০। পত্রসংখ্যা ৪৩৫।

বঙ্গঅভিধান। রত্ন হালদার সঙ্কলিত। ১৮৩৯। বানান শিখাইবার জন্য ৬,২৬৪টি সংস্কৃত শব্দের অকারাদিক্রমে তালিকা। পত্রসংখ্যা ১০২।

রাজেশ্বর তর্কালঙ্কারের অভিধান। ১৮৩৯। পত্রসংখ্যা ৪৭৩। শব্দসংখ্যা ১৮,০০০।

Vocabulary of Scripture Proper Names. ইহাতে বাইবলে কথিত ব্যক্তি ও স্থান সকলের নাম বাঙ্গালায় লিখিবার প্রণালী দেওয়া ছিল। ইহুদী নামগুলি আরবি প্রথানুসারে লিখিত হইয়াছিল। ১৮৪০। পত্রসংখ্যা ৪০।

জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের অভিধান। ১৮৪০। শব্দসংখ্যা ১২,০০০। পত্রসংখ্যা ১২০।

মর্টন সাহেবের বাইবেলের ধর্ম্মতত্ব সংক্রান্ত ৮০০ শব্দের ব্যাখ্যা। পত্রসংখ্যা ৬০। ১৮৪৫।

আঢ্যের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ৭৬১। মূল্য ৪।

শব্দসংখ্যা ২৩,০০০। ইংরাজি শব্দের ইংরাজি ও বাঙ্গালায় অর্থ টড্, জন্সন্, মার্শমান্ সাহেবের গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত।

ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৪৮। ইংরাজি ও বাঙ্গালা অর্থ সঙ্কলিত ছিল।

আঢ্যের নূতন অভিধান। শব্দসংখ্যা ২০,০০০। মূল্য ১৲। [লং সাহেবের তালিকা প্রণয়নকালে যন্ত্রস্থ]।

চন্দ্রনাথের ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান (চন্দ্রিকা যন্ত্র)। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৯০। বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজি উচ্চারণ প্রণালী সমেত।

রাধানাথ দে কোম্পানী প্রকাশিত। ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ১৮৫। বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ সমেত।

স্কুলবুক সোসাইটির ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান। ১৮৫৩। পত্রসংখ্যা ২৫৬। মূল্য ৸৵০। ১৬,০০০ ইংরাজি শব্দের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা।

স্কুলবুক সোসাইটির বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান। ১৮৫২। [দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ]।

হৌটন সাহেবের বাঙ্গালা অভিধান বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি ব্যাখ্যা। ১৮৩৩। পত্রসংখ্যা ১,৪৬১। মূল্য ৮০৲। লণ্ডন রোজারিও কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য মুদ্রিত। ইহাতে সংস্কৃত অভিধানের কাজ চলে। ইহার ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পরিশিষ্টে ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধানেরও কাজ চলে। অনেক বৈজ্ঞানিক ও পারিভাবিক শব্দ সঙ্কলিত আছে। প্রায় ৪০,০০০ বাঙ্গালা শব্দের পার্শী, উর্দ্দু ও সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। স্যার চার্লস্ হৌটন দশ বৎসর কাল হেলিবরিতে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

লাবাণ্ডিয়ার সাহেবের সঙ্কলিত সংক্ষিপ্ত জনসনের ডিক্শনারি। ১৮৩০। শেষ সংস্করণ ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ৩০৫। মূল্য ২৲। উপক্রমণিকায় ইংরাজি বাঙ্গালা ব্যাকরণ দেওয়া ছিল।

রবিনসন সাহেবের আইনঘটিত শব্দের অভিধান। শ্রীরামপুরে প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ৪৬। বাঙ্গালাবিহারে আইনকানুনে ব্যবহৃত ৪,৫০০ শব্দের অর্থ সম্বলিত। ব্যবহার শাস্ত্রের পরিভাষা নির্ণয়োদ্দেশে সঙ্কলিত।

মল্লিকের তৃতীয় ভাগ ইংলিশ রীডারের অর্থপুস্তক। পত্রসংখ্যা ১১৫। মূল্য ৷৷০ আনা। ১৮৫২।

জনসনের অভিধানের সংক্ষিপ্ত সার, মেণ্ডী সাহেবের কৃত—ইংরাজি ও বাঙ্গালা অর্থ সম্বলিত। প্রথম সংস্করণ ১৮২২, শেষ সংস্করণ ১৮৫১। মূল্য ৫৲। পত্রসংখ্যা ৩৮৬। শব্দসংখ্যা ৩০,০০০। আরবি ও পার্শি শব্দ * তারকাচিহ্নযুক্ত; উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা ঘটিত পারিভাবিক শব্দের তালিকা দেওয়া আছে।

মেণ্ডী সাহেবের জনসনের সংক্ষিপ্ত সার,—ইংরাজি হইতে বাঙ্গালা। প্রথম সংস্করণ ১৮২৮; শেষ সংস্করণ ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ৩৯০। মূল্য ৫৲। শব্দসংখ্যা ২৮,০০০। মেণ্ডী সাহেব

চল্লিশ বৎসর কাল শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কাজ করেন। তিনি এই অভিধানে [illegible] অনুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন।

মুখোপাধ্যায়ের ২য় ভাগ, Poetical Readerএর অর্থপুস্তক। ১৮৫৯।

নীলকমল মুস্তৌফির পার্শি অভিধান (পার্শি হইতে বাঙ্গালা) ১৮৩৮। পত্রসংখ্যা [illegible] সঙ্কলনকর্ত্তা নদীয়া জেলার জজের সেরেস্তাদার ছিলেন। অভিধানে ২৮০০ পার্শি [illegible] বাঙ্গালা অর্থ ছিল।

জয়গোপালের পার্শী অভিধান ১৮৪০। পত্রসংখ্যা ৮৪। বর্ণানুক্রমে আড়াই হাজার পার্শি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ দেওয়া ছিল।

রামচন্দ্রের অভিধান। প্রথম সংস্করণ ১৮১৮। শেষ সংস্করণ ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ১৪১। মূল্য ৷৷০ আনা। শব্দসংখ্যা ৬,৬০০। গ্রন্থকর্ত্তা কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথমে বাঙ্গালায় অভিধান সঙ্কলন করেন।

রোজারিওর প্রকাশিত ইংরাজি-বাঙ্গালা-হিন্দুস্থানী অভিধান। ১৮৩৭। পত্রসংখ্যা ৫২৫। মূল্য ৬৲। রোমক অক্ষরে লিপিবদ্ধ। রেবরেণ্ড ডবলু মর্টন সাহেব বাঙ্গালা অংশের ও মৌলবী হাসেন উর্দ্দু অংশের সঙ্কলয়িতা। প্রথমে ইংরাজি, পরে ইতালীয় অক্ষরে বাঙ্গালা, পরে রোমক অক্ষরে উর্দ্দু। মোট শব্দ ২৩,০০০।

স্কুলবুক সোসাইটীর প্রকাশিত বাঙ্গালা স্কুলবুক অভিধান। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২; পত্রসংখ্যা ২৩৪, মূল্য ৸০। শব্দসংখ্যা ১২,০০০।

শব্দার্থপ্রকাশ অভিধান, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত। পত্রসংখ্যা ২১৬। মূল্য ।৵০। শব্দসংখ্যা ৯০০।

বর্ণমালা অভিধান। তৃতীয় ভাগ। পত্রসংখ্যা ৫২, শব্দসংখ্যা ১,২০০।

শব্দাম্বুধি। ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ৬০৪। মূল্য ২৷৷০। রোজারিও কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই সংস্করণের মুদ্রিত ২০০০ খণ্ড এক বৎসরেই প্রায় নিঃশেষ হয়। ২৮,০০০ বাঙ্গালা শব্দের অর্থ মর্টন, কেরী, রাধাকান্ত দেব, ও রামচন্দ্রের অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণতা ও শক্তিবর্দ্ধনের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

অমরার্থদীধিতি [পূর্ণচন্দ্রোদয়যন্ত্রস্থ] কোলব্রুকের অমরকোষের প্রথানুকরণে সঙ্কলিত। পত্রসংখ্যা ৩০০।

অমরকোষ [সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ; ষ্টানহোপ যন্ত্র] পত্রসংখ্যা ১৩৮। ১৮৫৪। [কোলব্রুক সাহেব ১৮১৩ অব্দে প্রথমে অমরকোষ ইংরাজিতে তর্জ্জমা করেন। ১৮৩১ অব্দে জমিদার জগন্নাথ মল্লিক উহা নিজব্যয়ে প্রকাশ করেন]।

ধাতুমালা [রোজারিও কোম্পানি, যন্ত্রস্থ] বিলাতে ছেলেরা যেরূপ লাটিন ব্যুৎপত্তি শিখে সেই প্রণালীতে ইহাতে বালকগণকে সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। গণিত, বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কতিপয় পারিভাষিক শব্দেরও ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে।

ঠাকুরের বাঙ্গালা ইংরাজি অভিধান। প্রথম সংস্করণ ১৮০৫। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২। Sanders Cones Co. পত্রসংখ্যা ১৬৬। মূল্য ||০। কেরী সাহেবের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের জন্য সঙ্কলিত। ধর্ম্মতত্ত্ব, শরীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গৃহস্থালী ঘটিত শব্দের নাম বাঙ্গালা অক্ষরে ও রোমক অক্ষরে দেওয়া ছিল। তদ্ব্যতীত ভৈষজ্যঘটিত বৃক্ষ লতা উদ্ভিদেরও নাম ছিল। রচয়িতা উক্ত কালেজের সহকারী গ্রন্থরক্ষক ছিলেন।

মিল সাহেবের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ। ইংরাজি শব্দের পর তাহার ইংরাজিতে ব্যাখ্যা ও সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া ছিল। বাইবল তর্জ্জমার সুবিধার জন্য লিখিত

ক্রমশঃ—

ছেলেভুলানো ছড়া।

আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোন রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত-কোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প, চন্দন, গোলাপ জল, আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য্য আছে—সেই মাধুর্য্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং সরস।

শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাঙ্গলা দেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদ বশতঃ সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়িভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে;—এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ সঙ্গীত স্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশব-নৃত্যের নূপুরনিক্কণ ঝঙ্কৃত হইতেছে। অথচ, আজ কাল এই ছড়া গুলি লোকে ক্রমশঃই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্ত্তনের স্রোতে ছোট বড় অনেক জিনিষ অলক্ষিত ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; এই জন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাঙ্গালার অনেক উপভাষা (dialect) লক্ষিত হইবে। একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনটিই বর্জ্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়া গুলি এতই জড়িত, মিশ্রিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোন একটি বিশেষ পাঠ নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। কারণ, এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্ত্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।

নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

১ম পাঠ।

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥

বাজ্‌তে বাজ্‌তে চল্লো ডুলি।
ডুলি গেল সেই কম্‌লা পুলি॥
কম্‌লা পুলির টিয়েটা।
স্যয্যিমামার বিয়েটা॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই॥
একটা পান ফোঁপ্‌রা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগ্‌ড়া॥
কচি কচি কুম্‌ড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল্॥
আমি ত বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগর ফুল।

২য় পাঠ।

আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে।
ঢাঁই মির্‌গেল ঘাঘর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পল্ ঠুলি।
ঠুলি গেল কম্‌লাফুলি॥
আয় রে কম্‌লা হাটে যাই।
পান গুয়োটা কিনে খাই॥
কচি কুম্‌ড়োর ঝোল।
ওরে জামাই গা তোল॥
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে, কদমতলায় কে রে।
আমি ত বটে নন্দ ঘোষ, মাথায় কাপড় দে রে॥

৩য় পাঠ।

আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম্ সাজে।
লাল মির্‌গেল ঘাঘর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে এল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি॥
কমলাপুলির বিয়েটা।
স্যয্যিমামার টিয়েটা॥

হাড় মুড় মুড় কেলে জিরে।
কুসুম কুসুম পানের বিড়ে॥
রাই রাই রাই রাবণ॥
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগর ফুল॥
এক গাছি করে মেয়ে ধাঁড়া।
এক গাছি করে পুরুষ ধাঁড়া॥
জামাই বেটা ভাত খাবি ত এখানে এসে বোস্।
খা গণ্ডা গণ্ডা কাঁটালের কোষ॥ *

উপরি উদ্ধৃত ছড়া গুলির মধ্যে মূল পাঠ কোন্‌টি, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, এবং পাঠটি রক্ষা করিয়া অন্য পাঠগুলি ত্যাগ করাও উচিত হয় না। ইহাদের পরিবর্ত্তন কৌতুকাবহ এবং বিশেষ আলোচনার যোগ্য। "আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে"- ছত্রটির কোন পরিষ্কার অর্থ আছে কি না, জানি না; অথবা যদি ইহা অন্য কোন অপভ্রংশ হয়, তবে সে ছত্রটি কি ছিল, তাহাও অনুমান করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রথম কয়েক ছত্র, বিবাহবাজার বর্ণনা। দ্বিতীয় ছত্রে যে বাজনা কয়েকটির উল্লেখ আছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাঠে কতই বিকৃত হইয়াছে। আবার ভিন্ন স্থান হইতে আমরা এই ছড়ার আর একটি পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আছে;—

* এই সকল পাঠ ছাড়াও অন্য পাঠ আছে;—

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোরাডুম সাজে।
ডাহিন্ মেড়া ঘাগর বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে লাগলো ছলি।
কে কে যাবি কদম ফুলি॥
গুন্ গোন্ টিয়ে টোন্।
লাল বাগানের লাল ঘটকা।
লেগে যা গোয়াল ঘটকা॥
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল।
আয়রে আমায় টগরের ফুল॥
কাকী রাঁধে কুকী খায়।
ছিম সময়ে দুঃখ পায়॥
বনের বাঘে খায় কি—
কপালে গায়ের দুখ॥
কপালে গাই নড়ে চড়ে।
পান্ ছিকির বাড়ি মারে॥
পঃ পঃ সঃ।

আগডম্ বাগডম্ ঘোঁড়াডম্ সাজে।
ডান্ মেকড়া ঘাঘরা বাজে॥
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো টুরি।
টুরি গেল কম্‌লাপুরী॥

ভাষার যে ক্রমশঃ কিরূপে রূপান্তর হইতে থাকে, এই সকল ছড়া হইতে তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আমরা যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। কোন্ গুলি কোন্ প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ থাকিবে। পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, কলিকাতায় যে ছড়াগুলির সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাদের কোন্‌টা কোন্ প্রদেশে প্রচলিত তাহার নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বন্ধুগণ যাঁহাদের নিকট হইতে এগুলি আদায় করিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ অনেকেই কলিকাতার লোক নহেন। এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদের পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারাও যথাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহকার্য্যে সাহায্য করিবেন *।

---

* উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশের পুরস্ত্রীগণ আমষষ্ঠী, মূলষষ্ঠী প্রভৃতি ব্রতে কথা বলিয়া থাকেন। এগুলি শাস্ত্রের কথা নামে পরিচিত আছে। এখন ব্রতাদির লোপের সঙ্গে এই কথা গুলিরও বিলোপদশা ঘটিতেছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ উক্ত কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। এতদ্ব্যতীত মাঘ মাসে কোন কোন প্রদেশে হেঁচোড়া ঠাকরুণের পূজা হইত। এখন হয় কি না, জানি না। বাড়ীর উঠানে কুলগাছ পুঁতিয়া, ছোট ছোট ভাইভগিনীগুলি একমাস কাল প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলা কোমলকণ্ঠে ছড়া গাহিয়া হেঁচড়া পূজা করিত। যেরূপ মনে আছে, একটি ছড়ার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

হেঁচোড়া ঠাকরুণ লো ক্যাচোঁড়া চুল।
তাতে কি শোভে লো গাঁদা ফুল॥
গাঁদা ফুলের দিলাম বিয়া।
পাড়া পড়সী লো জয় জোকার দিয়া॥
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোণার যাদুধন কোলে তুলে নেব॥

এই সকল ছড়া সংগ্রহ করা আবশ্যক।

পঃ পঃ সঃ।

কলিকাতায় সংগৃহীত ছড়া।

(১)

মাসী পিসী বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসী বলেন্ মা যে খই মোয়াটা ধর॥
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জানিলাম মা বড় ধন॥
মাকে দিলুম আমন দোলা।
বাপকে দিলুম নীলে ঘোড়া॥
আপনি যাব গৌড়।
আন্‌ব সোনার মউর॥
তাইতে দেব ভায়ের বিয়ে।
আপনি নাচ্‌ব ধেয়ে॥ *

(২)

কে মেরেছে কে ধরেছে সোণার গতরে।
আধকাঠা চাল দেব গালের ভিতরে॥
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।
তার সঙ্গে গোসা করে ভাত খাওনি কাল॥
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।
তার সঙ্গে কোঁদল করে আস্‌ব আমি কাল॥
মারিনাইকো ধরিনাইকো বলিনাইকো দূর।
সবে মাত্র বলেছি গোপাল চরাওগে বাছুর॥

---

* কোন কোন স্থলে এই ছড়াটির অন্যরূপ পাঠ প্রচলিত আছে। যথা :—

মাসী পিসী বনগাঁবাসী বনের আগে টিয়া।
মাসী গেলেন শ্রীবৃন্দাবন দেখে আসি গিয়া॥
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জান্‌লেম আমি মা বড় ধন॥
মাকে দেব শঙ্খ সিন্দুর ভাইকে দেব বিয়া।
সোণার মুকুট মাথায় দিয়া তীর্থ করি গিয়া॥

পঃ পঃ সঃ।

(৩)

পুঁটু নাচে কোন্ খানে।
শতদলের মাঝখানে॥
সে খানে পুঁটু কি করে।
চুল ঝাড়ে আর ফুল পড়ে।
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে॥

(৪)

ধন ধোনা ধন ধোনা।
চোতবোশেখের বেনা॥
ধন বর্ষাকালের ছাতা।
জাড় কালের কাঁথা॥
ধন চুল বাঁধবার দড়ি।
হুড়কো দেবার নড়ি।
পেতে শুতে বিছানা নেই,
ধন ধূলোয় গড়াগড়ি॥
ধন পরাণের পেটে।
কোন্ পরাণে বল্‌বরে ধন
যাও কাদাতে হেঁটে॥
ধন ধোনা ধন ধন।
এমন ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।

(৫)

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী আমার বাড়ী যেয়ো।
সরু সুতোর কাপড় দেব ভাত রেঁধে খেয়ো॥
আমার বাড়ীর যাদুকে আমার বাড়ী সাজে।
লোকের বাড়ী গেলে যাদু কোঁদলখানি বাজে॥
হোক্ কোঁদল্ ভাঙ্গুক্ খাড়ু।
দুহাতে কিনে দেব ঝালের নাড়ু॥
ঝালের নাড়ু বাছা আমার না খেলে না ছুঁলে।
পাড়ার ছেলে গুলো কেড়ে এসে খেলে॥
গোয়াল থেকে কিনে দেবো দুদ্ওলা গাই।
বাছার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই॥

ভুদ্‌ওলা গাইটে পালে হল হারা।
ঘরে আছে আওটা দুধ আর চাঁপাকলা।
তাই দিয়ে বাছুকে ভোলা রে ভোলা॥

(৬)

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী ঘুমের বাড়ী যেয়ো।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো॥
শান-বাঁধানো ঘাট দেব বেশম মেখে নেয়ো।
শীতলপাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো॥
আঁব কাঁটালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে॥
দুই দুই বাঁদি দেব পায়ে তেল দেবে।
উল্‌কি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই।
গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়িভরা দই॥

(৭)

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী আমার বাড়ী এস।
শেজ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে বস॥
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
খিড়্‌কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুৎ করে যেয়ো॥

(৮)

ও পাড়াতে যেয়ো না বঁধু এসেছে।
বঁধুর পাতের ভাত খেয়োনা ভাব লেগেছে॥
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে।
ঢাকন খুলে দেখ বড় বৌর খোকা হয়েছে॥

(৯)

পান্‌কৌড়ি পান্‌কৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠ'সে।
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোট'সে॥
ও বেগুন কুটোনা বীচ রেখেছে।
ও ঘরেতে যেয়ো না বঁধু এয়েছে॥
বঁধুর পান খেয়োনা ঝগড়া করেছে।
দাদাকে দেখে কদমপানা ফুটে উঠেছে॥

(১০)

পান্‌কৌড়ি পান্‌কৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠ'সে।
তোমার শাশুড়ী বলে গেছেন আলু কোট'সে॥
কি করে কুটব, চাকা চাকা করে।
ও দুয়োরে যেয়ো না বঁধু এসেছে।
বঁধুর পান খেয়ো না ভাব লেগেছে॥
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে॥

(১১)

ঘুঘু মেতি সই।
পুত কই॥
হাটে গেছে।
হাট কই।
পুড়ে গেছে॥
ছাই কই।
গোয়ালে আছে॥
সোণা কুড়ে পড়বি।
না ছাই কুড়ে পড়বি

পাঠান্তর :—

ঘুঘু—ঘু।
পেটে—ফু॥
কি ছেলে হ'লো।
বেটা ছেলে॥
ছেলে কই।
মাছ ধর্‌তে গেছে॥
মাছ কই।
চিলে নিলে॥
চিল কই।
ডালে বসেছে॥
ডাল কই।
পুড়ে ঝুড়ে গেল॥
ছাই মাটি কই।
ধোপায় নিলে॥
কি কর্‌লে।
কাপড় ধুলে॥
সোনা কুড়ে পড়বি।
না ছাই কুড়ে পড়বি॥

পঃ পঃ সঃ।

(১২)

ওরে আমার ধন ছেলে ।
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে ॥
মা বলে বলে ডাক্‌ছিলে ।
ধুলো কাদা কত মাখ্‌ছিলে
সে যদি তোমার মা হত ।
ধুলো কাদা ঝেড়ে কোলে নিত ॥

(১৩)

পুঁটুমণি গো মেয়ে ।
বর দিব চেয়ে ॥
কোন্ গাঁয়ের বর ।
নিমাই সরকারের বেটা পাল্কী বের কর ॥
বের করেছি বের করেছি ফুলের ঝারা দিয়ে ।
পুঁটুমণিকে নিয়ে যাব বকুল তলা দিয়ে ॥

(১৪)

ধুলোর দোসর নন্দ কিশোর ধুলো মাখা গায় ।
ধুলো ঝেড়ে করব কোলে আয় নন্দরায় ॥

(১৫)

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর গা করেছ খড়ি ।
কলুবাড়ী যাও তেল আনগে আমি দিব তার কড়ি ॥

(১৬)

আয়রে চাঁদা আগড় বাঁধা দুয়ারে বাঁধা হাতী ।
চোক্ ঢুল্ ঢুল্ নয়নতারা দেখ্‌সে চাঁদের বাজি ॥

(১৭)

বড় বউ গো ছোট বউ গো জল্‌কে যাবি গো ।
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখ্‌তে পাবি গো ॥
কেষ্ট বেড়ান কুলে কুলে তাঁত নিবি গো ।
তারি জন্যে মার খেয়েছি পিঠ দেখ গো ॥
বড় বউ গো ছোট বউ গো আরেক কথা শুন্‌সে ।
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চূড়োবাঁধা মিন্‌সে ॥
ঘটি নেয়না বাটি নেয়না নেয়না সোণার ঝারি ।
যে ঘরেতে রাঙ্গা বউ সেই ঘরেতে চুরি ॥

(১৮)

খোকা গেছে মাছ ধরতে দেবতা এল জল।
দেবতা তোর পায়ে ধরি খোকন্ আসুক ঘর॥
কাজ নাইকো মাছে, আগুন লাগুক্ মাছে।
খোকনের পায়ে কাদা লাগে পাছে॥

(১৯)

এ পারেতে বেনা ও পারেতে বেনা।
মাছ ধরেছি চুনোচানা॥
হাঁড়ির ভিতর ধনে।
গৌরী বেটী কনে॥
নোকে বেটা বর।
টাঁকশালেতে চাকৃরি করে ঘুঘুডাঙ্গায় ঘর॥
ঘুঘু ডাঙ্গায় ঘুঘু মরে চালভাজা খেয়ে।
ঘুঘুর মরণ দেখ্‌তে যাব এয়ো শাঁখা পরে॥
শাঁখাটি ভাঙ্গল।
ঘুঘুটি ম'ল॥

(২০)

কাঁদনেরে কাঁদুনে কুলতলাতে বাসা।
পরের ছেলে কাঁদ্‌বে বলে মনে করেছ আশা॥
হাত ভাঙ্গ্‌ব পা ভাঙ্গ্‌ব কর্‌ব নদী পার।
সারা রাত কেঁদনা রে যাছ ঘুম' একবার॥

(২১)

তালগাছেতে হুতুমথুমো কাণ আছে পাঁদাক।
মেঘ ডাকৃছে বসে বুক করচে গুরু গুরু॥
তোমাদের কিসের আনাগোনা।
উড়ে মেড়ার বাপ আসচে দিদিন্ খিনা খিনা॥

(২২)

দোল দোল দোলানি।
কাণে দেব চৌদানি॥
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ্।
ফেটে মর্‌বে পাড়ার লোক॥

মেয়ে নরক, সাত বেটা।
গড়িয়ে দেব কোমরপাটা॥
দেখ্ শত্তুর চেয়ে।
আমার কত সাধের মেয়ে॥

(২৩)

চাঁদ কোথা পাব বাছা যাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব।
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব॥
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমোরে আমার খোকামণি॥

(২৪)

তালগাছ কাটুম্ রসিক বাটুম্ গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড় বর আমি করব কি॥
আন্‌কা ভেঙ্গে সান্‌কা দিলুম কাণে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলায় দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি॥
চোখ্ খাওগো বাপ মা চোখ খাওগো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড় মরে কেশে।
নেড়েচেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন্ গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে॥

(২৫)

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতরের পো।
হিঙুল গাছে বেঁধে থো॥
হিঙুল করে কড়মড়।
দাদা দিলে জগন্নাথ॥
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি।
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি॥
চাল কাঁড়তে হল বেলা।
ভাত খাওসে দুপুর বেলা॥

ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাচি।
কোদাল হল ভোঁতা।
খা ছুতরের মাথা॥

(২৬)

ডালিম গাছে পরভু নাচে।
তাক্ ধুমাধুম বাদ্যি বাজে॥
আই গো চিন্তে পার।
গোটা দুই অন্ন বাড়॥
অন্ন ব্যঞ্জন দুধের স্বর।
কাল যাব গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মাল্লে চড়।
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর॥
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয় গো মায়ের বাড়ী॥
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ী।
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙ্গা চল্ শ্বশুর বাড়ী॥

(২৭)

উলু কেতু ঢুলুকেতু নলের বাঁশী।
নল ভেঙ্গেছে একাদশী॥
একা নল পদ্মদল।
কে যাবি রে কামার সাগর॥
কামার মাগী কেরকেরাণি।
যেন পাটরাণী॥
আক বন ডাব বন।
কুড়ি কিষ্টি বেড়াবন॥
কার পেটের ছুয়ো।
কার পেটের সুয়ো॥
বলে গেছে চড়ুই রাজা।
চোরের পেটে চাল কড়াই ভাজা॥

কাঠবেড়ালী মদ্দা মাগী কাপড় কেচে দে।
হারদোচ্ খেলাতে ডুল্‌কি কিনে দে॥
ডুল্‌কির ভিতর পাকা পান।
ছি ইঁদুর সোয়ামি মোচরমান॥
এক পাথর কলা-পোড়া এক পাথর ঝোল।
নাচে আমার খুকুমণি বাজা তোরা ঢোল॥

(২৮)

উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশী।
নল ভেঙ্গেছে একাদশী॥
একা নল পঞ্চদল।
মা দিয়েছে কামারশাল॥
কামার মাগীর ঘুরঘুরুনি।
অর্পণ দর্পণ।
কুড়িগুষ্টি ব্রাহ্মণ॥

(২৯)

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে॥
দুপাটে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেচে।
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে॥
কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলাফেলা কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন্ খান দে বকুলতলা দে॥
বকুল ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্যি বাজে সীতানাথের খেলা॥
সীতানাথ বলে ভাই চাল কড়াই খাব।
চাল কড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ॥
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে।
সোণামুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

(৩০)

রাধু কেন কেঁদেছে।
ভিজে কাঠে রেঁধেছে॥
কাল যাব আমি গঞ্জের হাট।
কিনে আন্‌ব শুকনো কাঠ॥
তোমার কান্না কেন শুনি।
তোমার শিকেয় তোলা ননি।
তুমি খাওনা সারা দিনই॥

ক্রমশঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিষদের কার্য্যবিবরণ।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

১৯শে কার্ত্তিক, রবিবার (৪ঠা নবেম্বর)।

উপস্থিত সদস্য।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহকারী সভাপতি)
শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার।
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্. এ, সি, এস্।
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ।
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সদস্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন:—

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী।
২। শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।
৩। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এস্, সি।
৪। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাগচি।
৫। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস।
৬। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত।
৭। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস।
৮। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র।
৯। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।
১০। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিশ্র।
১১। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ।
১২। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস্।
১৩। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার।
১৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার।
১৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম্, এ।
১৬। শ্রীযুক্ত শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।
১৭। শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বাগচি।
১৮। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সিংহ।
১৯। শ্রীযুক্ত গুরুনাথ মুন্সী।
২০। শ্রীযুক্ত শশধর রায়।
২১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়।
২২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে, সি, এস্।
২৩। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, সি, এস্।

২। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুকে বেতনভুক্ত সহকারী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইল। তাহা বিশেষরূপে আন্দোলিত হইলে পর স্থিরীকৃত হইল যে, বাবু ঈশানচন্দ্র বসুকে এই কার্ত্তিক মাস হইতে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা হিসাবে আপাততঃ বেতন দেওয়া হউক। ঈশান বাবু নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিষদের জন্য প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিবেন, পরিষদ-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিবেন ও পত্রিকার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন এবং পরিষদ কার্য্যালয়ের কর্ম্মাদিও দেখিবেন। মাসিক দশ টাকা ভিন্ন পরিষদের পুঁথিসংগ্রহের জন্য সময়ে সময়ে যে পাথেয় ব্যয় হইবে, তাহা বিল করিয়া পরিষদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন।

৩। কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় দুই জন সভ্য বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের যে নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে, তদ্দারা কিরূপ কার্য্যসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এক বৎসর না দেখিলে বলা যায় না। আর এক বৎসরের পূর্ব্বেই নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না এবং কোন সভাও তাহা করে না। সুতরাং সভ্য বৃদ্ধির প্রস্তাব এখন সঙ্গত হয় না। অবশেষে সভাপতি মহাশয়ের কথায় সকলে একমত হওয়ায় সভ্যবৃদ্ধির প্রস্তাব স্থগিত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড সাহেবের পরিষদের সহিত সংস্রব ত্যাগপত্র পঠিত হইলে সর্ব্ব সম্মতি অনুসারে তাহা পরিগৃহীত হইল। এবং স্থিরীকৃত হইল যে লিওটার্ড সাহেব পরিষদের জন্য যে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। লিওটার্ড সাহেবের স্থানে অন্যতর সম্পাদক নিয়োগের কথা উঠিলে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর ধার্য্য হইল যে, ইহা পরিষদের আগামী অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল। পত্র খানি এই :—

ওঁ

পরমপ্রণয়াস্পদ মিত্রবরেষু ;—

আগামী রবিবার মাসিক অধিবেশন হইবার সংবাদ পাইলাম। এবারও পরিষদসমীপে আমার একটি প্রস্তাব আছে। ঐ প্রকার প্রস্তাবের মধ্যে বোধ হয় উহা শেষ প্রস্তাব। আমার প্রস্তাব এই যে পরিষদের সকল সভ্যেরা আপনাদিগকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিবেন। আমরা কি একটি জাতি নহি? আমাদিগের কি একটি ভাষা নাই যে, বন্ধুকে সামান্য পত্র লিখিতে হইলে বিদেশীয় ভাষাতে পত্র লিখিতে হইবে? কোন্ ইংরাজ আর এক ইংরাজকে ফরাসী ভাষায় পত্র লিখিয়া থাকেন? কোন্ ফরাসী অন্য এক জন ফরাসীকে জর্ম্মান্ ভাষায় পত্র লিখিয়া থাকেন? ইংরাজী পত্রে আমরা যে ভাব ব্যক্ত করি, তাহা যদি বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে ভাষার উন্নতি সাধন করা হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। ইতি—

স্নেহশীল

দেবগৃহ, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩০১। শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

স্থিরীকৃত হইল যে, বসু মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরিষদের সভ্যদিগের পক্ষে একটি বিশেষ সদুপদেশ। এই সদুপদেশ প্রদান করার জন্ত পরিষদ রাজনারায়ণ বাবুকে ধন্য-বাদ দিতেছেন।

৬। শ্রীযুক্ত অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট রামায়ণের একখানি প্রাচীন আদর্শ আছে। অক্রূর বাবু এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে অনুরোধ করা হউক, যেন তিনি সেই প্রাচীন আদর্শ সম্বন্ধে বাবু অক্রূরচন্দ্র সেনের সহিত প্রয়োজন মত পত্রাদি লিখেন।

৭। পরিষদের পুস্তকালয় স্থাপনের কথা উপস্থিত হইলে স্থির করা হইল যে, আগামী মাসিক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিলে পুস্তকালয়ের নিমিত্ত মাসিক কি পরিমাণে ব্যয় করা যাইতে পারে, পরিষদ তাহা বিবেচনা করিবেন।

৮। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাশীদাসী মহাভারত সংগ্রহ ও সঙ্কলনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাহাতে স্থিরীকৃত হইল যে, পরিষদের নিকট মহাভারত উপস্থিত করায় এবং উহার প্রকাশ সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় পরিষদ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রফুল্ল বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। পরামর্শদান সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধি অনুসারে চলুন। তবে এ বিষয়ে পরিষদ তাঁহাকে যথাসাধ্য উৎসাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। আর আদিপর্ব্ব খানি পাণ্ডুলিপির সহিত যথোচিত মিলাইয়া ও লেখা সমাপ্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলে উহার প্রকাশ সম্বন্ধে পরিষদ ভবিষ্যতে বিবেচনা করিবেন।

তৎপরে সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,　　শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সভাপতি।　　সম্পাদক।

২৪শে অগ্রহায়ণ।

সপ্তম অধিবেশন।

২৫শে অগ্রহায়ণ, রবিবার (৯ই ডিসেম্বর)।

উপস্থিত সদস্য।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম্, এ, ডি, এল্।
শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম্, এ।
শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার।
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ দে।
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।
শ্রীযুক্ত গোঁসাইদাস গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ।
শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত।
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে।
শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস।
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন।
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত ও পরিগৃহীত হইল।

১। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাহিত্যপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

১। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্।
৩। শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়।
৪। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ।
৫। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ।
৬। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।
৭। শ্রীযুক্ত কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম্, বি।
৯। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।
১০। শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
১১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র।
১২। শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র বসু।
১৩। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।
১৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত এম্, এ।
১৫। শ্রীযুক্ত মতিলাল মল্লিক এম্, এ।

২। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন কার্য্যবশতঃ সভায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, আমি এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উচ্চপদস্থ মুসলমান সদস্যের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আমার বিবেচনায় বাঙ্গালাপ্রচলনবিষয়ে দুইটি সাধারণ সভার অধিবেশন করিলে ভাল হয়। একটি সভা, শিক্ষাবিভাগের শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগকে লইয়া, আর একটি সভা মুসলমানসম্প্রদায়ের নেতৃগণকে লইয়া করাই সঙ্গত। এই উভয় সভার অধিবেশন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

তাহার পর বিষয়টি লইয়া অনেক আলোচনা হইল। স্থির হইল যে, এই বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সমিতির সভ্যদিগকে অনুরোধ করা হউক। সমিতির প্রতি ভারার্পিত হইল যে, তাঁহারা এই বিষয়ে মতামত সংগৃহীত করিবার জন্য উভয় পক্ষের নিকট পত্রাদি লিখিবেন। আর পত্রাদি লেখার জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইবে, তাহা পরিষদ প্রদান করিবেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে মীমাংসাসূচক প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে পর এই বিষয়ে অধিবেশনাদি যাহা করিতে হয়, পরিষদ তাহা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

৩। শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেবের স্থানে অন্যতর সম্পাদকনিয়োগের কথা উঠিলে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনানুসারে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে তৎপদে নিয়োগ করা হইল।

৪। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি হুগলি জেলার কোন গ্রাম হইতে এক খানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাহার পর এপর্য্যন্ত যতগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা পাঠ করা হইল। অবশেষে স্থির হইল, এই বিষয়ে আরও পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা হউক।

৫। পারিভাষিক সমিতির কার্য্যবিবরণের কথা উঠিলে দেখা গেল যে, তাহার কার্য্য কতক সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পর যাহাতে তাহা শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে পারিভাষিক সমিতির সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করা হইল। আর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত ইংরাজী শব্দগুলির বাঙ্গালার প্রতিশব্দ নিরূপণের ভার পারিভাষিক সমিতির প্রতি অর্পিত হইল।

৬। পুস্তকালয় স্থাপনের প্রস্তাব উত্থিত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পরিষদের আয় ব্যয় বিষয়ে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করা হইল। তাহাতে দেখা গেল যে, পরিষদের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগ অধিক। এই কারণে স্থিরীকৃত হইল যে, আপাততঃ পুস্তকালয় সম্বন্ধে কিছু ব্যয় করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে পরিষদের মধ্যে যাহারা গ্রন্থকার আছেন, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব গ্রন্থ পরিষদকে প্রদান করিবার জন্য পত্র লিখিয়া অনুরোধ করা হউক।

৭। স্থিরীকৃত হইল যে, পত্রিকাপ্রকাশের নিমিত্ত পত্রিকাসম্পাদক ও তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। আর পত্রিকায় গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও প্রকাশিত হউক।

৮। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুরোধানুসারে পরিষদের দুই জন আয়ব্যয়পরীক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় মহাশয় দ্বয়কে আয়ব্যয়পরীক্ষকের পদে নিয়োগ করা হইল।

৯। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে পত্র পঠিত হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

১০। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কবিকঙ্কণসম্বন্ধীয় পত্র পঠিত হইল। পত্রখানি এই ;—

সবিনয় নিবেদন,—

আমার একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শেষপত্রে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্র আছে।

সমাপ্তোঽয়ং দ্বাদশস্কন্ধঃ। সমাপ্তঞ্চেদং শ্রীভাগবতং মহাপুরাণমিতি।........শিবমস্তু শকাব্দাঃ ১৬১২ ॥

যমাজরসভূসংখ্যে নত্বা গুরুপদাম্বুজম্।
শাকে লেখি মহাদেবশর্ম্মণা কাণ্ড নামকম্ ॥
শ্রীলশ্রীকবিকঙ্কণাত্মজসুতঃ পঞ্চাননাখ্যস্তৎসুতো
নত্বা দেবগুরুং লিলেখ ভগবৎ-শাস্ত্রং পরং মুক্তিদম্।
সারাৎসারতরং পুরাণমমৃতং তারাঙ্কুরং সৎপ্রিয়ং
যৎ শ্রুত্বা ন পুনর্ভবেত্তবতাং সংসারবাসঃ সদা ॥
শ্রীহরিঃ।

শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু তিথির্বাভূদ্ধরিপ্রিয়া।
তস্যামিয়ং সমাপ্তা চ শ্রীভাগবতসংহিতা ॥

উদ্ধৃত শ্লোকসম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য :—

(১) শ্লোকোক্ত কবিকঙ্কণ আর চণ্ডীপ্রণেতা কবিকঙ্কণ এক ব্যক্তি কি না প্রমাণের উপায় আছে কি না ?

(২) চণ্ডীমঙ্গলপ্রণেতা কবিকঙ্কণের কালনিরূপণের কি কি উপায় বর্ত্তমান আছে ?

(৩) চণ্ডীপ্রণেতা কবিকঙ্কণের পুত্রপৌত্রাদির নাম জানিবার কোন উপায় আছে কি না, এবং তাঁহার বংশের কেহ বর্ত্তমান আছেন কি না ?

(৪) উদ্ধৃত শ্লোকে 'আত্মজসুত' অর্থে পুত্র কি পৌত্র ?

এই কয়েক প্রশ্নের উত্তর পরিষদ অথবা পরিষদের কোন সদস্য মহোদয় দিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি—

নিবেদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

এই বিষয়ের মীমাংসার ভার পত্রিকাসম্পাদকের উপর অর্পিত হইল।

তাহার পর সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

৭ই মাঘ। সভাপতি। সম্পাদক।

প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ আপনাদের প্রণীত ও অপর গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে উপহার প্রদান করিয়াছেন। পরিষদ তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, সি, আই, ই, প্রদত্ত :—১ ঋগ্বেদ সংহিতা মূল। ২ উহার বঙ্গানুবাদ ২ ভাগ। ৩ সমাজ। ৪ সংসার। ৫ হিন্দুশাস্ত্র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। ৬ মহাভারত (সংস্কৃত) ছয় ভাগ। ৭ বৈদ্যক শব্দসিন্ধু অভিধান। ৮ গ্রীক ও হিন্দু (প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ৯ Indo-Aryans (by Rajendralala Mitra) 2 vols. ১০ Max Muller's Essays 2 vols. ১১ A History of Civilization in Ancient India, 2 vols. ১২ Lays of Ancient India।

মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর প্রদত্ত :—১ পঞ্চ পুষ্প। ২ বৈদ্যক শব্দসিন্ধু। ৩ শান্তি-সোপান। ৪ কৃষি-ক্ষেত্র। ৫ বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (সাতকড়ি হালদার)। ৬ হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা (দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)। ৭ পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব। ৮ বিলাতযাত্রা নিষেধপ্রতিষেধ। ৯ প্রকৃতিবাদ অভিধান। ১০ মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী। ১১ বালরঞ্জনম্ (সংস্কৃত)। ১২ Ireland in '98 (J. B. Daly). ১৩ Life of Raja Digambar Mitra (by Bholanath Chundra). ১৪ Hindu Seavoyage Movement, 2 pamphlets. ১৫ Lord Lyttleton's Poetial Works. ১৬ Johnson's Letters. ১৭ Hunt's Poetical works. ১৮ Longman's Magazine, 2 vols. ১৯ Mookerjee's Magazine 3 vols.

পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রদত্ত :—১ আর্য্য-কীর্ত্তি। ২ সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। ৩ ভারতকাহিনী। ৪ ভারতপ্রসঙ্গ। ৫ নবভারত। ৬ জীবচরিত। ৭ জয়দেবচরিত। ৮ হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়। ৯ আমাদের জাতীয় ভাব। ১০ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু প্রদত্ত :—১ রামাভিষেক নাটক। ২ হরিশ্চন্দ্র নাটক। ৩ আনন্দময় নাটক। ৪ সতীনাটক। ৫ প্রণয়পরীক্ষা নাটক। ৬ রাসলীলা নাটক। ৭ কুলীন। ৮ নাগাশ্রমের অভিনয়। ৯ মনোমোহন গীতাবলী। ১০ হিন্দুর আচার-ব্যবহার। ১১ বক্তৃতামালা। ১২ পদ্যমালা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্. এ. প্রদত্ত :—১ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। ২ জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। ৩ ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত। ৪ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত। ৫ শান্তি পাগল। ৬ আত্মোৎসর্গ। ৭ প্রাতঃস্মরণীয়-চরিতমালা। ৮ সমালোচনমালা। ৯ কীর্ত্তি-মন্দির। ১০ চিন্তাতরঙ্গিণী। ১১ হৃদয়োচ্ছ্বাস। ১২ প্রাণোচ্ছ্বাস। ১৩ জ্ঞান-সোপান (১ম ও ২য় ভাগ)। ১৪ শিক্ষা-সোপান, (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)। ১৫ শিশু-পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ)। ১৬ পদ্য শিশুশিক্ষা। ১৭ প্রথমশিক্ষা। ১৮ ধারাপাত।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু প্রদত্ত :—১ হিন্দুবর্ম্মনীতি। ২ নারীনীতি। ৩ স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ। ৪ নীতিকবিতাবলী। ৫ নীতিপ্রভা। ৬ নীতিপদ্য। ৭ চাণক্যনীতি। ৮ বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর ম[illegible]

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত [illegible] গুপ্ত প্রদত্ত :—১ প্রতিভা। ২ হেমপ্রভা। ৩ অতুলচন্দ্র। ৪ ভারতভ্রমণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ৫ হীরাবাই। ৬ গান ও কবিতা।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত :—১ রুসিয়া। ২ ভিক্টোরিয়া রাজস্য। ৩ যৌবনে যোগিনী। ৪ নবযুগ।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ প্রদত্ত :—১ অশ্রু নাটক (বিপিনবিহারী ঘোষ)। নুরজাহান (ঐ)।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত :—১ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি। ২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত ;—১ হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা। ২ কমলকলিকা। ৩ একজায়জ। ৪ Memoir of Raja Rammohun Roy. ৫ Hindu Religion.

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত :—কঙ্কাবতী।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রদত্ত :—Descriptive Catalogue of Bengali Works. (J. Long)।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত :—গ্রীক ও হিন্দু।

শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত :—পুলিশ ও লোকরক্ষা।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত :—বর্ণ-শিক্ষা-প্রণালী।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রদত্ত :—রাজাবলী।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত :—রেশমবিজ্ঞান।

শ্রীচন্দ্রনাথ তালুকদার,

গ্রন্থরক্ষক।

১২৬। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
১২৭। „ রসিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, [illegible]পুর।
১২৮। „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্. এ, [illegible]।
১২৯। „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, কলিকাতা।
১৩০। „ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ।
১৩১। কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কলিকাতা।
১৩২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম. বি, „
১৩৩। „ শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।
১৩৪। „ অক্ষয়কুমার মৈত্র বি. এল্, রাজসাহী।
১৩৫। „ হেমাঙ্গচন্দ্র বসু বি, এল্, যশোহর।
১৩৬। „ কুঞ্জলাল রায়, কলিকাতা
১৩৭। „ মন্মথনাথ দত্ত এম্. এ, „
১৩৮। „ মতিলাল মল্লিক বি এ, মেদিনীপুর।
১৩৯। „ দামোদর মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১৪০। „ মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, „
১৪১। „ অঘোরনাথ ঘোষ বি এল্, বাঁকুড়া।
১৪২। „ তারণচন্দ্র সেন, „
১৪৩। „ নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য, „
১৪৪। „ কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি. এল্, „
১৪৫। ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিবিল সার্জ্জন, „
১৪৬। কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার, সিয়ারসোল।
১৪৭। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, হাবড়া।
১৪৮। „ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, কলিকাতা।
১৪৯। „ গোবিন্দচন্দ্র দাস এম্. এ. বি, এল্, „
১৫০। „ সারদাচরণ মিত্র এম্. এ বি. এল্, „
১৫১। „ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, দিনাজপুর।
১৫২। „ অশ্বিনীকুমার দাস বি এ, কুমিল্লা।
১৫৩। „ মাখনলাল সিংহ, কলিকাতা।
১৫৪। „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ. বি. এল্, „
১৫৫। „ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্. এ. বি. এল্, „
১৫৬। „ ভবেন্দ্রনাথ দে বি. এল্,
১৫৭। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি. এল্,

১৫৮। শ্রীযুক্ত মন্মথচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা।
১৫৯। „ হেমচন্দ্র মল্লিক, „
১৬০। „ প্রিয়লাল মুখোপাধ্যায়, „
১৬১। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, „
১৬২। „ যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, „
১৬৩। „ রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত, „
১৬৪। „ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি. এস্, সেতারা।
১৬৫। „ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা।
১৬৬। „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, „
১৬৭। „ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, „
১৬৮। „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

পরিষদের কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই।

সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কার্য্যসম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার।

পত্রিকাসম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।

আয়ব্যয় পরীক্ষক।

শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম্, এ।

শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় এম্, এ।